# দি কেস বুক অব শার্লক হোমস

# হীরক রহস্য

একটা মামলার মধ্যে আটকে রয়েছেন শার্লক হোমস। তাঁর শরীরের যা অবস্থা ভালো নয়—দিনের পর দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। ড. ওয়াটসন জিজ্ঞেস করেছিলেন, খাবেন কখন? তাতে তিনি বলেছিলেন, পরশু সাড়ে সাতটায়।

বিলি হোলো হোমসের ছোকরা চাকর। খুব চালাক আর চটপটে। হোমসের জীবনের একাকিত্বের ফাঁক অনেকটা ভরাট করেছে সে। বিলি ড. ওয়াটসনকে বলল—কাকে যেন ধরার চেষ্টা করছেন। পরশু বেরিয়েছিলেন জনমজুর সেজে, যেন কাজ খুঁজছেন, আর আজ বেরিয়েছিলেন এক বুড়ির সাজে।

ড. ওয়াটসন বিলিকে বললেন, 'আচ্ছা, মামলাটা কী বলতে পারো?'

বিলি গলার স্বর নিচু করে চটপট উত্তর দিল, 'স্যার, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, তবে দেখবেন আর কেউ যেন জানতে না পারে। এ হল মুকুটের হীরের সেই মামলা।'

আঁতকে উঠলেন ওয়াটসন। বললেন, 'অ্যাঁ বলো কী, সেই কোটি টাকার চুরির মামলা?'

বিলি বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। যেমন করেই হোক আদায় করতেই হবে। এ ব্যাপারে স্যার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও নিজে এসেছিলেন। ওই সোফাতেই বসেছিলেন দুজনে, সুন্দর করে ওঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন মি. হোম্‌স্‌। ওঁরা দুজন তাঁর কথায় কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়েছিলেন। মি. হোমস বলেছিলেন, তিনি যতোটা পারবেন করবেন।

ওয়াটসন বললেন, 'আচ্ছা, বিলি, জানলায় ওই পর্দাটা কেন?'

বিলি বলল, 'তিন দিন হল মি. হোমস ওটা ওখানে লাগিয়েছেন। জানেন, একটা খুব মজার জিনিস ওটার পেছনে আছে।' এই বলে বিলি গিয়ে জানলার পর্দাটা একটু সরিয়ে দিল।

অসহ্য বিস্ময়ের একটা শব্দ ড. ওয়াটসনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। তাঁর বন্ধুটির মূর্তি সেখানে, পরনে ড্রেসিং গাউন। মুখটার তিনভাগ জানলার দিকে, আর নিচের দিকে নামানো, কোনো অদৃশ্য বই পড়তে ব্যস্ত, আর শরীরটা ইজিচেয়ারের মধ্যে ডোবানো। মাথাটা খুলে নিয়ে বিলি বলল, 'এটা আমরা মাঝে মাঝে এদিকে ওদিকে ফিরিয়ে দিই স্যার, যাতে অস্বাভাবিক মনে না হয়। জানলার পর্দা বন্ধ না থাকলে হাত দিতে সাহস করি না, কারণ জানলার শার্সি খোলা থাকলে রাস্তার ওপার থেকে দেখা যায়।

ওয়াটসন বললেন, 'এমন একটা ব্যাপার আগেও আমরা একবার করেছি।'

বিলি বলল, 'সে তাহলে আমি আসার আগে।' জানলার পর্দা সরিয়ে বিলি মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানেন, ওদিক থেকে আমাদের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়। ওই যে একজনকে দেখা যাচ্ছে, দেখুন না।'

ড. ওয়াটসন এক পা এগিয়েছেন, এমন সময় শোবার ঘরের দরোজাটা খুলে গেল, হোমসের সুদীর্ঘ ছিপছিপে শরীর দেখা দিল সেখানে। মুখটা ফ্যাকাশে আর লম্বা হলেও পদক্ষেপ ও ভাবভঙ্গি সেই আগের মতোই চটপটে দেখা গেল। একলাফে জানালাটার কাছে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শার্সি বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'ওটায় হাত দিও না বিলি। জানো, এই মুহূর্তেই তুমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছিলে, মারা পর্যন্ত যেতে পারতে এবং আপাতত আমার তোমাকে না হলে চলে না। আর ওয়াটসন, বড়ো ভালো লাগছে আবার তোমাকে তোমার পুরোনো ডেরায় দেখতে পেয়ে। কিন্তু বড়ো সংকটজনক মুহূর্তে তুমি এসেছ।'

ওয়াটসন বললেন, 'তাই তো শুনছি।'

হোমস বিলিকে বললেন, 'তুমি যাও। বিলি ছেলেটিকে নিয়ে মহাসমস্যা বুঝলে? এতোটা বিপদের মুখে ওকে ঠেলে দেয়া কি আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত, বলো তো?'

ওয়াটসন বললেন, 'কিন্তু বিপদটা কিসের?'

হোমস গাঢ় স্বরে উত্তর দিলেন, 'আকস্মিক মৃত্যুর। আজই সন্ধ্যায় একটা কিছু ঘটে যাবে বলে মনে হচ্ছে।'

ওয়াটসনের প্রশ্ন, 'কী সেটা?'

হোমস বললেন, 'খুন হয়ে যাওয়া।'

ওয়াটসন বললেন, 'ধেৎ, তুমি ঠাট্টা করছ।'

হোমস বললেন, 'রসিকতার বোধ আমার অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু তাহলেও এর থেকে ভালো রসিকতা আমি করতে পারি। যাইহোক এরইমধ্যে তো একটু আরাম করা যাক, কী বলো? বলো, মদ চলবে? সিগারেট-টিগারেটগুলোও সব যথাস্থানেই পাবে। তোমার অভ্যস্ত আরাম চেয়ারে বসো, আবার দেখি তোমায়। আশা করি আমার পাইপকে আর বাজে তামাককে তুমি ঘৃণা করতে শুরু কর নি। কী জানো, খাদ্যের বদলে আজকাল এই বস্তুই সেবন করছি আমি।'

ওয়াটসন বললেন, 'কেন, খাচ্ছ না কেন?'

হোম্স্ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মানে উপোস করলে বুদ্ধিবৃত্তিগুলো প্রচুর তীক্ষ্ণতা লাভ করে। কেন ওয়াটসন ডাক্তার হিসেবে তুমি নিশ্চয়ই মানবে খাদ্য হজমের ফলে রক্ত সরবরাহে যেটুকু সাশ্রয় হয় ঠিক ততোটাই মগজের লোকসান হয়। আমি মানুষটা আর নিছক মগজ ছাড়া আর কী? আমার বাকিটা বলতে গেলে বাহুল্য। সুতরাং আমার ভাবনা একমাত্র আমার মগজ নিয়ে।

'কিন্তু বিপদের কথা যে কী বলছিলে?' ওয়াটসনের কৌতূহল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' হোম্স্ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এবং পরিণতি যদি তাইই হয়, তাই খুনীর নাম আর ঠিকানা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি। সেটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে জানিয়ে দিও। নামটা হল সিলভিয়া—কাউন্ট নেগ্রেটো সিলভিয়াস। ঠিকানাটা লিখে রাখো—১৩৬, মুরসাইড গার্ডেনস্, এন ডব্লিউ। লিখলে?'

ওয়াটসনের সরল মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি ভালো করেই বুঝতে পারলেন, কী সাঙ্ঘাতিক বিপদের ঝুঁকি হোমস নিয়েছেন। মানে হোমস যা বলেছেন তা আসল ভয়ের থেকে বরং কম করেই বলেছেন, এতোটুকু বাড়িয়ে বলছেন না। করিৎকর্মা মানুষ ওয়াটসন, সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'আমায় কাজে লাগাতে পারো হোম্স্—দু-একটা দিনের জন্যে আপাতত আমার হাত খালি।

হোম্স্-এর উত্তর—একজন অতি ব্যস্ত ডাক্তারের চিহ্ন তোমার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট।

ওয়াটসনের চটপট জবাব, 'না, মানে, তেমন জরুরি কাজ কিছু হাতে নেই আর কি। তা, লোকটাকে কি পাকড়াও করতে পারো না?'

'হ্যাঁ, ওয়াটসন পারি। আর সেটাই হচ্ছে মুশকিল—হোমস বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াটসনের জবাব, তাই যদি পারো তাহলে করছ না কেন?

হোমস বললেন, 'আমি জানি না হীরেটা কোথায়?'

ও, বিলি বলছিল বটে—সেই মুকুটের হারানো হীরেটা, ওয়াটসনের কৌতূহল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—হোমস। হ্যাঁ, সেই মস্ত ম্যাজারিন হীরেটা। জাল আমি ফেলেছি, মাছকে জালে আটকিয়েছি। কিন্তু হীরেটা পাই নি, তাই তাদের ধরে আর লাভ কী? অবশ্য তাদের ধরলে অনেকের উপকার হবে, কিন্তু আপাতত তো আমার কাজ তা নয়, আমার চাই হীরেটা।'

আর ওই কাউন্ট সিলভিয়াসই বুঝি তোমার সেই মাছ—ওয়াটসনের প্রশ্ন।

হোমস বললেন—আজ সারাটা সকাল আমি তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরেছি। বৃদ্ধার সাজে তুমি আমায় আগেও দেখেছো ওয়াটমসন। আজ সকালে আমার ছদ্মবেশ হয়েছিল আরও নিখুঁত।

ছাতাটা ফেলে দিয়েছিলাম, তুলে দিয়েছিলেন পর্যন্ত—'যদি কিছু মনে না করেন, মাদাম, তুলে দিচ্ছি ছাতাটা।' উচ্চারণটা খানিকটা ইতালীয় ধরনের। মিনোরিজ-এর স্ট্রবেন্‌জির কারখানা পর্যন্ত গিয়েছিলাম তাঁর পিছু নিয়ে। এয়ারগান তৈরি করে ওরা—চমৎকার তাদের কাজ। এবং আমার ধারণা ওটা এখন আমাদের উল্টো দিকের বাড়িটায় আছে। মূর্তিটা দেখেছো নিশ্চয়ই, বিলি দেখিয়ে থাকবে সম্ভবত। মনে রেখো, যে-কোনো মুহূর্তে ওই মূর্তির সুন্দর মাথা ভেদ করে একটা গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।

হঠাৎ ট্রের ওপর একটা কার্ড নিয়ে বিলি হাজির হল। ভ্রূ কপালে তুলে এমনভাবে হোম্‌স্ সেটার দিকে তাকালেন, যেন খুব মজা পেয়েছেন। মুখে বললেন, স্বয়ং এসেছেন ভদ্রলোক। এতোটা কিন্তু আমি একেবারেই আশা করতে পারিনি ওয়াটসন। স্নায়ুর ওপর অসাধারণ দখল ভদ্রলোকের। হিংস্র জন্তু শিকারে ওঁর সুনামের কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। এবং তার ওপর আবার যদি আমাকেও তাঁর শিকারের তালিকাভুক্ত করতে পারেন তো শিকারি জীবনের পরিণতি লাভ করবেন ভদ্রলোক।

ও নিজে আসাতে প্রমাণ হচ্ছে যে, আমি যে পিছু নিয়ে খুব কাছাকাছি থাকছি এ তিনি জানতে পেরেছেন।

ওয়াটসন বললেন, 'পুলিশের খবর দাও বন্ধু।'

হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন, 'হয়তো দেব, কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। সাবধানে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লক্ষ করো দেখি রাস্তায় কেউ ঘুরঘুর করছে কি না!'

পর্দার একপাশে গিয়ে ওয়াটসন সন্তর্পণে তাকালেন চারিদিকে। ফিসফিস করে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা গুন্ডা ধরনের লোককে দরজার কাছে পায়চারি করতে দেখছি।'

'ওই-ই তাহলে স্যাম মার্টন। ওঁর একান্ত বিশ্বস্ত অল্প বুদ্ধির লোকটা। কোথায় এই ভদ্রলোক বিলি?'

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন হোম্‌স্।

বিলি বলল, 'বাইরের ঘরে স্যার।'

হোম্‌স্ বিলিকে নির্দেশ দিল, 'ঘন্টা বাজালে তখন ওঁকে নিয়ে আসবে।'

ওয়াটসন দেরি করলেন যতক্ষণ না দরোজাটা বন্ধ হল। তারপর অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বন্ধুর দিকে তাকালেন। বললেন, 'দেখো, হোম্‌স্, লোকটা বেপরোয়া, কোনো কিছু মানবে না। কে জানে, তোমায় হত্যা করবেই বলেই এসেছে হয়তো। আমি বলছি, আমি এখন তোমার সঙ্গেই থাকব।

হোমস আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'উহুঁ। কক্ষনো না। খুব অসুবিধা হবে তাহলে। তার চেয়ে শোনো', ক'লাইন খচ্‌খচ্ করে লিখে ওয়াটসনের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই চিঠিটা নিয়ে তুমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাও। একটা গাড়িভাড়া করে, সি. আই.ডি'র ইউঘালকে দেবে। একেবারে পুলিশ নিয়ে আসবে সঙ্গে করে। তারপর... তারপর যাবে কোথায় বাছাধন।

ওয়াটসন চলে গেলেন কর্তব্য পালন করতে।

হোমস এবার নিজের মনে বলতে লাগলেন, এর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই হীরেটা আবিষ্কার করার সময় পাব। এবার ঘন্টাটায় হাত দিলেন তিনি। নিজে মনে মনে স্থির করে নিলেন, শোবার ঘরের মধ্যে দিয়েই তিনি যাবেন। এই দ্বিতীয় পথটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হোম্‌স চান, তিনি যেন সিলভিয়াসকে আগে দেখতে পান—সে তাঁকে দেখে ফেলার আগেই।

বিলি একটু পরে কর্নেল সিলভিয়াসকে নিয়ে গিয়ে বসাল। কেউ ছিল না সেখানে। বিখ্যাত শিকারিটি বিশাল দেহ, আলকাতরার মতো কালো গায়ের রঙ, চোখ কালো। সজারুর মতো গোঁফ। বাজপাখির ঠোঁটের মতো লম্বা বাঁকানো নাক। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুসজ্জিত। রঙচঙে নেকটাই আর ঝলমলে নেকটাই-এর পিন, ঝকমকে আংটি দেখে মনে হয় যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। দরোজাটা বন্ধ হতে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সচকিতদৃষ্টিতে এমনভাবে তাকাতে

লাগলেন চারিদিকে যেন প্রতি পদক্ষেপেই কোনো ফাঁদে পা দিতে চলেছেন। হঠাৎ জানলার কাছে চেয়ারের ওপর অভিব্যক্তিহীন মাথাটা আর ড্রেসিং গাউনের উপরটা তাঁর চোখে পড়ল। মুখে একটা ঝিলিক খেলে গেল তার। আরো একবার চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিলেন কোনো সাক্ষী আছে কি না, তারপর পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে মোটা একটা বেত তুলে নির্বাক মূর্তিটার দিকে এগোলেন। মূর্তিটায় আঘাত করার জন্যে যেই না বেতটা তুলেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই নিরুত্তাপ শ্লেষ মিশ্রিত একটা কণ্ঠস্বর শোবার ঘরে দরোজা দিয়ে বলে উঠল, ভাঙবেন না কাউন্ট, ভাঙবেন না ওটা। মুহূর্তের জন্যে সিলিভিয়াস থমকে গেলেও, পরমুহূর্তেই কাউন্ট সিলভিয়াস আবার বেতটা উদ্যত করলেন, যেন মূর্তিটাকে ছেড়ে আসল লোকটিকেই আক্রমণ করতে চান। কিন্তু হোমসের ধূসর স্থির দৃষ্টি আর বিদ্রূপের হাসির মধ্যে এমন কিছু ছিল যার ফলে তাঁর হাত নেমে গেল।

হাসতে হাসতেই হোম্‌স্ বললেন, পাশের ঐ টেবিলে হ্যাটটা আর বেতটা রাখুন।

কাউন্ট সিলভিয়াস মন্ত্রচালিতের মতো তাই-ই করল। হোম্‌স্ বললেন, বেশ। বসুন এবার। রিভলভারটাও রেখে দেবেন নাকি?—বেশ, ঠিক আছে, ইচ্ছে করলে ওর ওপরেই বসতে পারেন। হ্যাঁ, তাল, কথা। আপনি আজ খুব ভালো সময়েই এসেছেন, কারণ, আপনার সঙ্গে আমার কতকগুলি জরুরি কথা আছে।

কাউন্ট সিলভিয়াস আতঙ্কিত চোখে হোমসের দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিচ্ছিল। সেও কর্কশ স্বরে বলল—আমারও কয়েকটা কথা বলবার আছে আর সেই জন্যেই আমি এসেছি। অস্বীকার করব না, আমি আপনাকে তখন মারতেই উদ্যত হয়েছিলাম।

টেবিলের ধারে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে হোম্‌স্ বললেন, আমি তো জানতাম অমন একটা মতলব নিয়েই আপনি এসেছেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণটা কী?

কাউন্ট তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'আপনি আমায় বিরক্ত করছেন নিজের সীমা লঙ্ঘন করে। আপনি আপনার চরকে আমার পেছনে লাগিয়েছেন। ক্ষোভে ফেটে পড়ল সিলভিয়াস!'

হোম্‌স্ অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, আমার চর! না, কখনো না।

কাউন্ট রেগে গিয়ে বলল, 'ন্যাকামো ছাড় ন।'

হোমস সবিনয়ে বললেন, 'একটা কথা আপনাকে বলা দরকার কাউন্ট সিলভিয়াস। আমার চরের ব্যাপারে আপনি যা শুনেছেন তা ঠিক নয়।'

এ কথায় কাউন্ট মসৃণ হাসি হেসে বলল, 'দেখুন, আপনার মতো অন্যদেরও পর্যবেক্ষণ শক্তি থাকতে পারে। কাল এসেছিল একজন শিকারি আর আজ একটা বুড়ি! সারাটা দিন তারা আমায় চোখে চোখে রেখেছে।'

'বলতে কি কাউন্ট, আপনি কিন্তু এককথায় পরোক্ষভাবে আমারই প্রশংসা করলেন। মানে আপনি, আমাকে ছদ্মবেশগুলোরই প্রশংসা করে বসলেন।'

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে হোমস বললেন, 'ওই দেখুন সেই ছাতাটা যেটা আপনি অমন ভদ্রভাবে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তখনও আপনার মনে সন্দেহ জাগে নি।

কাউন্টের দুই চোখ আর ভ্রু ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। কাউন্ট ভগ্নস্বরে বলল, 'আপনি যা বলেছেন তাতে ব্যাপারটা আরও বিশ্রী হল। লোক না লাগিয়ে আপনি নিজেই আমার পিছু নিয়েছেন। আর নিজেই স্বীকার করছেন তা? কেন শুনি?'

হোমস মুচকি হেসে বললেন, কারণ আছে। কারণ আছে কাউন্ট সিলভিয়াস! ওই হলদে হীরেটা আমার চাই যে! আর আপনি ভালো ভাবেই জানেন কেন আমি আপনার পিছু নিয়েছি? আর আপনার আজ এখানে আসার কারণ হল—আপনি জানতে এসেছেন, এ ব্যাপারে আমি কতোটা জেনেছি এবং সেই বুঝে আমাকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তাটা হিসাব করে নেয়া। অবশ্য আপনার এসব খুবই প্রয়োজন। কারণ এ ব্যাপারে সব কিছুই আমার জানা আছে, কেবল একটা ছাড়া এবং এবার আপনি সেটা আমায় নিশ্চয়ই বলছেন।

'বটে, তাই নাকি? তা, শুনি সেই অজানা ব্যাপারটা কী?' কাউন্ট পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

মুকুটের হীরেটা কোথায়? কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন হোম্‌স্।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাউন্ট তাকালেন হোম্‌সের দিকে। বললেন, 'ও, জানতে চান বুঝি সেটা? তা, আমি কী করে বলব শুনি?

হোমস দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, পারবেন বলতে এবং বলবেনও একটু পরেই। আর আপনি আমাকে ধোঁকা দিতে পারবেন না কাউন্ট সিলভিয়াস! আপনার মনের একেবারে ভিতরটা পর্যন্ত আমি দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কারভাবে।

কাউন্ট এবার ব্যঙ্গস্বরে বলল, 'তবে তো আপনি জানেনই হীরেটা কোথায় আছে!'

একথায় মজা পেয়ে হোম্‌স্ হাততালি দিয়ে উঠলেন। কাউন্টের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'তবে তো আপনি জানেন, স্বীকারই করলেন।'

না আমি স্বীকার করি নি—কাউন্ট গর্জন করে উঠল।

এবার যে দৃষ্টিতে হোম্‌স্ কাউন্টের দিকে তাকাচ্ছিলেন, তা যেন নিপুণ দাবা খেলোয়াড়ের দৃষ্টি, কোনো মোক্ষম চাল দেবার সময় হোম্‌স্ এরকমভাবে তাকান। হঠাৎ ড্রয়ার খুলে হোম্‌স্ একটা নোটবুক বার করলেন। বললেন, জানেন, এই নোটবুকে কী আছে?

কাউন্ট বোকার মতো বলল—না।

হোম্‌সের সদম্ভ উত্তর—আছেন আপনি! ভাবছেন কি? আজ্ঞে হাঁ, আপনিই। কেবল আপনাকে নিয়েই এটা। আপনার জঘন্য ও বেপরোয়া জীবনের সমস্ত কিছুই এতে আছে। এতে আছে বুড়ি হেরল্ডের মৃত্যু রহস্য—যিনি আপনাকে ব্লাউমার এস্টেট দিয়ে যান—যেটা আপনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জুয়া খেলে উড়িয়ে দেন।

সিলভিয়াস ব্যঙ্গস্বরে বলল, 'স্বপ্ন দেখছেন আপনি।' হোম্‌স বলেই চললেন, 'তাছাড়া আছে মিস্ ওয়ারেন্ডার-এর সম্পূর্ণ জীবনকাহিনী।'

সিলভিয়াস গর্জন করে বললেন, 'একেবারে বাজে বকছেন আপনি। ও ব্যাপারে আপনি কিছুই প্রমাণ করতে পারবেন না।'

হোমস এবার মুচকি হেসে বললেন, '১৮৯২ খ্রি. ১৩ই ফেব্রুয়ারি রিভিয়েরার ডিল্যুক্স ট্রেনে ডাকাতির কথা ভুলে যান নি তো কাউন্ট? আর ঐ বছরেই ক্রেডিট লিয়োনাইয়ের জাল চেক-এর খবরও।

ওখানেই বুল করলেন।

তাহলে তো অন্যগুলো সব ঠিক, কেমন? কাউন্ট, আপনি তো তাস খেলেন। যখন দেখেন প্রতিপক্ষই সমস্ত তুরুপের তাসগুলো পেয়ে গেছে, তখন কি তাসে ফেলে দিয়েই সময় বাঁচান না?

এবার কাউন্টের প্রশ্ন আপনি যে হীরের খোঁজ করছেন তার সঙ্গে এ সবের সম্বন্ধটা কী শুনি?

হোম্‌স চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'ধীরে কাউন্ট ধীরে! কৌতূহলটা একটু দমন করুন। শুধু মনে রাখুন, যা কিছু এখানে আছে সবই আপনার বিরুদ্ধে। আর সব কিছুর ওপরে এই মুকুটের হীরের মামলায় আপনার ঐ লড়িয়ে গুণ্ডাটার বিরুদ্ধে পরিষ্কার প্রমাণ আছে!

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সিলভিয়াস, তাকে বলতে না দিয়ে হোমস বলতে লাগলেন,—যে গাড়িতে করে আপনি হোয়াইট হলে গিয়েছিলেন আর যে গাড়িতে করে সেখান থেকে এসেছিলেন সেই গাড়ির গাড়োয়ানকেই আমি পেয়েছি। উর্দিপরা যে দারোয়ান আপনাকে ঘটনাস্থলের কাছে দেখেছিল তাকেও পেয়েছি। পেয়েছি আইকি স্যান্ডার্সকেও। যে আপনার হয়ে কাজ করতে রাজি হয় নি। এবং আইকি এসব স্বীকারও করেছে। আর আপনার কোনো আশাই নেই কর্ণেল।

কর্ণেল-এর কপালের শিরাগুলো রাগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

বিশাল দুটো হাত চেপে ধরে তিনি ভাবাবেগ ও উত্তেজনা দমন করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কথা বেরুচ্ছিল না তার মুখ থেকে। কোনো কিছু গুছিয়ে বলতে পারছিল না সে। বুদ্ধিটা আর কাজ করছিল না তার।

হোম্‌স্‌ আরো চেপে ধরে বললেন—এই হল আমার হাত, টেবিলের ওপর রেখেছি। একটা তাসেরই কেবল অভাব, রাজার, ডায়মন্ডের অর্থাৎ হীরের, সেটা কোথায় আছে আমার জানা নেই।

সে আপনি কোনোদিনই জানতে পারবেন না, হোম্‌স্‌,—কর্নেল গলা ঝেড়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল।

হোম্‌স্‌ শ্লেষ মিশ্রিত স্বরে বললেন,—পরিস্থিতিটা একটু উপলব্ধি করতেই হচ্ছে এবার কাউন্ট। কুড়ি কুড়িটা বছরের জন্যে আপনি জেল খাটতে চলেছেন, স্যাম মার্টনও। সুতরাং হীরেটাতো আপনার কোনো কাজেই আসবে না। কিন্তু যদি হীরেটা দিয়ে দেন তো এই গুরুতর অপরাধও মিটমাট করে নেওয়া যেতে পারে। আপনাকে বা স্যামকে আমাদের দরকার নেই। আমাদের দরকার হীরেটা। ওটা ভালোয় ভালোয় দিয়ে দিলে আমার তরফ থেকে কোনো উচ্চবাচ্যই হবে না, যতোদিন না আপনি আবার নোতুন করে কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন। কিন্তু এর পরেও যদি আবার আপনার পদস্খলন হয় তাহলেই কিন্তু আপনার খেলা শেষ করে দেবো। তবে আপাতত আমার কাজ হল হীরেটা উদ্ধার করা, আপনাকে গ্রেপ্তার করা নয়।

ঘন্টা বাজালেন হোম্‌স্‌। ঘন্টার শব্দ শুনে বিলি এসে হাজির। হোম্‌স্‌ বললেন,—আমার মনে হয় কাউন্ট, আপনার চামচে স্যামও এ আলোচনায় যোগ দিতে পারে, কারণ তার স্বার্থটাও এর সঙ্গে জড়িত। বিলি, বাড়ির দরোজার কাছে দেখ তো একটা খুব লম্বা চওড়া বিশ্রী দেখতে লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভেতরে আসতে বল। ওর সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করবে না। বল গিয়ে কর্নেল সিলভিয়াস ওকে ডাকছেন। নিশ্চয়ই তাহলে আসবে।

অনুসন্ধিৎসু কর্নেল বলল—কী করতে চান আপনি এখন?

হোম্‌স্‌ হাসতে হাসতে বললেন,—আমার বন্ধু ওয়াটসন কিছুক্ষণ আগে আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁকে বলছিলাম একটা হাঙর আর একটা ছোটো মাছ একসঙ্গে আমার জালে পড়েছে। জাল টানতেই এখন দুটোই একসঙ্গে উঠে আসছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কাউন্ট। পিছন দিয়ে তাঁর হাত চলে গেল। আর হোম্‌সের ড্রেসিং গাউনে একটা বস্তু দেখা গেল অর্ধেকটা বেরিয়ে রয়েছে। কাউন্ট বলল—আপনার বিছানায় শুয়ে হবে না হোমস।

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন, একথাটা আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কি আসে যায় তাতে? শক্ত ও দীর্ঘ হয়ে উঠলেন হোম্‌স্‌। দাঁতে দাঁত চেপে শান্তস্বরে বললেন,—রিভলভারে আঙুল দিয়ে কোনো লাভ হবে না বন্ধু। ভালো করেই আপনি জানেন, যে, যদি বা আপনাকে সে সুযোগ দিই তাহলেও আপনি ব্যবহার করতে সাহস করবেন না, ভারি নোংরা জিনিস। তার চেয়ে বরং আপনার এয়ারগানই ভালো বুঝলেন? এই যে আপনার সহকর্মীর মৃদু পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মার্টন এসে পৌঁছতেই হোম্‌স্‌ তাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, কেমন মার্টন, ভালো তো? রাস্তার ওখানটা মোটেই আরামের জায়গা নয়, তাই না?

বক্সিং লড়িয়েটা বিপুলকায় এক তরুণ, মুখ দেখে মনে হয় বোকা আর একগুঁয়ে। আড়ষ্টভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল দরোজার কাছে আর হতভম্বের মতো তাকাতে লাগল এদিকে ওদিকে। সে ভেবে পাচ্ছিল না কিভাবে এর মোকাবিলা করবে। সাহায্যের জন্যে সে তাকাল তার বিচক্ষণ সঙ্গীটির দিকে। হেঁড়ে গলায় সে বলল—ব্যাপারটা কী কাউন্ট? কী চায় এই লোকটা?

কাউন্ট কাঁধ ঝাঁকালেন। হোম্‌স্‌ উত্তর দিয়ে বললেন, এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় মার্টন, খেল খতম্‌!

বক্সিং লড়িয়ে মার্টন তবুও তার সঙ্গীকেই প্রশ্ন করল লোকটা কি ঠাট্টা করতে চাইছে কাউন্ট? ঠিক ঠাট্টার মেজাজ আমার এখন নয়।

হোম্‌স্ বললেন, সেটা আমিও মনে করি। এবং আমি তোমাকে জোর দিয়েই বলছি যতো সময় যাবে ঠাট্টার এই ধারণাটা তোমার ততোই কমে আসতে থাকবে। শুনুন কাউন্ট সিলভিয়াস। আমি কাজের লোক। সময় নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই। ঐ শয়নকক্ষে আমি চললাম। আমার অনুপস্থিতিতে সহজভাবে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। বন্ধুটিকে আমার কথার অর্থটা বুঝিয়ে বলতে পারবেন। পাঁচ মিনিটে আপনারা আলোচনা করে নিন। আর আমি নিজে এসে আপনাদের সিদ্ধান্ত জেনে নেবো। আর এই সময়টা আমি শয়নকক্ষে হফম্যান বার্কারোল-এর সুরটা তুলবার চেষ্টা করি, কেমন! ঠিক করুন, আপনাকে নেবো না, হীরেটা নেবো?

হোম্‌স্ বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে ঘরের কোণ থেকে বেহালাটা তুলে নিলেন। দু-এক মিনিট পরেই হোম্‌সের শয়নকক্ষ থেকে সেই পাগল-করা সুরের বিলম্বিত মূর্ছনা বন্ধ দরজা দিয়ে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসতে লাগল।

সিলভিয়াস তার দিকে তাকালে মার্টন উদ্বিগ্নভাবে বলে উঠল, ব্যাপারটা কী স্যার, হীরেটার কথা ও কিছু জেনেছে নাকি?

সিলভিয়াস হতাশ স্বরে বলল, আইকি স্যান্ডার্স আমাদের ফাঁসিয়েছে। এখন আমরা কী করবো তাই ঠিক করতে হবে। শোনো এই হীরেটার ব্যাপারে ও আমাদের পাকড়াতে পারে। তবে, যদি বলে দিই হীরেটা কোথায় তাহলে আর আমাদের ধরবে না।

মার্টন আঁতকে উঠে বলল, কী? হীরেটা দিয়ে দেবো? লক্ষ পাউন্ডের ঐ হীরে?

হ্যাঁ ওকে দিয়ে দিতে হবে। সিলভিয়াস ভগ্নস্বরে বলল। হয় দিতে হবে না হয় তো জেল খাটতে হবে।

মার্টন বলল, তাহলে তো ওকে খতম করে দিলেই সব ঝামেলা চুকে যায়।

বোকার মতো কথা বোলো না মার্টন। গুলি করলেও পালানো কঠিন হবে এখান থেকে। তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হোম্‌স্ও তৈরি। তাছাড়া যে সব সাক্ষী প্রমাণ ও সংগ্রহ করেছে তা নিশ্চয়ই ও পুলিশকে জানিয়ে রেখেছে।

মার্টন মাথা চুলকে বলল, 'আপনার মগজে বুদ্ধি আছে। নিশ্চয়ই একটা উপায় ভেবে বার করতে পারবেন আপনি। মারধোরা যদি না চলে তো আপনি যা বলবেন আমি তাই পালন করবো।

কাউন্ট নিজের বুদ্ধির তারিফ করতে করতে বলল ওর চেয়ে আচ্ছা আচ্ছা অনেক লোককেই আমি বোকা বানিয়েছি। তারপর ফিসফিস করে বলল হীরেটা আমার কাছেই আছে, লুকোনো পকেটের মধ্যেই। কোথাও রেখে আসতে ভরসা পাই না। আজই হয়তো এটা ইংল্যান্ড থেকে চলে যাবে, আর রবিবারের মধ্যে আমস্টার্ডামে পৌঁছে চার ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। তবে, ভ্যান সেডার-এর ব্যাপারটা ও এখানে জানে না। শোনো মার্টন, আর এক মুহূর্তও হাতে সময় নেই। হোমসকে আমাদের ঠেকাতে হবেই। হীরেটার সন্ধান পেলেই তো আর আমাদের ধরবে না। তা, হীরেটার একটা ভুল ঠিকানা হোমসকে দিয়ে ধোঁকা দিয়ে আমরা দেশছাড়া হয়ে যাব।

দাঁত বার করে খিক্ খিক্ করে হাসতে হাসতে বলল, মতলবটা বেশ খাসা হয়েছে স্যার।

সিলভিয়াস হঠাৎ বাজনা শুনে বিরক্ত হয়ে বলল, ধেত্তেরি, কী ঘ্যানঘেনে বাজনাটা রে বাবা, ভারী অস্বস্তিকর!—ব্যাটা হোম্‌স্!—হোম্‌স্কে বলবো হীরেটা লিভারপুলে আছে আর লিভারপুলে গিয়ে যখন পাবে না ততোক্ষণে ওটা চার ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, আর আমরা তখন নীল সমুদ্রের বুকে। এসো মার্টন, এসো এখান। চাবির গর্তের লাইটটা ছেড়ে এসে দেখো হীরেটা।

মার্টন ভীতস্বরে বলল,—কী সাহসে আপনি ওটা নিয়ে ঘোরেন ফেরেন ভেবে আশ্চর্য হই।

সিলভিয়াস বলল, 'এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কোথায়? আমরা যদি এটা হোয়াইট হল তেখে নিতে পারি, তাহলে কি আর অন্য কেউ আমার ওখান থেকে নিতে পারে না?

মার্টন কৌতূহলী হয়ে বলল—একটু দেখান না আমাকে।

সিলভিয়াসকে চুপ করে থাকতে দেখে, মার্টন বলল, আপনি কি ভাবছেন আমি ওটা নিয়ে পালাবো? দেখুন স্যার, আপনার এই ব্যবহার আমার ভালো লাগছে না।

সিলভিয়াস মার্টনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আরে আরে রাগ কোরছো কেন? এখন কি আমাদের ঝগড়ার সময়? ভালো করে দেখতে চাও তো এসো এখানে। এইভাবে ধরো আলোর দিকে। এই তো! মার্টন ভালো করে দেখতে লাগল।

ধন্যবাদ কাউন্ট, বলেই হোম্‌স্ ঠিক সেই মুহূর্তে মূর্তিটার চেয়ার থেকে এক লাফে এসেই কেড়ে নিলেন হীরেটা। এক হাতে সেটা নিয়ে অন্য হাতে রিভালভারটা কাউন্টের মাথা লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরলেন। অসহ্য বিস্ময়ে দুই শয়তান পেছিয়ে গেল টলতে টলতে। ওরা সামলে ওঠার আগেই হোম্‌স্ ইলেক্‌ট্রিক কলিং বেলটা টিপে দিলেন।

কাউন্টের ক্রোধ আর আতঙ্ক ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর হতচকিতভাব। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আপনারই জয় হল হোম্‌স্। মূর্তিমান শয়তান আপনি।

মন্থর-বুদ্ধি স্যাম মার্টনের পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে সময় লাগছিল। এখন সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ শুনে সে বলে উঠল—কিন্তু ঐ হতচ্ছাড়া বেহালাটা তাহলে বাজছিল কী করে?

হোম্‌স্ মুচকি হেসে বললেন,—ঠিক ঠিকই বলছো, আজকালকার গ্রামোফোন জিনিসটা এক অপূর্ব আবিষ্কার।

ঝড়ের বেগে পুলিশ এসে দুজনের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে অপরাধীদের অপেক্ষমান পুলিশভ্যানে তুলে দিল।

পেছনের পর্দা সরিয়ে ওয়াটসন এই নোতুন জয়মাল্যের জন্যে অভিনন্দন জানালেন হোম্‌স্‌কে।

শার্লক হোম্‌স্, তাড়াতাড়ি বিলির হাতের কার্ড দেখে লর্ড ক্যান্টলমিয়ারকে নিয়ে আসতে বললেন।

ডা. ওয়াটসনকে বললেন, এই হল সেই লর্ড। অনেক উঁচু মহলে বিচরণ করেন। ভদ্রলোক বেশ ভালো। তবে বড্ড সেকেলের। ওকে নিয়ে একটু মজা করতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে ডা. ওয়াটসন। ওয়াটসন কিছু বোঝার আগেই লর্ড ক্যান্টলমিয়ার শার্লক হোম্‌সের ঘরে ঢোকেন।

অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির, বৃষস্কন্ধ, ঝোলা-জুলপী, মন্থর গতি, রক্ষণশীল লোকটি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিরক্তের সঙ্গে বললেন, আমি এখানে জানতে এসেছি, যে কাজের দায়িত্বটা আপনি যেচে নিয়েছিলেন সেটার অবস্থা কি?

হোম্‌স্ তাঁর সঙ্গে করমর্দন কোরে বললেন, কেমন আছেন লর্ড? এ সময় এরকম ঠান্ডা কোনোদিনই পড়ে নি। তবে বাড়ির ভেতরটা বেশ আরামদায়ক। আপনার ওভারকোটটা খুলতে নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করতে পারি লর্ড?

লর্ড ক্যান্টলমিয়ার অসম্মতি জানিয়ে বলেন, আমার প্রশ্নের উত্তর দিন মি. হোম্‌স্।

হোম্‌স্ বললেন,—যতোটা সোজা মনে করেছিলাম এখন দেখছি ততোটা সোজা নয়। বড্ড জটিল।

লর্ড বিদ্রূপের হাসি হাসে। বলে, আমি আগেই জানতাম। আপনারা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নন।

হোম্‌স্‌ও মজা করে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। তবে কথা হচ্ছে কি চোর যদি চুরি করে তবে তাকে সহজেই গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া যায়। চোর ছাড়া অন্য কেউ হাতালে বড্ড বিপদে পড়তে হয়। এই আর কি?

অপরাধ, অপরাধ। যে অপরাধ করবে তাকেই শাস্তি পেতে হবে। সে যেইই হোন না কেন।

তা হলে প্রথমে আপনাকেই তো গ্রেপ্তার করতে হয় লর্ড?

লর্ড ক্যান্টলমিয়ার শার্লক হোম্‌সের কথায় অপমানিত বোধ করে বলে, রসিকতার সময় এখন নয় হোম্‌স্‌।

শার্লক হোম্‌স এক ছুটে ঘরের দরজা আগলে দাঁড়ায়। বলে, হীরে সমেত ঘুরে বেড়ানো কিন্তু অনেক, অনেক বেশি অপরাধ, লর্ড!

লর্ড ক্যান্টলমিয়ার অধৈর্য হয়ে পড়ে। বেশ ধমকের সঙ্গে শার্লকে পথ ছাড়তে বলেন।

শার্লক হোম্‌স্‌ আগের মতো মরিয়া হয়ে বলে, 'আপনার ওভার কোটের ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখুন না লর্ড। তখনই বুঝতে পারবেন, আমি সত্যি বলছি কি না?'

বৃদ্ধ লর্ড ক্যান্টলমিয়ার ডান পকেটে হাত দিয়ে স্তম্ভিত হয়। নিজের পকেট থেকে হীরেটা বের করে বলে, 'আরে, আরে এই তো সেই হীরেটা। এটার জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। তবে আপনার রসিকতা প্রথমে আমি একটুও বুঝতে পারিনি মি. হোম্‌স্‌। কিন্তু কি করে হীরেটা আমার পকেটে এল, তা তো বুঝতে পারছি না মি. হোম্‌স্‌?'

'মামলার অর্ধেকটা মাত্র ফয়সালা হয়েছে। পরেরটা না হয় পরেই শুনবেন। তবে আজকের অভিজ্ঞতা লোকের কাছে বলে বেশ আনন্দ পাবেন লর্ড, তাই না?'

ক্যান্টলমিয়ার লজ্জিত হয়ে বললেন, আপনার অত্যাশ্চর্য কর্মকুশলতার প্রতি আমি যে কটাক্ষ করেছিলাম তা ফিরিয়ে নিচ্ছি মশাই। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

## শোসকোম ওল্ড প্লেস

চমৎকার পরীক্ষা। ওয়াটসন, তোমার হয়তো মনে আছে সেন্ট প্যানক্রাসের মামলাটায় মৃত পুলিশটির শরীরের পাশে একটা টুপি পাওয়া গিয়েছিল। আসামী অস্বীকার করেছিল সেটা তার বলে। লোকটির পেশা কিন্তু ছবি বাঁধানো, প্রায়ই তাকে আঠা ব্যবহার করতে হয়। হোমসের কথাগুলো বলতে বলতে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ওয়াটসনকে একটা কমজোর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ওপর চোখ রেখে দেখতে বললেন। দেখো, দেখতে পাচ্ছো তো, এটা নিঃসন্দেহে আঠা, ওয়াটসন। মাঠের ওপর এই ছড়ানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাও একবার। আর ঐ যে লোমগুলো দেখতে পাচ্ছো, ওই লোমগুলো হচ্ছে কোনো টুইড কোটের আঁশ। আর ওই অসমান ধূসর রঙের জিনিসগুলো হচ্ছে ধুলো। আর বাঁদিকের এগুলো আঁশ। এবং মাঝখানের এই যে বাদামী জিনিসগুলো ওগুলো হচ্ছে আঠা।

হাসতে হাসতে ওয়াটসন বললেন, মেনে নিলাম, কিন্তু এ থেকে কি কিছু কাজ হবে?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'না, মানে কি জানো, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মেরিভের আমাকে তার এই মামলাটা একটু দেখতে বলেছিল। জামার হাতল পরীক্ষা করতে দস্তা আর তামার চিহ্ন পেয়ে আমি পয়সার জালিয়াতিটাকে ধরবার পর থেকে ওঁরা অণুবীক্ষণের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে।

হ্যাঁ, ভালো কথা, কথাটা নোতুন মক্কেল আসবার কথা—এখনো এসে পৌঁছোল না। ...আচ্ছা ওয়াটসন তোমার রেস সম্বন্ধে কিছু জানা আছে?

জানি বৈকি। আমি যে টাকা উপায় করি তার অর্ধেকটাই তো খরচ হয় ওতে—ওয়াটসন উত্তর দিলেন।

তাহলে তো তোমাকে "রেসের মাঠের নির্দেশিকা" হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে—হোমস আত্মবিশ্বাসের স্বরে বললেন। আচ্ছা, রবার্ট নর্বাটন সম্বন্ধে কী জানো? নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে কী?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওয়াটসন বললেন। উনি তো শোসকোম ওল্ড প্লেস-এ থাকেন। জায়গাটাও আমি ভালো করেই চিনি। কারণ একবার আমাকে গরমকালে ওখানে কাটাতে হয়েছিল। তখন দেখেছিলাম, নিউমার্কেট হিথ-এ তিনি একবার কার্জন স্ট্রিটের বিখ্যাত মশলার ব্যবসায়ী স্যাস

ক্রুয়ারকে এমন চাবকেছিলেন যে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন তাঁকে!

হোম্‌স্ বললেন, 'বাঃ বাঃ, বেশ বিপজ্জনক লোক বলে তাঁর নাম আছে বৈকি। ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ারদের একজন, তিনি বক্সিংএ দৌড়ঝাঁপে পারদর্শী। রেসের মাঠ তার নেশা। বহু সুন্দরীর সর্বনাশ করেছেন।

বাঃ বাঃ চমৎকার। সংক্ষেপে তুমি এতো সুন্দর করে গুছিয়ে বললে তাতে যেন লোকটাকে চিনি বলেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এবার তুমি শোসকোম ওল্ড প্লেস সম্বন্ধে কিছু বলতে পারো?

হ্যাঁ, ওয়াটসন বললেন, 'যতোটুকু জানি বলছি। শুনুন তাহলে। ওটি শোসকোম পার্কের ভিতরে। আর ওখানেই বিখ্যাত শোসকোম ঘোড়ার প্রজনন ও শিক্ষণ ক্ষেত্র। আর আছে শোসকোমের স্প্যানিয়েল কুকুর, প্রত্যেক কুকুর প্রদর্শনীতেই তাদের নাম শোনা যায়। ইংল্যান্ডের এটা একচেটিয়া। এই কুকুর শোসকোম ওল্ড প্লেস-এর মহিলার বিশেষ গর্বের জিনিস।'

মানে, স্যার রবার্ট নবার্টনের স্ত্রীর? হোম্‌স্ এর প্রশ্ন।

ওয়াটসন বললেন, 'স্যার রবার্ট বিয়ে করেন নি। ভালোই করেছেন বিয়ে না করে, তাঁর পরবর্তী জীবনের কথা ভাবলে চমকে উঠবেন স্যার। এখন তিনি বাস করেন তাঁর বিধবা বোন লেডি বিয়াট্রিস ফলডারের সঙ্গে। বাড়িটা ছিল তাঁর পরলোকগত স্বামী স্যার জেম্‌সের। নবাটনের কোনো দাবি নেই তাতে। শুধু তিনি একটা ভাতা পান। তিনি মরে গেলে সেই ভাতা পাবে স্যার জেমসের ছোটভাই। তবে বাড়ি ভাড়াটা ভদ্রমহিলা প্রতি বছরই নিয়ে থাকেন।

হোম্‌স বললেন, 'আর ভাই রবার্ট বুঝি খরচ করেন সেটা?

ঠিকই ধরেছেন, ওয়াটসন বললেন। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই বটে। এক নম্বরের শয়তান ঐ ভদ্রলোক। তবে সে বোনের ওপর যতোই অত্যাচার করুক না কেন, শুনেছি বোন কিন্তু ভাইয়ের প্রতি অনুরক্ত! কেন বলোতো, শোসকোম নিয়ে ব্যাপারটা কী?

হোম্‌স্ বললেন, 'আর সেইটেই তো আমি জানতে চাইছি ওই বুঝি এল সেই লাক, যার কাছে খবরটা হয়তো পেয়ে যাব।

দরোজা খুলে দীর্ঘাকৃতি, দাড়ি গোঁফ কামানো লোকটি ঘরে ঢুকলেন। বাইরে থেকে এক ঝলক দেখলে মনে হয় অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির শক্তসমর্থ মানুষ তিনি। নাম জন মেসন।

আমার চিঠি পেয়েছিলেন মি. হোমস—মেসনের প্রশ্ন।

হোম্‌স্ বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনার চিঠি বোঝা গেল না।'

মেসন বলল, 'ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, তাই ঠিক পরিষ্কার করে লিখে বোঝাবার মতো নয়। এবং অত্যন্ত জটিলও বটে। সামনাসামনি বলা দরকার।'

হোম্‌স বললেন, 'বেশ বলুন, তবে শুনি।'

মেসন বলল, 'প্রথমেই জানিয়ে রাখি, আমার মনিব স্যার রবার্ট পাগল হয়ে গেছেন। মানে, ডার্বির রেসই তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে, ঐ ঘোড়ার বাচ্চাটাই বুঝি আপনার তত্ত্বাবধানে আছে?

মেসন উত্তর দিল—মি. হোম্‌স্! ইংল্যান্ডের সেরা জিনিস ওটি, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভালো কারও জানবার কথা নয়। খোলাখুলিভাবে আপনাকে বলছি, কারণ আমি জানি আপনারা মানী লোক, যা বলবো কাকপক্ষীও তা টের পাবে না। মেসন, হোম্‌সের আরও কাছে এসে নীচুস্বরে বলল—এটা নিশ্চয়ই জানবেন, রবার্ট নবার্টনকে ডার্বি জিততেই হবে। এইটাই তার শেষ সুযোগ। গলা পর্যন্ত তিনি দেনায় ডুবে আছেন। আপাতত তিনি যা কিছু জোগাড় করতে বা ধার করতে পেরেছেন সমস্তই ঐ ঘোড়ার (প্রিন্স) ওপর বাজী ধরেছেন। প্রিন্সের সৎ-ভাইকে নিয়ে তিনি অনুশীলন করাচ্ছেন মি. হোম্‌স, দু'টির মধ্যে কোনো তফাৎ আপনার চোখে পড়বে না। কিন্তু দৌড়ের ব্যাপারে দুটির মধ্যে পার্থক্য হয় এক ফার্লং-এ দু-ঘোড়ার মতো। ঘোড়া আর রেস—এছাড়া আর কোনো চিন্তাই তাঁর নেই। তাঁর সমস্ত জীবনটাই এই রেসের ওপরে।

রেসের দিনটা দেখিয়ে তিনি সব পাওনাদারদের ঠেকিয়ে রেখেছেন। প্রিন্স যদি জিততে না পারে তাহলেই তিনি সব দিক দিয়ে ডুববেন।

হোম্স্ মন্তব্য করলেন, মরিয়া হয়ে উঠেছেন দেখছি, তা এর মধ্যে পাগলামিটা কোথায়?

মেসন বলল, তাঁর চেহারার দিকে যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন, চোখ দুটো লাল। সারারাত জেগে থাকেন। সমস্তক্ষণ ঘোড়ার আস্তাবলে থাকেন। চোখে বন্য দৃষ্টি আর লেডি বিয়াট্রিসের সঙ্গে সম্প্রতি জঘন্য ব্যবহার। চিরদিনই উভয়ে বন্ধু ছিলেন—তাঁর রুচি এবং লেডির রুচিও এক। তিনিও ঘোড়া ভালোবাসেন। প্রতিদিন ঠিক এই সময়ে ভদ্রমহিলা ঘোড়াদের দেখকে যেতেন। আর, যা তার চেয়েও বেশি, স্যারের প্রিন্সকে ভালোবাসতেন তিনি। লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে গাড়ির চাকার আওয়াজ পেলেই প্রিন্স প্রতিদিন মুখ তুলে লেডি বিয়াট্রিসের দিকে তাকাত চিনির লোভে। এখন সে সব ঘুচে গেছে। মানে ঘোড়াদের ওপর ভদ্রমহিলার সব টাইন চলে গেছে। এক সপ্তাহ ধরে লক্ষ করছি লেডি আস্তাবলের পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় একটা গুড মর্নিং পর্যন্ত বলেন না!

হোমস এতোক্ষণ চুপ করে সমস্ত ব্যাপারটা মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার মুখ খুললেন, বললেন, 'তাহলে কী মনে হয় ঝগড়া হয়েছে ওদের দুজনের মধ্যে?'

মেসন আবার বলতে শুরু করল, হাঁ, ঝগড়া ছাড়া আর কি, মারাত্মক সে ঝগড়া। নতুবা কেন তিনি তাঁর বড়ো আদরের নিজের ছেলের মতো যাকে করতেন, সেই কুকুরটা বিলিয়ে দিলেন? মেসন কষ্টের স্বরে বললেন, দুর্বল হার্ট আর শোথ রোগ নিয়ে লেডি ভাইয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো না অথচ ভাই কিন্তু প্রতিদিনই সন্ধ্যেয় দুই ঘন্টা করে বোনো ঘরে কাটাতেন। খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন ওঁরা। কিন্তু সব এখান চুকেবুকে গেছে। আর তিনি বোনের ধারে কাছেও ঘেঁসেন না। ভদ্রমহিলার জন্য বড়ো কষ্ট হয়। খুব মনমরা হয়ে আছেন। পাক্কা নেশাখোরের মতো মদ খাচ্ছেন।

হোম্স্, হঠাৎ মেসনকে থামিয়ে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, এই মনোমালিন্যের আগেও কি তিনি মদ খেতেন?

মেসন চটপট উত্তর দিল, ওঁর রাঁধুনি স্টিফেনস্-এর কাছ থেকে শুনেছি, আগেড় এক-আধ গ্লাস খেতেন কিন্তু আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় দুতিন বোতল করে খাচ্ছেন। সবকিছু পাল্টে গেছে মি. হোম্স্। আমার মনে হয় একটা কিছু ভারী বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেছে। তাছাড়া কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, রোজ রাতে পুরোনো গির্জার মাটির নিচের গুপ্ত ঘরে গিয়ে আমার মনিবটি কী করেন বা সেখানে কার সঙ্গেই বা দেখা করেন?

কথাটা লুফে নিয়ে হোম্স্ বললেন, বলে যান, বলে যান মি. মেসন। তারপর? তারপর কী হল?

মেসন আবার বলতে শুরু করলেন, স্টিফেনস্ নিজে তাঁকে যেতে দেখেছেন, রাত বারোটায়, প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও। তাই পরদিন রাতে আমি জেগে বসেছিলাম। দেখলাম সত্যিই মনিব আবার বেরিয়ে পড়েছেন। স্টিফেনস আর আমি গেলাম পিছু পিছু। খুব বিপদের কাজ কিন্তু, মহা মুশকিল হত ধরা পড়ে গেলে। স্যার রবার্ট ক্ষেপে গেলে প্রচণ্ড মারধোর করেন, ঘুসির জোর কী সাংঘাতিক। কাউকে মানবেন না তখন। তাই বেশি কাছে যেতে সাহস হল না, যদিও ঠিক ঠিক লক্ষ রাখলাম। চললেন ভূতে পাওয়া গুপ্ত ঘরটার দিকে। একজন লোক সেখানে তাঁর প্রতীক্ষায় ছিল। এতো পুরোনো সেই ভাঙা গির্জাটা যে কেউ জানে না সেটা কতোদিনের। আর তার নিচে আছে একটা ঘর যেটাকে আমরা ভয় করি সবাই। দিনের বেলাতেও জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার এবং এমন লোক খুব কমই আছে যে রাত্রে সাহস করে ওর ধারে কাছে যাবে? অথচ আমার মনিবের মনে কোনো ভয়ডর নেই স্যার। আচ্ছা, রাতে তিনি ওখানে কেন যান বলুন তো?

হোম্‌স্‌ মেসনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনি বলছেন আর একজন লোক থাকে ওখানে। নিশ্চয়ই সে আপনারই আস্তাবলের, কিংবা বাড়ির কোনো কেউ।

মেসন বলল, 'আমার চেনা কোনো লোক সে নয়।'

হোমস বললেন, 'কী করে জানলেন?'

তাকে আমি দেখেছি মি. হোম্‌স্‌—মেসন উত্তর দিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে স্যার রবার্ট যখন ফিরে গেলেন স্টিফেনস আর আমার পাশ দিয়ে, তখন আমরা ঝোপের আড়ালে খরগোসের মতো কাঁপছি। আকাশে কাস্তের ফলার মতো চাঁদের আলোয় দেখলাম। স্যার রবার্ট চলে গেলে আমরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে পা টিপে টিপে গির্জার ভেতর এমনভাবে পৌঁছে গেলাম তার কাছে, যেন কিছুই জানি না। বললাম, আরে বন্ধু ভালো আছো তো? মনে হল প্রথমটায় চমকে উঠে তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন স্বয়ং শয়তানের দেখা পেয়েছে। তারপরই সে একটা বিকট চিৎকার করে পালিয়ে গেল ঐ অন্ধকারের মধ্যেই। এক মিনিটের মধ্যেই সে আমাদের চক্ষুকর্ণের আড়ালে চলে গেল।

হোমস বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। হলপ করতে বলতে পারি, তার মুখ হলদে, ইতর কুকুরের মতো লোকটা। স্যার রবার্টের মতো মানুষের সঙ্গে তার কী কাজ থাকতে পারে?'

হোমস কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে গিয়ে তারপর বললেন, লেডি বিয়াট্রিস-এর সঙ্গে এখন কে থাকেন?

মেসন উত্তর দিল তার দাসী ক্যারি ইভান্স। আট্‌ বছর ধরে সে ওখানেই আছে।

হোমস বললেন, 'নিশ্চয়ই সে তাঁর অনুগত?'

একথায় মেসন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, অনুগত যথেষ্টই, তবে কার ওপর অনুগত বলতে পারি না।'

বুঝতে পারলাম মি. মেসন। হ্যাঁ, এটা বেশ বুঝতে পারছি স্যার রবার্টের আওতায় কোনো মেয়েই নিরাপদ নয়। আচ্ছা, ভাই বোনের ঝগড়া কি এই দাসীকে কেন্দ্র করেই হয়েছে বলে মনে হয়?

মেসন বলল, 'হ্যাঁ, তা এই কেলেঙ্কারীটা অনেকদিন থেকেই স্পষ্ট হয়ে আছে।

হোমস বললেন, 'কিন্তু হয়তো বোন এই ব্যাপারের পরিচয় আগে পান নি। আচ্ছা, এও তো হতে পারে, বোন হঠাৎ জানতে পারেন এ ব্যাপারটি আর স্ত্রীলোকটিকে সরিয়ে দিতে চান তিনি। কিন্তু ভাই তা করতে দেবেন না। অসুস্থ বোনটি তাঁর দুর্বল শরীর নিয়ে জোর খাটাতে পারছেন না। ফলে ঘৃণ্য দাসীটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে। মহিলাটি কথা বলেন না, মনমরা হয়ে সুরায় ডুবে থাকেন। আর স্যার রবার্ট ক্রুদ্ধ হয়ে বোনের আদরের কুকুরটা সরিয়ে দেন তাঁর কাছ থেকে। কেমন, এসব মিলছে তো?

মেসন বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার, সব মিলছে এ পর্যন্ত!'

হোমস বললেন, 'এ পর্যন্ত তো সবই ঠিক মিলছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে রাতের পুরোনো গির্জায় গিয়ে দেখা করাটা তো কিছুতেই মেলাতে পারছি না!

মেসন বলল, 'আজ্ঞে ঠিক বলেছেন স্যার! আরো আরো কিছু আছে—তা আমিও মেলাতে পারছি না কিছুতেই। কেন যে স্যার রবার্ট একটা মৃতদেহ খুঁড়ে বার করতে চান?'

হঠাৎ উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেলেন হোম্‌স্‌!

মেসন বলতে লাগল—এটা জানতে পারলাম গতকাল, আপনাকে চিঠিটা দেবার পরে। গতকাল আমার মনিব লণ্ডনে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে আমি আর স্টিফেন্‌স্‌ সেই গুপ্ত ঘরে যাই। গিয়ে দেখি সবই ঠিক আছে। এক কোণে কেবল একটা মানুষের শরীরের খানিকটা পড়েছিল!

হোমস বললেন,—নিশ্চয়ই পুলিশে খবর দিয়েছিলেন?

গম্ভীরভাবে হাসলেন মেসন। বললেন, মনে হয় নি ওদের এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহ

আছে। ওটা আর কিছু নয়, কেবল একটা মমির মাথা আর কয়েকটা হাড়। হাজার বছরের পুরোনো হয়তো। স্টিফেন্স আর আমি যাই একথা জোর দিয়েই বলতে পারি। ওটা একটা কোণায় কাঠের তক্তা চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল। অন্য কোণটা আগের দিনের মতো কালও খালি দেখলাম। যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি রেখে এসেছি।

হোম্‌স্ মেসনের প্রশংসা করে বললেন, 'বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। স্যার রবার্ট কাল বাড়ি ফিরেছেন তো রাতে?

মেসন বলল, 'না, তাঁর আজ ফেরবার কথা।'

হোমস বললেন, 'আজ এক সপ্তাহ হল। খুব চেঁচাচ্ছিল কুকুরটা। সেদিন সকালে মনিবের মেজাজটা খিঁচড়ে ছিল। তিনি রেগেমেগে কুকুরটাকে গিয়ে এমন জোরে চেপে ধরলেন, ভাবলাম, মেরেই ফেলবনে বুঝি! তারপর জকি স্যান্ডি বেইনকে দিয়ে গ্রিন ড্রাগনের বুড়ো বার্নস্-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

নীরবে বসে চিন্তা করে চললেন হোম্‌স্। সবচেয়ে পুরোনো আর সবচেয়ে কড়া পাইপ তিনি ধরিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত বললেন, আরও একটু স্পষ্ট খবর চাই।

মেসন পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে সাবধানে সেটার ভাঁজ খুলে হোমস-এর হাতে তুলে দিয়ে বলল, হয়তো এটা থেকে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে আপনার কাছে। চিঠির ভেতর একটা হাড়ের টুকরোর হোমসের নজরে এল।

কৌতূহলের সঙ্গে, হোমস পরীক্ষা করলেন সেটা, তারপর বললেন, 'কোথায় পেলেন এটা?

লেডি বিয়াট্রিসের ঘরের নিচের যে ঘরটা—বাড়িটাকে গরম রাখার কাজ করতো সেখানে। মেসন বলল, 'অনেকদিন ওখানে আগুন জ্বালানো হয় নি, কিন্তু স্যার রবার্ট ঠাণ্ডার দোহাই দিয়ে আবার ওটা জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন। ওটার দেখাশোনা করে আমারই এক ছোকরা, হার্ভে। আজাই সকালে সে এটা নিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছে দেয়। জিনিসটা ভালো ঠেকে নি ওর চোখে।

আমারও ঠেকছে না—হোমস বললেন। ওয়াটসন পাশেই বসেছিলেন। এতোক্ষণ সব শুনছিলেন। তাঁকে হোমস জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কী মনে হয় ওয়াটসন?

ওয়াটসন ভালো কোরে পরীক্ষা করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, পুড়ে একেবারে কালো হয়ে যাওয়া একটা হাড়ের টুকরো ওটা। কিন্তু চিনতে এতোটুকুও অসুবিধা হচ্ছে না যে ওটা মানুষের উরুর হাড়ের একটা ওপরের অংশ। হোমসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ক'টার সময় এই ছোকরা আগুন জ্বালাবার কাজ করে ঘরে?

মেসন বলল—রোজ সন্ধেয় গিয়ে জ্বেলে দিয়ে চলে আসে।

হোম্‌স্ বললেন—তাহলে বাইরে থেকে কি যাওয়া যেতে পারে ওখানে?

মেসন বলল—হ্যাঁ, বাইরের দিকে একটা দরোজা আছে বটে। একটা সিঁড়ি দিয়ে সেই পথে যাওয়া যায়, যেখানে লেডি বিয়াট্রিসের ঘর। সেই সিঁড়িতে যাওয়ার আর একটা দরোজাও আছে সেখানে!

হোম্‌স্ ঝম্‌ঝম্ করে বললেন, অত্যন্ত গভীরে পৌঁছে গেছে ব্যাপারটা। নোংরাও বটে। তুমি একটু আগেই বললে না, স্যার রবার্ট কাল রাতে বাড়িতে ছিলেন না?

মেসন বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সত্যিই ছিলেন না। হোম্‌স্ তীক্ষ্ণস্বরে বলল, তাহলে হাড় পোড়াবে কে?

মেসন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—তাই তো!

হোম্‌সের প্রশ্ন—আচ্ছা সরাইখানার, মানে বার্কাশায়ারের সরাইখানার নামটা যেন কী বললে?

মেসনের ছোট উত্তর—গ্রিন ড্রাগন।

আচ্ছা, বার্কাশায়ারের ও অঞ্চলে ভালো মাছ ধরা যায়? হোম্‌সের গম্ভীর স্বর।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মেসন বলল,—শুনেছি মিলের ছোট নদীটায় ট্রাউট আর হল-এর লেক-এ মাছ পাওয়া যায়।

ব্যাস ব্যাস যথেষ্ট। ওয়াটসন আর আমি তো মাছ ধরতে খুব ওস্তাদ, কী বলো ওয়াটসন? এবার থেকে তুমি 'গ্রিন ড্রাগনে' আমাদের দেখতে পাবে। আজ রাত্রে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে হবে না, একটু লিখে জানালেই হবে। তাহলেই দরকার হলে আমিই তোমার সঙ্গে দেখা করে নেব। বোধহয় সূত্র পেয়েছি। এখন তুমি এসো, কেমন।

মে মাসের এক বিকেলে ওয়াটসন ও হোম্‌স্ শোসকোমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন রীতিমতো তৈরি হয়ে। 'গ্রিন ড্রাগনের' মালিক জোশিয়া বার্নস্-এরও মাছ শিকারে উৎসাহ ছিল। তিনি হোম্‌স্ ও ওয়াটসনের সঙ্গে আশেপাশের মাছ শিকারের আলোচনায় মেতে উঠলেন।

হোম্‌স্ বললেন,—আচ্ছা, হলের লেক-এ পাইক ধরবার ব্যাপারে কী বলেন?

এ কথায় 'গ্রিন ড্রাগন' সরাইখানার মালিক বুড়ো মার্নর্স-এর মুকটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। বললেন, আজ্ঞে সেটি খবরদার করতে যাবেন না, তাহলে দেখবেন পাইক ধরবার বদলে আপনারা নিজেরাই সেই হ্রদের জলে পড়ে গেছেন।

হোম্‌স্ আর একটু খোঁচা দিয়ে বললেন,—সে আবার, কি তা হবে কেন? আমরা তো বহুদিন ধরেই মাছ ধরছি।

বার্নর্স বললেন, আজ্ঞে ব্যাপারটা হলো, স্যার রবার্ট। টাউটদের ব্যাপারে তাঁর প্রচুর হিংসে আজ্ঞে। আপনারা দুজন অচেনা মানুষ তিনি যেখানে ঘোড়াদের অনুশীলন করান তার কাছে গিয়ে পৌঁছোলে তিনি নির্ঘাত ক্ষেপে যাবেন। কারণ, কোনোরকম ঝুঁকিই তিনি নেবেন না। শুনেছি, তাঁর একটা ঘোড়া ডার্বিতে দৌড়াবে—হোম্‌স্ বললেন।

বার্নর্স বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ঘোড়াটাও চমৎকার আজ্ঞে। আমরা সবাই আমাদের সব টাকা ওর ওপর বাজি রেখেছি। আর স্যার রবার্টও রেখেছেন। এই পর্যন্ত বলে, তিনি চিন্তিতভাবে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, তা আপনারাও কিছু রেখেছেন নাকি?

হোমস সঙ্গে সঙ্গে বললেন—না, না, ওসব ঘোড়াটোড়ার মধ্যে আমরা নেই। আমরা স্রেফ্ বার্কাশায়ারের ফাঁকা জায়গায় হাওয়া খেয়ে ক্লান্তি দূর করতে এসেছি।

বার্নর্স বললেন, 'তা সেদিক দিয়ে ঠিক জায়গাতেই এসেছেন আপনারা। হাওয়া এখানে অঢেল। কিন্তু মনে রাখবেন, স্যার রবার্ট সম্বন্ধে যা বললাম—ওঁর স্বভাব হল আগে মেরে বসা। তারপর ব্যাপারটা শোনা। ওঁর পার্ক এড়িয়ে চলবেন। আপনারা নেহাৎ সহজ সরল মানুষ তাই ব্যাপারটা আপনাকে বলে দেওয়াই ভালো বলে মনে করলাম।

ঠিক আছে মি. বার্নর্স, তাই হবে। আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। আচ্ছা, একটা দারুণ কুকুর দেখছিলাম হলঘরে, ঘেউ ঘেউ করছিল?

বার্নর্স বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ ও হচ্ছে খাঁটি শোসকোমের কুকুর। এর থেকে ভালো কুকুর সারা ইংল্যান্ডে পাবেন না।

হোম্‌স্ বললেন,—আমি নিজে কুকুরের ব্যাপারে আগ্রহী। আচ্ছা, অমন একটা কুকুরের কি রকম দাম হতে পারে?

সে দাম দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই স্যার—বার্নর্স বললেন। স্যার রবার্ট নিজেই এটা আমাকে দিয়েছেন। কুকুরটাকে সবসময় বেঁধে রাখতে হয়। ছেড়ে দিয়ে তক্ষুনি হল-এ চলে যাবে।

লোকটি উঠে গেলে হোম্‌স্ বললেন,—কিছু কিছু ঘুঁটি আমাদের হাতে আসছে ওয়াটসন। আচ্ছা শুনলাম তো, স্যার রবার্ট এখনও লন্ডনে, অতএব প্রহারের ভয় না রেখে তো আমরা আজ রাত্রে তাঁর এলাকায় প্রবেশ করতে পারি।

ওয়াটসন বললেন,—কোনো সূত্র তুমি পেয়েছো না কি হোম্‌স্?

হোম্‌স্ বললেন,—মনে হচ্ছে সপ্তাহখানেক আগে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যার প্রভাব গভীরভাবে শোসকোম-এর সংসারের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। যা যা সূত্র পাওয়া গেছে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রিয় পশু বোনকে আর ভাই দেখতে যান না। বোনের আদরের কুকুরটা ভাই বিলিয়ে দিয়েছেন। এ থেকে কি কোনো ধারণা তোমার মনে জাগছে?

ওয়াটসন বললেন,—ভাইয়ের প্রতিহিংসা, তাছাড়া আর কিছু নয়। আর ঐ গুপ্ত কক্ষের ব্যাপারটাও চিন্তার বিষয়।

হোমস বললেন,—হ্যাঁ, ওটা আমার মাথায় আছে। দুটো একেবারেই আলাদা জিনিস। গুলিয়ে ফেললে চলবে না। দুটো ধারা। প্রথমটা হচ্ছে লেডি বিয়াট্রিসকে নিয়ে, এবং দ্বিতীয় ধারাটা হচ্ছে স্যার রবার্টের। ডার্বি জেতার জন্যে তিনি একেবারে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারেন। অত্যন্ত দুঃসাহসী, মরিয়া মানুষ তিনি। যা তাঁর উপার্জন সব বোনের কাছ থেকেই, এবং বোনের পরিচারিকাটি তাঁর হাতের পুতুল। এ পর্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু ঐ গুপ্তকক্ষটা? হোম্‌স্ বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, গুপ্ত কক্ষটা। আচ্ছা, ওয়াটসন ধরো যদি, মানে তর্কের খাতিরে বলছি, যে স্যার বরার্ট তাঁর বোনকে হত্যা করেছেন। ওয়াটসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তা কি করে হয়? না. না হোম্‌স্ এ একেবারেই অসম্ভব।

হোম্‌স্ অন্যমনস্ক হয়ে বললেন,—হয়তো তাই, ওয়াটসন। স্যার রবার্ট সদ্বংশের সন্তান। কিন্তু পাখির ঝাঁকে কি কখনোও কখনোও মড়া খাওয়া কাকের দেখা মেলে না? আচ্ছা, এও তো মনে করা যেতে পারে তিনি দেশ ছেড়ে পালাতে পারছেন না যতোক্ষণ না টাকাটা গুছিয়ে নিতে পারছেন আর সেটা একমাত্র সম্ভব হতে পারে শোসকোম প্রিন্স-এর সাফল্যের ফলেই। অতএব এখনও তাকে থাকেত হচ্ছেই এখানে। এবং সেক্ষেত্রে মৃতদেহটার একটা গতি করা দরকার আর সেজন্য প্রয়োজন এমন একজনের যে বোনের ভূমিকা পালন করবে। গুপ্তগৃহে বড় একটা কেউ যায় না, বোনের শরীরটা গোপনে সেখানে নিয়ে গিয়ে অগ্নিস্থানে পুড়িয়ে ফেললে, কেবল আমরা যা সূত্র পেয়েছি তাছাড়া আর কোনো প্রমাণ তখন থাকবে না। কী বলো ওয়াটসন?'

ওয়াটসন বললেন, 'অবশ্যই এ সম্ভব হতে পারে, যদি তুমি মৌলিক ভয়ঙ্কর প্রশ্নটা মেনে নিতে পারো।'

হোম্‌স বললেন, 'কাল একটা ছোটোখাটো পরীক্ষা করে দেখব ওয়াটসন, যদি তাতে করে কোনো আলোকপাত করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের এই পরিচয়টা বজায় রাখব। অতএব চলো সরাইয়ের মালিকের ওখানে, মদ পান করতে করতে ইল আর ডেস মাছ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করা যাবে। তাহলেই ওঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারব। হয়তো তাতে করে এমন কোনো স্থানীয় কিংবদন্তী শুনতে পাব যা আমাদের কাজে আসতে পারে।'

সকালবেলা হোমস আবিষ্কার করলেন, 'যে আমরা টোপ না নিয়ে মাছ ধতে এসেছি। ফলে সেদিনের মতো মাছ ধরার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেল। বেলা এগারোটা নাগাদ ওয়াটসন ও হোম্‌স্ বেড়াতে বেরোলেন। গ্রীন ড্রাগনের মালিকের অনুমতি নিয়ে সেই কুকুরটা তারা সঙ্গে নিলেন।

দুজনে ওরা ঘুরতে ঘুরতে দুটো উঁচু গেটওয়ালা বাড়ির সামনে এসে থামলেন। হোম্‌স্ বললেন, 'এই হল জায়গাটা। মি. বার্নসের কাছে শুনেছি দুপুর নাগাদ বৃদ্ধা বেরিয়ে পড়েন গাড়ি করে, আর গেট খোলার সময় গাড়িটা ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। বেরিয়ে আসার পরে এবং গাড়ি পূর্ণ গতি নেবার আগে তুমি দু-একটা প্রশ্ন কোরে গাড়িটা থামাবে।'

হোমস ওয়াটসনকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'দেখো ওয়াটসন, আমার জন্যে ভেবো না, আমি এই ঝোপটার আড়াল থেকে যা পারি লক্ষ করব।'

বেশি ওঁদের অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দশকের মধ্যেই দেখা দিল বড় ধূসর রঙের

ঝকঝকে একজোড়া ঘোড়ায় টানা হলদে গাড়িটা দুদিকে গাছের সারির মধ্যে দিয়ে সরুপথে এগিয়ে আসছে।

তখন হোমস কুকুরটাকে সঙ্গে করে ঝোপটার পেছনে গুঁড়ি মেরে বসেছিলেন। আর ওয়াটসন নির্বিকারে দাঁড়িয়ে হাতের বেতটা দোলাচ্ছিলেন। হঠাৎ একজন ভিতর থেকে দৌড়ে এসে খুলে দিল গেটটা। এই সময় গাড়িটার গতি একেবারে কমে এসেছে ফলে ভিতরটা ভালো করে দেখার সুযোগ পাওয়া গেল।

একজন যুবতী সেই গাড়িতে, তার মাথার চুলের রং শণের মতো, মুখে একটা অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের ভাব। যুবতীটি বসেছিল গাড়ির বাঁদিকে, আর তার ডানদিকে বসেছিল এক বয়স্কা স্ত্রীলোক, তাঁর পিঠটা কুঁজো আর একরাশ কম্বল এবং চাদরে তার সারা শরীর ও মুখঢাকা। এর থেকে বেশ বোঝা যায় তিনিই হচ্ছেন অসুস্থ বৃদ্ধাটি। গাড়িটা বড় রাস্তায় এসে পড়লে ওয়াটসন খুব গম্ভীরভাবে হাত বাড়ালেন। কোচোয়ান লাগাম টানলে ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার রবার্ট শোসকোম ওল্ড প্লেস-এ আছেন কি না।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হোম্‌স্ বেরিয়ে এসে কুকুরটাকে ছেড়ে দিলেন। একটা আনন্দসূচক আওয়াজ করে কুকুরটা তীব্রবেগে গিয়ে গাড়ির পাদানিতে লাফিয়ে উঠল। আর প্রচণ্ড ক্রোধে আরোহীর কালো স্কার্টটাকে কামড়ে ধরতে গেল সে।

একটা কর্কশ গলা শোনা গেল—'চালিয়ে চল্, চালিয়ে চল্।' কোচোয়ান চাবুক কষাল, ওখানে রয়ে গেলাম আমরা।

কুকুরটাকে চেন আটকাতে আটকাতে হোম্‌স্ বললেন, 'একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ওয়াটসন। কারণ কুকুররা কখনও ভুল করে না। ও ভেবেছিল ওর মনিব, কিন্তু দেখল, যে একে ও চেনে না।'

ওয়াটসন বললেন, 'মনে হচ্ছে ওটা পুরুষের গলা।'

হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন, 'ঠিকই বলেছো তুমি। তাবে আর একটা তাস আমাদের হাতে এল। এখন কিন্তু খুব সাবধানে খেলতে হবে ওয়াটসন।'

ওদের কথোপকথনের মাঝে, 'সেই লন্ডনের জন মেসন হঠাৎ এসে হাজির হয়ে মি. হোম্‌সকে রিপোর্ট দিল—স্যার রবার্ট ফেরেন নি এখনো, তবে শুনেছি আজ রাতে ফিরবেন।'

হোমস প্রশ্ন করলেন, 'গুপ্ত গৃহটা এখান থেকে কতো দূর?'

মেসন বলল, 'কোয়ার্টার মাইলের মতো। তিনি এসেই সঙ্গেসঙ্গে আমার খোঁজ করবেন, শোসকোম প্রিন্স সম্বন্ধে সর্বশেষ খবরের জন্যে।'

হোম্‌স্ বললেন, 'তাহলে আপনাকে বাদ দিয়েই আমাদের কাজ করতে হবে। বেশ, আপনি গুপ্ত ঘরটা শুধু আমাদের দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবেন, চলুন।'

অমাবস্যা। ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার। ঘাসে ছাওয়া মাঠ দিয়ে মেসন, হোম্‌স্ ও ওয়াটসনকে নিয়ে এগিয়ে চলল। শেষপর্যন্ত একটা অন্ধকারের স্তূপের সামনে এসে ওরা দাঁড়াল। একটা ভাঙা প্রাচীন গির্জা। গির্জাটির বারান্দার ভাঙা অংশ দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকল। আলগা ইঁটপাথরের মধ্যে দিয়ে টলতে টলতে কোনোমতে চলতে চলতে ভাঙা বাড়িটার একটা কোণ লক্ষ করে এসে একমুহূর্তের জন্যে থামল। সেখান থেকে একটা খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয় গুপ্ত গৃহে। একটা দেশলাই জ্বেলে মেসন গাঢ় অন্ধকার জায়গাটা আলোকিত করলেন। কোথা থেকে যে একটা পচা দুর্গন্ধ ভেসে ভেসে আসছে। পুরোনো দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে।

হোম্‌স্ বাতি জ্বালতেই, একটা হলদে আলোর ক্ষীণ সুড়ঙ্গ দেখা দিল। সুড়ঙ্গের সামনে এসে হোম্‌স্ মেসনকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, 'কয়েকটা হাড়ের কথা আপনি আমাদের বলেছিলেন মি. মেসন। যাবার আগে দেখিয়ে দেবেন সেগুলো?'

মেসন বলল, 'ওই যে, ওই কোণে। এই বলে তিনি লম্বা কয়েক পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেন। আমাদের বাতির আলোটা গিয়ে পড়ল সেখানে। মেসন আফশোস্ করে বললেন, 'সব চলে গেছে, কোনো চিহ্নই আর নেই!'

মুচকি হেসে হোমস বললেন, 'এই রকমই আন্দাজ করেছিলাম। মনে হয় সেগুলোর ছাই এখনও ওই চুলার মধ্যে পাওয়া যাবে, এবং তার এক অংশ ইতিমধ্যেই পুড়ে গেছে।'

জন মেসন প্রশ্ন করল, 'কিন্তু হাজার বছর আগে যে মারা গেছে, কেন কোনো ব্যক্তি তার হাড় পোড়াতে যাবে?'

হোম্স্ বললেন, 'সেটাই এখন আমাদের জানতে হবে। হয়তো অনেকক্ষণ ধরে খুঁজতে হবে, তাই আর আপনাকে আটকে রাখব না। আশা করছি কাল সকালের আগেই আমরা এই রহস্যের সমাধানে পৌঁছতে পারব।'

জন মেসন চলে গেলে হোমস খুব যত্ন করে কবরগুলো পরীক্ষা করছিলেন। পকেট থেকে একটা ছোটো সিঁধকাঠি বার করে সেটা একটা কবরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিলেন তারপর সেটায় চাড় দিতেই উঠে গেল সামনের দিকটা। একটা কিছু ভেঙে যাওয়ার, ছিঁড়ে যাওয়ার শব্দ উঠল। কিন্তু ডালাটা আবার নেমে আসার আগেই ভিতরের বস্তুটির অংশমাত্র সবে দেখা গেছে, এমন সময় এমন এক জায়গা থেকে বাধা এল যা হোমস একেবারেই আশা করতে পারেন নি।

উপরের গির্জায় কার যেন পায়ের শব্দ। সে শব্দ এমন ক'জনের যে কোনো বিশেষ মতলব নিয়ে এসেছে এবং যেখানে পা ফেলে ফেলে আসছে—সে জায়গাটা তার ভালো করেই চেনা। আলোর ঢল নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে আর মুহূর্তে সেই তোরণের ওপরে লোকটির মূর্তি ফুটে উঠল। ভয়ঙ্কর তাঁর চেহারা, যেমন লম্বা, চওড়া তেমনিই ভয়ঙ্কর। একটা বড় আকারের আস্তাবলের লণ্ঠন তাঁর সামনে ধরা। লণ্ঠনের উর্ধমুখী আলোয় এক বলিষ্ঠ, গুম্ফ কণ্ঠকিত মুখ ও ক্রুদ্ধ দুই চোখ দেখা গেল। জ্বলন্ত দুচোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্যন্ত হোমসের ওপর নিবদ্ধ হল।

লোকটি বাঘের গর্জনের মতো আওয়াজ করে চিৎকার করে বলল, কারা তোমরা? শয়তানের দল—কী করছ এখানে আমার এলাকায়? হোমসের তরফ থেকে যখন কোনো উত্তর এল না, লোকটি তখন দুপা এগিয়ে হাতের ভারি লাঠিটা উঁচু করে তুললেন এবং পুনরায় চিৎকার করে বললেন, কালা নাকি? শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কারা? কী করছ এখানে? লাঠিটা তাঁর হাতে কাঁপতে লাগল!

হোমস একটুও ভয় না পেয়ে এগিয়ে গেলেন তার দিকে। বললেন, 'আমার আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে, স্যার রবার্ট।'

চকিতে হোমস পেছনের একটা কবরের ঢাকনা সরিয়ে ফেললেন। বললেন, 'এই জিনিসটা কী? কী কাজ এটার এখানে?'

লণ্ঠনের আলোয় আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা একটা শরীর চোখে পড়ল। নাক আর চিবুকসর্বস্ব একটা মৃতদেহের জ্বলজ্বলে চোখ দুটো বিবর্ণ মুখমণ্ডল থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

রবার্ট আঁতকে উঠলেন। সুতীব্র চিৎকার করে টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে কোনোমতে সামলে নিয়ে হোম্সকে বললেন, 'এ খবর আপনি কী করে জানলেন?' তারপর কর্কশস্বরে বললেন, 'এসবের ঝামেলায় আপনি কেন এসেছেন?'

হোম্স্ বললেন, 'আমার নামের সঙ্গে আপনি নিশ্চয়ই পরিচিত। শুনুন তাহলে, আমার নাম শার্লক হোমস। আমার কাজ হল অপরাধীকে খুঁজে বার করা এবং তাকে আইনের হাতে তুলে দেয়া। এখন মনে হচ্ছে আপনাকে অনেক কিছুরই জবাবদিহি করতে হবে।'

মুহূর্তকাল জ্বলন্ত চোখে স্যার রবার্ট তাকিয়ে রইলেন। হোমসের শান্তস্বর আর শীতল ভাবভঙ্গির ফল ফলল। নীরবতা ভঙ্গ করে হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন, 'আপনার যা বলবার তা পুলিশের কাছেই বলবেন।'

চওড়া কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন স্যার রবার্ট। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে! বাড়ির ভেতরে আসুন তাহলে নিজের চোখেই পরিস্থিতিটা বুঝতে পারবেন।'

মিনিট পনেরো হাঁটার পর ওরা একটা ঘরে এসে উপস্থিত হল। হোমস আর ওয়াটসন ভালো করে চারিদিকে নজর রাখছিলেন। কাচের আলমারির ভেতরে সারি সারি বন্দুকের নল। সম্ভবত এটা অস্ত্রাগার।

হঠাৎ স্যার রবার্ট ওদের সেই ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন। যখন ফিরলেন তার সঙ্গে আরও দুজন লোক। একজন হল সেই তরুণী যাকে আমরা গাড়িতে দেখেছিলাম। আর অপর লোকটি হল একটা ছোটোখাটো ইঁদুরমুখো মানুষ। তার ভাবভঙ্গি বিশ্রী, চোরের মতো। দুজনেই অত্যন্ত হকচকিয়ে গেল হোমস আর ওয়াটসনকে দেখে। হোম্‌স্ বুঝলেন, স্যার রবার্ট তাদের কিছুই বলে নি।

স্যার রবার্ট পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এঁরা হলেন মি. মিসেস নর্লেট।

বিয়ের আগে এই মিসেস নর্লেট ছিলেন আমার দিদির পরিচারিকা। ওঁদের এখানে আনার কারণ পরিস্থিতিটা আপনার কাছে সঠিকভাবে উপস্থিত করা।

রবার্ট এবার একটু গলা ঝেড়ে বেশ প্রস্তুত হয়ে বললেন, মি. হোম্‌স্ তাহলে ব্যাপারটা খুলেই বলি। নিশ্চয়ই আপনি আমার ব্যাপারে অনেকটা এগিয়েছেন। নতুবা ঐ ভাঙা গির্জায় আপনার দেখা পেতাম না। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই এতোক্ষণে ভালো করেই জেনে ফেলেছেন যে, ডার্বির জন্য এমন একটা ঘোড়া আমি বাজি ধরেছি যেটার সম্ভাবনার কথা বিশেষ কেউ ভাবেনি এবং যার সাফল্যের ওপর আমার সর্বস্ব নির্ভর করছে। জিতলে সব সমাধান হয়ে যাবে। না জিতলে—ভাবতে পারছি না আমার দশা কী হবে!

হোম্‌স্ বললেন, হ্যাঁ, আপনার ব্যাপারটা আমি ভালো করেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি।

রবার্ট আবার বলতে লাগলেন, সবকিছুর জন্যেই আমি আমার বোনের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সম্পত্তিতে তাঁর কেবল জীবন স্বত্ব ছাড়া কিছু নয়। আর আমি একেবারে আমার পাওনাদার ইহুদিদের হাতে এবং ভালো করেই আমি জানি যে বোনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারা এক ঝাঁক শকুনের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং সমস্ত কিছুই ক্রোক করবে,—আস্তাবল, ঘোড়া কিছুই বাদ দেবে না। মি. হোম্‌স্, সেই বোন, আমার প্রিয় বোন মারা গেছেন, ঠিক এক সপ্তাহ আগে।

হোম্‌স্ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, সে খবর আপনি কাউকে জানান নি কেন?

রবার্টের চটপট উত্তর,—কী করে জানাব? একেবারে ধ্বংসের মুখে তখন আমি। তিন সপ্তাহের মতো যদি আমি খবরটা চেপে রাখতে পারি তাহলে আর কোনো অসুবিধা থাকবে না। আমি ভেবে দেখলাম মিসেস নর্লেটকে দিয়ে যদি আমার ভগ্নীর ভূমিকায় অভিনয় করাতে পারি—মানে আমার বোনের পোশাক পরে তার দিনে একবার গাড়িতে করে যাওয়া আর ফিরে আসা। ব্যাপারটা কেউ বুঝতেই পারবে না। কারণ পরিচারিকা ভিন্ন আর কেউই তাঁর ঘরে প্রবেশ করে না। তাই ব্যবস্থা করেই ফেললাম। হ্যাঁ, ভালো কথা মি. হোম্‌স্, আর একটা কথা আপনাকে বলা দরকার। আমার প্রিয় ও আদরের বোনটি উদরি রোগে মারা গেছেন, অনেকদিন ধরেই তিনি ভুগছিলেন। গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠল স্যার রবার্টের।

ওয়াটসন কৌতূহলে টানটান হয়ে হোম্‌সের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন, তারপর, তারপর কী করলেন?

রবার্ট জড়ানো গলায় বলল, 'মৃতদেহটা তো ঘরের মধ্যে রাখা চলবে না, তাই সেই রাতে আমি আর নর্লেট, মৃতদেহটাকে নিয়ে যাই ওই কবরখানায়। আজকাল আর সেটার ব্যবহার হয় না। কিন্তু, তাঁর কুকুরটা সব সময়েই দরোজার কাছে এসে ঘেউ-ঘেউ করছিল, তাই মনে হল আরও নিরাপদ কোনো জায়গায় কবর দিতে হবে। কুকুরটাকে সরিয়ে নিয়ে তখন মৃদহে নিয়ে গেলাম গির্জার মাটির নিচের ঘরটায়। এতে কোনো অবহেলার ব্যাপার ছিল না। মৃতের

কোনোরকম অসম্মান আমরা করি নি। আমার মতো অবস্থায় পড়লে হয়তো আপনাকেও তাই করতে হত। শেষমুহূর্তে নিজের সব আশা ভরসা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে এ দেখেও কোনো চেষ্টা করব না, এ হতেই পারে না।'

স্যার রবার্ট দম নিয়ে আবার বলে চললেন, 'মনে হল, যদি তখনকার মতো তাঁকে তাঁর স্বামীর পবিত্র কবরস্থানের কোনো পুরোনো কাফনে রেখে দেয়া যায় তাহলে মৃতের প্রতি কোনোরকম অসম্মান করা হবে না। এইরকম একটা কাফন খুলে তার ভিতরের জিনিসগুলো বার করে নিয়ে আমি ওঁকে শুইয়ে দিলাম তার ভিতরে, যেমনটি আপনি দেখেছেন। কিন্তু কাফনটা খুলে যে-সব পুরোনো হাড়গোড় বেরিয়ে এল সেগুলো তো ওখানে ফেলে রাখা চলে না, তাই নর্লেট আর আমি সরিয়ে ফেললাম, আর ওগুলো নর্লেট রাত্রে পোড়াতে লাগলেন। এই হল আমার কাহিনী, মি.. হোম্‌স্‌। কিন্তু কী করে আপনি আমাকে এ কাহিনী শোনাতে বাধ্য করলেন তার কোনো ধারণা আমার নেই।'

হোমস কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'আপনার বিবৃতিতে একটা গলদ আছে স্যার রবার্ট। কারণ, রেসের উপর আপনার যা বাজি, যার ওপর আপনার ভরসা, সে তো পাওনাদাররা সমস্ত কিছু ক্রোক করলেও বাধা পাচ্ছে না!'

রবার্ট মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, 'না, ঘোড়াটাও যে তার মধ্যেই পড়ছে। এমনও পর্যন্ত হতে পারে যে ঘোড়াটাকে ওরা দৌড়ও করাল না। আর, এমনই দুর্ভাগ্য, আমার সবচেয়ে বড় যে পাওনাদার সেইই হল আমার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু। অতি শয়তান এই স্যাম্‌ ব্রিউয়ার, নিউমার্কেট হিথ-এ একবার আমি বাধ্য হয়েছিলাম তাকে চাবুকপেটা করতে। আপনি কি মনে করেন, সে আমাকে সুযোগ করে দেবে?

উঠতে উঠতে হোম্‌স্‌ বললেন,—যাই হোক স্যার রবার্ট, অবশ্যই এখন খবরটা পুলিশের নজরে আনতে হবে। আমার কাজ ছিল রহস্য উদ্‌ঘাটন করা। এখন আমার কাজ শেষ। আপনার কাজ কতোটা নীতি সম্মত তার কতোটা শোভন তা আমার বিচার্য নয়। প্রায় রাত দুপুর হল ওয়াটসন, চলো এবার ফেরা যাক্‌।

পরবর্তী ঘটনা খুবই সাদামাটা। শোসকোম প্রিন্স ডার্বি জয় করায় তার মালিক আশি হাজার পাউন্ড বাজি জিতেছিলেন। রবার্টের দেনা শোধ হয়েছিল। তাঁর নিজের জন্যেও অনেক টাকা রইল। পুলিশ মামলাটা অতি সহজভাবে গ্রহণ করেছিলেন, ভদ্রমহিলার মৃত্যুসংবাদ যথাসময়ে প্রকাশ না করার জন্যে তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দেয়া হল।

## রঙের গন্ধ

টেবিল থেকে একটা ময়লা কার্ড তুলে নিয়ে হোম্‌স্‌ বললেন, 'দেখো ওয়াটসন, ইনি হলেন জোশিয়া অ্যাম্বার্লি। ললিত কলার সামগ্রীর ব্যবসায়ী। ব্রিকফল অ্যান্ড অ্যাম্বার্লি কোম্পানির ছোট অংশীদার। রং আর তুলির বাক্সে ওদের নাম দেখতে পাবে। বেশ কিছু টাকা পয়সা হয়েছে ওর। তাই একষট্টি বৎসর বয়সে অবসর নিয়েছেন। আর লিউইস্যামে একটা বাড়ি কিনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সারাজীবন কঠোর পরিশ্রমের পরে। তাঁর ভবিষ্যৎ মোটামুটি নিশ্চিন্ত।

একটা চিরকুট দেখে হোম্‌স্‌ পুনরায় বলে চললেন—অবসর নেন ১৮৯৬ খ্রি.। তারপর ১৮৯৭ খ্রি. তাঁর থেকে কুড়ি বছর কম বয়সী একজনকে বিবাহ করেন। মহিলাটি দেখতে ভালোই। আর্থিক স্বাচ্ছল্য, স্ত্রী অবসর,—জীবনের পথ পরিষ্কার। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু-বছরের মধ্যেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। তার মতো দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ।

ওয়াটসন কৌতূহলী হয়ে বললেন,—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

হোম্‌স্‌ বললেন—সেই পুরোনো কাহিনী ওয়াটসন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু আর খামখেয়ালী স্ত্রী। অ্যাম্বার্লির জীবনের একমাত্র আনন্দ, মনে হয়, দাবা খেলা। তাঁর বাড়ির কাছেই এক তরুণ

ডাক্তারের বাস! তাঁরও দাবার নেশা। এই ডাক্তার, আর্নেষ্ট প্রায়ই তাঁর বাড়ি যেতেন এবং শ্রীমতী অ্যাম্বার্লির সঙ্গে তাঁর স্বভাবতই ঘনিষ্ঠতা জন্মায়, কারণ একথা মানতে হবে যে আমাদের মক্কেলটির ভিতরে যতো গুণই থাকুক প্রত্যক্ষ কোনো আকর্ষণ তাঁর ছিল না। ঐ দু'টিতে গত সপ্তাহে পালিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ব্যাভিচারী স্ত্রীলোকটি ভদ্রলোকের দলিলপত্রও সেই সঙ্গে নিয়ে মহিলাটিকে কি আমরা খুঁজে বার করতে পারবো? বাক্সটা উদ্ধার করতে পারবো?

ওয়াটসন বললেন,—তাহলে কী করা উচিত আমাদের?

হোম্‌স্‌ বললেন—হ্যাঁ সমস্যাটা বেশ জটিল। আচ্ছা, তুমি হলে কী করতে? ধরো, তুমি দয়া করে আমার বদলে ওখানে গেলে। জানো তো, সেই দুই কোপিক প্যাস্ট্রিয়ার্ক-এর মামলা নিয়ে আমি এখন ব্যস্ত। আজ সম্ভবত ওই মামলার ফয়সালা হওয়ার কথা। লিউইস্যামে যাওয়ার সময় এই মুহূর্তে আমার নেই, অথচ অকুস্থলে না গেলে তদন্তের কাজে অসুবিধা। বৃদ্ধ জোশিয়া আম্বার্লি আমাকে যাবার জন্যে খুব ধরেছেন। কিন্তু আমার অসুবিধা আমি অনেকভাবে তাকে বুঝিয়ে বলেছি। তবে আমার বদলে আমার পাঠানো লোককে তিনি গ্রহণ করতে রাজি।

ওয়াটসন বললেন, 'নিশ্চয়ই যাব। তবে আমাকে দিয়ে কি কিছু কাজ হবে?

ওয়াটসন, লিউইস্যাম অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

সন্ধেবেলায় যখন—ওয়াটসন হোম্‌সের কাছে কাজের হিসেব দেবেন বলে গেলেন, তখন তিনি, দেখলেন, হোমস চেয়ারে শরীর এলিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর মুখের পাইপ থেকে অত্যন্ত কটুগন্ধ বেরোচ্ছে। চোখের পাতা এমন অলসভাবে নেমে এসেছে যে হয়তো ঘুমিয়ে আছেন বলেই মনে হতো—যদি না ওয়াটসনের বিবৃতির মধ্যে কখনো আটকে গেলে বা আপত্তিকর কিছু থাকলে চোখদুটো আধখোলা হয়ে যেত। আর ধূসর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, তরোয়ালের মতো তীক্ষ্ণ সপ্রশ্ন সন্দানী ভঙ্গিতে ওয়াটসনকে গেঁথে ফেলত।

ওয়াটসন বললেন, জোশিয়া আম্বার্লির বাড়ির নাম 'দি হ্যাভেন'। খবরটায় তুমি কৌতূহল বোধ করবে মনে হচ্ছে। ওঁর অবস্থা এমন এক অভিজাত ঘরের সন্তানের মতো যিনি দারিদ্রের মধ্যে পড়ে তাঁর থেকে নিচের তলায় মানুষের সামিল হয়েছেন। ও এলাকাটা তোমার চেনা। একঘেয়ে ধরনের ইঁটের শহরতলির ক্লান্ত রাজপথ যেরকম হয়ে থাকে। 'দি হ্যাভেন' বাড়িটা আমি চিনতে পারতাম না, পালাম এক অলস ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে ধূমপান করছিল। লোকটির বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি। কারণও আছে। লোকটি লম্বা, কালচে, খুব পুরু গোঁফের মালিক। আমার প্রশ্নে সে ঘাড় ঘুরিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। উঁচু, রোদে পোড়া পাঁচিল দেওয়া বাড়ির সামনের গেট দিয়ে প্রবেশ করতেই দেখলাম, মি. অ্যাম্বার্লি গেটের দিকে এগিয়ে আসছেন। সেদিন সকালে যে আপনার বাড়িতে ক্ষণকালের জন্যে তাঁকে দেখেছিলাম এবং এক অদ্ভুত প্রাণী বলে তখন মনে হয়েছিল। আর আজ পুরো আলোয় তাঁকে দেখে আরও অস্বাভাবিক বলে মনে হল।

হোম্‌স্‌ বললেন, 'সে আমি লক্ষ করেছি। তোমার ঠিক কী ধারণা হয়েছে তা শুধু শুনতে চাই।'

ওয়াটসন পুনরায় বলতে শুরু করলেন, 'মনে হল সত্যি সত্যিই দুর্ভাবনায় নুয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, যেন পিঠে করে প্রচুর ভার বহন করে এসেছেন। কিন্তু তাহলেও প্রথমে দেখে যেমন মনে হয়েছিল আসলে সেরকম দুর্বল চেহারার মানুষ নন তিনি। তাঁর কাঁধ আর বুকের গড়ন রীতিমতো দৈত্যের মতো, কিন্তু পা-দুটো যেন পাকানো পাকানো।

হোম্‌স্‌, ওয়াটসনের কথার সূত্র ধরে বললেন, 'বাঁ পায়ের জুতোটা কোঁচকানো, ডান পায়েরটা মসৃণ।'

ওয়াটসন বললেন, 'অতোটা আমি লক্ষ করি নি!'

হোম্‌স্‌ বললেন, 'ঠিক লক্ষ্য করার কথাও নয়, ওঁর ওই নকল অঙ্গটা আমি লক্ষ করেছি। আচ্ছা, বলে যাও তোমার বক্তব্য।'

ওয়াটসন পুনরায় নোতুন উৎসাহে বলতে শুরু করলেন—পুরোনো হ্যাটের নিচে জটপাকানো সাপের মতো চুল আর মুখের তীক্ষ্ণ উৎসুকভাব আর গভীর বলিরেখা লক্ষ না করে

পারলাম না।

বাঃ, বেশ ওয়াটসন, হোমস বললেন, কী বললেন তিনি?

ওয়াটসন বললেন, তিনি তাঁর অভিযোগের কথা বলতে লাগলেন। একসঙ্গে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চললাম, চারিদিকে ভালো করে লক্ষ করতে করতে। এরকম অগোছালো বাড়ি সচরাচর দেখা যায় না। বাগানটা আগাছায় ভর্তি, মনে হল চরম অবহেলার মধ্যে গাছপালাগুলো ইচ্ছেমতো বেড়ে চলেছে, জানি না কোনো রুচিপূর্ণ মহিলা কেমন করে এসব সহ্য করতে পারেন। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরের মাঝখানে একটা পাত্রে সবুজ রং আর ভদ্রলোকের বাঁ হাতে একটা রঙের তুলি! তিনি দরজা জানলায় উৎকট গন্ধের সবুজ রং লাগাতে লাগলেন। তারপর একটা অপরিষ্কার ঘরে আমাকে নিয়ে বসালেন এবং কথাবার্তা শুরু করলেন। প্রতিটি কথার ফাঁকে তুমি না আসার জন্যে হতাশা প্রকাশ করছিলেন। আবার মাঝে মাঝেই বলছিলেন, 'আমি সত্যিই আশা করিনি যে আমার মতো এক গরিবের ডাকে ওঁর মতো এক বিখ্যাত লোক আসবেন, আমার যতো টাকাই খোয়া যাক্...।' ওয়াটসন ওঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, টাকার প্রশ্নটা ঠিক উঠবে না এবং সে কথায় উনি বললেন, তা, বটে, কাজের আনন্দে উনি কাজ করে যান। তবে এখানকার এই ব্যাপারের মধ্যেও হয়তো তিনি কিছু আনন্দ পেতে পারতেন। কী অকৃতজ্ঞতার পরিচয়ই না পেলাম ড. ওয়াটসন! অথচ তার কোন্ অনুরোধটা আমি না রেখেছি? অতো আসকারা আর কোনো স্ত্রীলোক কখনোও পেয়েছে কিনা সন্দেহ! আর ঐ ছোকরাটা—আমার ছেলের বয়সী সে! সবসময় আমার বাড়িতে আড্ডা। আমিই তাস খেলার জন্যে খাল কেটে কুমীর ডেকেছি! সবই আমার দোষ। সবই আমার কপাল! এ জগৎ ভয়ঙ্কর, অতি ভয়ঙ্কর, ড. ওয়াটসন!

একঘণ্টার ওপর ভদ্রলোক বকবক করে এই একই কতারই পুনরাবৃত্তি করে চললেন। ষড়যন্ত্রের আভাস তিনি বিন্দুবিসর্গও পান নি। বাড়িতে কেবল তিনি আর তাঁর স্ত্রী থাকতেন। একজন ঠিক ঝি। সারাদিন ঘরের কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যে ছটা নাগাদ চলে যায়। সেদিন সন্ধ্যেবেলা অ্যাম্বার্লি স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে হে-মার্কেট থিয়েটারে দুটো দামি টিকিট কেটে এনেছিলেন, কিন্তু শেষমুহূর্তে তাঁর স্ত্রী মাথা ধরার অজুহাতে না যাওয়ার জন্যে তিনি একাই থিয়েটার দেখতে চলে যান। একথায় সন্দেহের কোন কারণ নেই, কারণ অব্যবহৃত টিকিটটি তিনি দেখালেন ওয়াটসনকে।

হোমস উত্তেজনায় টানটান হয়ে বললেন, উল্লেখযোগ্য, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটা! মামলাটার ওপর ক্রমশই কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে আমার। আচ্ছা তারপর? তারপর কী হল? বলে যাও ওয়াটসন। প্রচুর উৎসাহ পাচ্ছি। টিকিটটা কী তুমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছিলে? নম্বরটা নাওনি নিশ্চয়?

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ নিয়েছি। মানে, নম্বরটি আমার স্কুলের রোল নম্বর একত্রিশ বলেই ঠিক মনে থেকে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন—হ্যাঁ নিয়েছি। মানে, নম্বরটি আমার স্কুলের রোল নম্বর একত্রিশ বলেই ঠিক মনে থেকে গেছে।

হোম্‌স্ বললেন—বাঃ চমৎকার। অন্য টিকিকের নম্বরটা তাহলে হয় ত্রিশ না হয় বত্রিশ।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ ঠিক। আর সারি হল "B"।

হোম্‌স্ বললেন,—খুব ভালো কাজ হয়েছে। আচ্ছা, আর কী উনি বললেন?

ওয়াটসন বলে চললেন—একটা ঘর তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, তাঁর এই মজবুত ঘর, দামী জিনিস রাখবার জন্যে। তা মজবুত ঘরই বটে, ব্যাঙ্কে যে রকম থাকে সেই রকম অনেকটা—দরজা—জানলাগুলো সব লোহার। তিনি বললেন, ডাকাত এর কিছুই করতে পারবে না। যাইহোক মহিলাটির বোধ হয় আর একটা চাবি ছিল। নগদে আর কোম্পানির

কাগজে সাত হাজার পাউণ্ডের বেশি নিয়ে গেছে।

হোম্‌স্ আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললেন, 'কী বললে? কোম্পানির কাগজ! সেগুলো ওরা কী করে ভাঙাবে?

ওয়াটসন উত্তর দিল, বৃদ্ধ কর্কশস্বরে বললেন,—সেগুলোর নম্বর দিয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে, সুতরাং আশা করা যায় ওরা কোম্পানির কাগজ ভাঙাতে পারবে না। মাঝরাত নাগাদ থিয়েটার থেকে তিনি ফিরে দেখেন টাকাকড়ি সব গেছে, দরোজা জানলা খোলা, আর ওরা পালিয়েছে। কোনো চিঠিপত্র নেই। সেই থেকে কোনো খবরও তিনি পাননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যাপারটা পুলিশে জানিয়েছেন।

হোম্‌স্ কয়েক মিনিটের জন্যে চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন,—আচ্ছা, একটু আগেই তুমি বললে না, তিনি রং লাগাচ্ছিলেন? কিসে রং লাগাচ্ছিলেন তিনি? ওয়াটসন বললেন,—দেখলাম ঘরের দরোজা জানলায় আর কাঠের ব্যবহার যেখানে আছে সবগুলিতে বেশি বেশি করে রং দিচ্ছিলেন। আর মাঝে মাঝে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টানছিলেন।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ওয়াটসন, এ হেন পরিস্থিতিতে কি এটা তোমার কাছে একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না?

ওয়াটসন বললেন,—মনের ব্যথা হালকা করবার জন্যে কিছু তো করা দরকার? জবাবদিহির মতো সুরে তিনি বলে যাচ্ছিলেন। একটু তো অস্বাভাবিক বটেই। কারণ আমার সামনেই প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি তাঁর স্ত্রীর একটা ছবি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তীক্ষ্ণ চিৎকার করে বললেন, জীবনে আর তার মুখ দর্শন করবো না। হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপারে আমার খট্‌কা লেগেছে। ব্ল্যাকহিথ স্টেশনে গিয়ে আমি ট্রেন ধরেছিলাম। গাড়ি যখন ছাড়ল ঠিক সেই সময়ে লক্ষ করলাম একজন লোক তীরবেগে ঠিক আমার পাশের গাড়িটায় উঠল। জানো তো, মানুষের মুখ আমার মনে থাকে। এ নির্ঘাত সেই লম্বা, কালচে লোকটা, রাস্তায় আমি যার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। আরও একবার দেখলাম লন্ডন ব্রিজে, তারপরেই সে হারিয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে। কিন্তু সে যে আমার পিছু নিয়েছিল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হোম্‌স্ বললেন,—ঠিক, ঠিকই আন্দাজ করেছো। তুমি বলছো লোকটা লম্বা। আচ্ছা, লোকটা লম্বা, কালচে, আর ঘন গোঁফের মালিক, আর তার চোখে ধূসর রঙের গগল্‌স্।

নিশ্চয়ই তুমি ম্যাজিক জানো, হোম্‌স্! তোমায় বলিনি—কিন্তু সত্যিই অমন গগল্‌স তার ছিল।

হোম্‌স্ মুচকি হেসে বললেন, আর টাইয়ে ম্যাসনিক পিন? ওয়াটসন চিৎকার করে বললেন,—হোম্‌স্—হোম্‌স!

হোমস বললেন,—এ কিন্তু খুব সোজা, ওয়াটসন। আচ্ছা, এবার যেটা কাজের সেই ব্যাপারটা দেখা যাক্। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, মামলাটা প্রথমে এমন সহজ সরল বলে মনে হয়েছিল যে, ভেবেছিলাম এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। কিন্তু এখন দেখছি ক্রমেই ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। একথা সত্যি যে, তোমার তদন্তে তুমি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছুই ধরতে পারোনি বটে, তবে যেগুলো খুব বড়ো হয়ে তোমার চোখে পড়েছে—সেগুলোও প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ। ওর মধ্যেই রহস্যের প্রধান সূত্র লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, ড. আর্নেস্ট সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছ? তিনি কি এক সাধারণ হৈ হুল্লোড়ের মানুষ, মানে এসব মানুষ ঠিক যেমনটি হয়ে থাকে?

আচ্ছা, যাইহোক ওসব আর ঠিক এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই। তুমি কাল জোশিয়া আম্বার্লির সঙ্গে দেখা করবে। ওর সঙ্গে দেখা করাটা খুবই জরুরি। আমরা এই মামলাটা ছেড়ে দেব কি দেব না সেটা নির্ভর করছে এই সাক্ষাৎকারের ওপরে। বেলা তিনটা নাগাদ বাড়িতে থেকো।

হয়তো তোমার সাহায্যের দরকার হতে পারে।

পরদিন বেশ সকালে উঠেও ওয়াটসন দেখলেন, প্রাতঃরাশের টেবিলে কিছু টোস্টের গুঁড়ো আর দুটো ডিমের খোলা। ওয়াটসন বুঝতে পারলেন বন্ধুবর আরো ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়েছেন।

সারাদিন হোমসের দেখা নেই। তবে নির্দিষ্ট সময়েই তিনি ফিরলেন। অত্যন্ত গম্ভীর। চিন্তায় যেন ডুবে আছেন।

নীরবতা ভঙ্গ করে হোমস ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আম্বার্লি এসেছিল নাকি?' যখন শুনলেন—না, তখন মুখে একটা শব্দ করে বললেন, 'ও! আশা করছি তিনি আসবেন।'

হতাশ হতে হয় নি হোমসকে। কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন বৃদ্ধটি, অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও হকচকানো ভাব মুখে নিয়ে। বললেন, 'একটা টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এলাম মি. হোম্‌স্। কিন্তু এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।' এই বলে টেলিগ্রামটা হোমসের হাতে দিলেন। হোমস আমাকে শুনিয়ে পড়তে লাগলেন। টেলিগ্রামে লেখা আছে, সঙ্গে সঙ্গে চলে আসতে ভুল করবেন না। আপনার সাম্প্রতিক লোকসান সম্বন্ধে খবর পাবেন—এ্যালম্যান, গির্জার প্রধান।

হোমস বললেন, 'এটা পাঠানো হয়েছে বেলা দুটো দশ মিনিটের সময় এসেক্সের লিটল পার্লিংটন থেকে, জায়গাটা বোধহয় ফ্রিনটন থেকে বেশি দূরে হবে না। নিশ্চয়, এক্ষুনি তো বেরিয়ে পড়তে হবে আপনাকে। বোঝাই যাচ্ছে এমন কোনো ব্যক্তি এটা পাঠিয়েছেন যাঁর দায়িত্ববোধ আছে, গির্জার প্রধান ব্যক্তি যখন। ক্রকফোর্ডটা গেল কোথায়? হ্যাঁ, এই যে, পেয়েছি—জে. সি. এলম্যান, এম.এ. বাসস্থান—মসমুর কামে লিটল পার্লিংটন—ট্রেনের সময়টা দেখ তো ওয়াটসন।'

ওয়াটসন ট্রেনের টাইম টেবিল দেখে বললেন, 'লিভারপুল স্ট্রিট থেকে পাঁচটা কুড়িতে একটা ট্রেনে আছে।'

'বাঃ চমৎকার!' হোমস বললেন, 'তুমিও সঙ্গে যাও ওয়াটসন। হয়তো তোমার সাহায্য ওঁর প্রয়োজন হতে পারে।'

বৃদ্ধটির কিন্তু দেখা গেল কিছুমাত্র যাওয়ার উৎসাহ নেই! আম্বার্লি বললেন, 'এ অসম্ভব হোম্‌স্। এ মামলার ব্যাপারে এ লোকটির কী কিছু জানা সম্ভব? শুধু শুধু পয়সা আর সময় নষ্ট।'

হোমস জোর দিয়ে বললেন, 'কিছু খবর না পেলে কখনোই তিনি এমন টেলিগ্রাম করতেন না। এক্ষুনি টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিন যে আপনি যাচ্ছেন।'

তবুও বৃদ্ধটি ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে না যে ওখানে যাওয়ার কোনো অর্থ আছে।'

একথায় হোমস অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠলেন। বললেন, 'এমন একটা সূত্র যদি আপনি হাতে পেয়েও না গ্রহণ করেন তো পুলিশের কাছে এবং আমার কাছেও তার অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে জেনে রাখবেন। এই আমরা বুঝব যে আসলে তদন্তের ব্যাপারে আপনার কোনো আগ্রহই নেই।'

এ কথায় অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন মক্কেল মি. আম্বার্লি। বললেন, 'ওভাবে যদি দেখেন তাহলে তো যেতেই হয়। তবে একথা বলব যে পুরোহিতের এ বিষয়ে কিছু জানা একেবারেই সম্ভব নয়। তবে যদি আপনি মনে করেন—

'হ্যাঁ, মনে করি।' বেশ জোরের সঙ্গে হোমস বললেন। বেরিয়ে পড়লেন ওয়াটসনসহ মিঃ আম্বার্লি। যাবার আগে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে ডেকে যা বললেন, তার মানে—ব্যাপারটা তিনি অত্যন্ত গুরুতর বলেই মনে করছেন। সবশেষে বললেন, আর যাই হোক, নজর রেখো যেন উনি শেষে পালিয়ে না যান। সবসময় চোখে চোখ রাখবে। আর যদি পালানই তবে কাছাকাছি কোন টেলিফোন অফিস থেকে আমাকে ফোন করে জানিয়ে দিও, কেমন। যেখানেই থাকি

খবরটা যেন আমার কাছে পৌঁছোয়।'

দুজনে ট্রেনে চেপে বসেছেন, লিটল পার্লিংটনের উদ্দেশ্যে। আম্বার্লি মনমরা। কথা বলতে অনিচ্ছুক। প্রায় নীরবেই পুরো পথটা চললেন, কেবল মাঝে মাঝে নীরস ভঙ্গিতে এই যাত্রার অর্থহীনতা সম্বন্ধে বৃদ্ধাটির মন্তব্য করা ছাড়া। শেষপর্যন্ত ওরা ছোট স্টেশনটায় পৌঁছলেন। সেখান থেকে দুই মাইল গাড়ি চড়ে একেবারে গির্জায়। পড়ার ঘরে আমাদের সঙ্গে দেখা হল পুরোহিতের। ভদ্রলোক বিপুলাকৃতি, অত্যন্ত গম্ভীর এবং একটু জাঁকালো ধরনের।

বললেন, 'বলুন, আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

ওয়াটসন বুঝিয়ে বললেন, 'আমরা এসেছি আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে।'

পুরোহিত অবাক হয়ে বললেন, 'আমি? আমার টেলিগ্রাম? আমি তো কোনো টেলিগ্রাম পাঠাই নি!'

ওয়াটসন বললেন, 'মানে যে টেলিগ্রামটি আপনি জোসিয়ো আম্বার্লিকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রীর আর তাঁর টাকার সম্বন্ধে?'

ক্রুদ্ধস্বরে পুরোহিত বললেন, 'দেখুন রসিকতার একটা সীমা আছে। যাঁর নাম করছেন তাঁর কথা আমি কখনো শুনি নি। আর কোনো টেলিগ্রাম আমি পাঠাই নি।'

ওয়াটসন বলেন, তাহলে? তাহলে এখানে কি দুজন আচার্য আছেন? এই যে দেখুন টেলিগ্রামটা। সেই এলম্যানের, আর এই ঠিকানা থেকেই।

পুরোহিত উত্তর দিলেন না। এখানে আচার্য একজনই। বোধহয় ইংল্যান্ডের সবচেয়ে সেকেলে গ্রাম এটা। টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে দেখা গেল অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। রেলওয়ে আর্মসে একটা টেলিফোন ছিল, সেখান থেকে হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ওয়াটসন। তিনিও শুনে অবাক। বললেন, কী আশ্চর্য! কিন্তু ওয়াটস্‌ন্ আজ রাতে আর বোধহয় ফেরার ট্রেন নেই। তাহলে তোমাকে অসুবিধার মধ্যে গ্রাম্য সরাইখানায় রাত কাটাতে হচ্ছে। যাইহোক মুক্ত পৃথিবী আর জোশিয়া আম্বার্লি দুইই তোমার সঙ্গে থাকছে। ফোনটা ছেড়ে দেবার আগে তাঁর শুকনো মৃদু হাসি ওয়াটসনের কানে এল।

পরদিন সকালে ওয়াটসনের সঙ্গে আম্বার্লিও লণ্ডনে ফিরে এলেন। আম্বার্লি বাড়ি যেতে চাইছিলেন। ওয়াটসন বাধা দিয়ে বললেন, বেকার স্ট্রিটে হোমসের সঙ্গে দেখা করেই আপনি বাড়ি যাবেন। হয়তো হোমস কোনো নতুন নির্দেশ দিতে পারেন।

আম্বার্লি বিরক্তস্বরে বললেন, 'সে নির্দেশ যদি এই নির্দেশের চেয়ে কাজের না হয় তাহলে আর তা নিয়ে কী হবে জানি না।'

ওয়াটসন বললেন, 'আমাদের জন্যে তিনি খবর রেখে গিয়েছিলেন যে, তিনি লিউইস্যামে গেছেন এবং সেখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন। খবরটা বিস্ময়কর এবং মক্কেলটির ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি একা নন। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে বসে, কালচে রং-এর, চোখে ধূসর রং-এর গগল্‌স, টাইয়ে ম্যাসনিক পিন।'

হোমস বললেন, 'ইনি হচ্ছেন আমার বন্ধু মি. বার্কার, এই মামলায় কাজ করেছেন, মি. জোশিয়া অ্যাম্বার্লি যদিও আমরা পৃথকভাবে কাজ করছি। তবে দুজনেই আপনাকে একই প্রশ্ন করব।'

ধপ করে আম্বার্লি বসে পড়লেন। বিপদের আভাস পেয়েছেন মনে হল, তাঁর হাবভাব লক্ষ করে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'কী প্রশ্ন হোম্‌স?'

হোম্‌স তীক্ষ্ণস্বরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন, 'মৃতদেহ দুটোকে নিয়ে কী করেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে আম্বার্লি দাঁড়িয়ে উঠলেন বিকট চিৎকার করে, 'তাঁর মুখ হাঁ হয়ে গেছে, বার করা হাত দিয়ে যেন হাওয়া আঁকড়ে ধরতে চান তিনি। মুহূর্তের জন্যে তাঁকে দেখে মনে হল যেন কোনো ভয়ঙ্কর শিকারি পাখি। জোশিয়া অ্যাম্বার্লির আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। বিকলাঙ্গ এক শয়তান, শরীর যেমন মনও তেমনি। আবার যখন চেয়ারে বসে পড়লেন, ঠোঁটে হাত

দিলেন—কাশি সামলানোর জন্যেই হয়তো। বাঘের মতো লাফিয়ে হোমস তাঁর গলা টিপে ধরলেন। আর মুখটা নিচের দিকে ফেরাতেই দুই ঠোঁটের ভেতর থেকে একটা সাদা বড়ি বেরিয়ে এল।

হোমস উত্তেজনা মিশ্রিত স্বরে বললেন, 'উহুঁ, অতো সহজে পার পাওয়া যাবে না জোশিয়া আম্বার্লি। যা হবে যথাযথভাবেই হবে।—কী করবেন এখন বার্কার?'

দুজনে মিলে তাঁকে থানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। জোর করে টানতে টানতে তাঁকে গাড়িতে তোলা হল। বিশাল শরীর আম্বার্লির ছিল সিংহের শক্তি। হোমস যাবার সময় ওয়াটসনকে বললেন, তুমি এখানেই থাকো। আমি আধঘন্টার মধ্যেই ফিরছি।

অশুভ বাড়িটায় আমি রয়ে গেলাম একা। যতো সময় হোমস বলেছিলেন, তারও অনেক আগেই ফিরে এলেন হোমস এক তরুণ চনমনে পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে। এসে বললেন, বার্কারকে রেখে এসেছি যথাকর্তব্যগুলি সারবার জন্যে।

তরুণ ইন্সপেক্টরটি জানতে চাইলেন হোমসের কাছে, কী করে আপনি এই রহস্য সমাধানের সূত্র পেলেন?

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি, সব বলব।' হোমস বললেন। প্রথমে বলব হত্যাকাণ্ডটা কীভাবে ঘটল। তারপর তার বিশ্লেষণ করব। আর এই আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন আমার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ওয়াটসন আর ইন্সপেক্টর নমস্কার বিনিময় করলেন। হোমস বলে চললেন একটানা—

সবচেয়ে আগে আমি আপনার এই জোশিয়া আম্বার্লির মনের গঠন সম্বন্ধে দুএটা কথা জানিয়ে দিই। ওঁর মন একেবারেই সাধারণ মানুষের মতো নয়। অতএব আমার মনে হয়, ওঁর মৃত্যুদণ্ড হবে না। ওঁকে ব্রডমোরে পাঠানো হবে। ওঁর মনের গঠন মধ্যযুগীয় ইতালীয়দের মতো, এ যুগের ব্রিটিশদের মতো নয়। লোকটি ছিলেন কৃপণের হদ্দ। স্ত্রীর জীবন উনি অসহ্য করে তুলেছিলেন। তাই যে-কোনো উপায়ে ভদ্রমহিলা ওঁর আওতা থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটা সুযোগও এসে গেল তার। দাবাড় ডাক্তার, আম্বার্লির সঙ্গে দাবা খেলতে এলেন। অ্যাম্বার্লি ছিলেন দাবা খেলায় পটু, এ থেকে তাঁর মনের জটিলতার খানিকটা পরিচয় মিলবে। কৃপণ মাত্রেরই মতো তিনিও ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ এবং এই ঈর্ষা শেষপর্যন্ত পর্যবসিত হয় রীতিমত এক বাতিকে। স্থির করলেন প্রতিশোধ নেবেন, এবং সেই প্রতিশোধের যে পরিকল্পনা করলেন তার মধ্যে যে বুদ্ধির পরিচয় দিলেন তা কেবল শয়তানের পক্ষেই সম্ভব। আসুন আমার সঙ্গে।'

সরু একটা পথ দিয়ে এমন নিশ্চিন্তভাবে হোম্‌স্‌, ওয়াটসন ও তরুণ ইন্সপেক্টরকে নিয়ে চললেন যেন এখানটা তাঁর খুব পরিচিত। মজবুত ঘরটার সামনে এসে থামলেন।

ইন্সপেক্টার বললেন, 'উঃ কী বিশ্রী রঙের গন্ধ!'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ইন্সপেক্টর', হোম্‌স্‌, বললেন, 'এইটাই হল আমার প্রথম সূত্র। এর জন্যে ড. ওয়াটসনকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। এ থেকেই আমার তদন্ত শুরু হয়। সন্দেহ হল, কেন এহেন সময় সারা বাড়ি কড়া গন্ধে ভরে ফেলতে চাইবেন? নিশ্চয়ই অন্য কোনো গন্ধ চাপা দেয়ার জন্যে। এবং যে গন্ধটা তিনি চাপা দিতে চেয়েছেন তার থেকে অপরাধের সন্দেহ জাগাতে পারে।'

আর তা থেকে এই যে ঘরটা দেখছেন এমনই একটা ঘরের কথা মনে হয় যার লোহার দরজা বন্ধ করে দিলে একেবারে নীরন্ধ্র হয়ে যাবে। এই দুটো ঘটনা একসঙ্গে করলে কী আমরা পাই? সেটা জানা সম্ভব বাড়িটা নিজে থেকে পরীক্ষা করে দেখে। আর, হে মার্কেট থিয়েটারের বক্সের টিকিট আমি ইতিমধ্যেই পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। এর জন্যেও কৃতিত্ব ড. ওয়াটসনের। এবং জানতে পেরেছিলাম যে সে রাত্রে B-30 এবং B-32 দুটোর কোনো সিটই খালি ছিল না। এসব যখন জানতে পেলাম, তখন প্রশ্ন হল কী উপায়ে আমি তাঁর বাড়িটা

পরীক্ষা করতে পারি। সবচেয়ে বেয়াড়া একটা গ্রামে লোক পাঠিয়ে দিলাম, সেখান থেকে সে আম্বার্লিকে টেলিগ্রামটা পাঠায়। যাতে সেদিন আম্বার্লি সেই অজপাড়াগাঁ থেকে ফিরে না আসতে পারে সেজন্যে ড. ওয়াটসনকে পাঠালাম ওঁর সঙ্গে। আচার্যের নামটা আমি সংগ্রহ করি আমার ক্রকফোর্ড থেকে। কেমন ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে তো?

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে ইন্সপেক্টার বললেন, 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ!'

হোম্‌স্ বললেন, 'আর বাধার ভয় না থাকায় আমি গেলাম বাড়ির ভেতরে ডাকাতি করতে। লক্ষ করুন কী আমি আবিষ্কার করলাম। এই যা দেখছেন যে গ্যাসের পাইপ, এটা উঠে গেছে দেয়ালের কোণটা পর্যন্ত। আর এই দেখুন একটা কল, জলের কলের মতো। পাইপটা চলে গেছে মজবুত ঘরটা পর্যন্ত আর শেষ হয়েছে ছাদের মাঝখানের প্ল্যাস্টারের সঙ্গে, অলঙ্করণের আড়ালে অদৃশ্য। পাইপের ওই দিকটা একেবারে খোলা। বাইরের কলটা খুলে দিলে বন্দি কোনো মানুষের দু-মিনিটের বেশিক্ষণ জ্ঞান থাকবে না। কোন শয়তানি বুদ্ধিতে সে ওঁদের ওই ঘরে পাঠাল জানি না। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর ওদের আর কিছুই করার ছিল না। একটা বিশ্রী রকমের সাক্ষ্য আপনাকে দেখাচ্ছি। আম্বার্লি নিজেও নিশ্চয়ই লক্ষ করেন নি এটা। একটু কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করুন। ধরুন আপনাকে এই ছোটো ঘরটায় আটকে রেখেছে এবং আপনার আয়ু দু-মিনিটের বেশি নয়, আর হয়তো শয়তানটা বাইরে থেকে টিটকিরির হাসি হাসছে। তার ওপর শোধ তুলতে হলে কী করবেন আপনি?'

ইন্সপেক্টার বললেন, 'ব্যাপারটা লিখে রাখব।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন ইন্সপেক্টর।' হোম্‌স্ বললেন, 'কীভাবে আনার মৃত্যু হয়েছে তা লোকজনকে জানাবেন। কিন্তু কাগজে লিখে রাখেন তো কারো না কারো চোখ ওখানে পড়বে। এই যে দেখুন লাল পেন্সিল দিয়ে এমনভাবে লেখা যা মোছার নয়, "আমাদের খু—"

'কী বুঝেছন এর থেকে ইন্সপেক্টর?' হোমস বললেন। এই উচ্চতার মেঝে থেকে একফুট মাত্র। মেঝেয় পড়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বেচারা লিখতে যাচ্ছিল—কিন্তু লেখাটা শেষ হবার আগেই তার মৃত্যু হয়।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'নিশ্চয় লিখতে যাচ্ছিল—আমাদের খুন করা হয়েছে।'

হোমস বললেন, 'আমিও তাই মনে করি। যদি অমন কোনো পেন্সিল মৃতদেহে পাওয়া যায়।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু ওই দলিলপত্রগুলো? নিশ্চয়ই কোনো কিছু চুরি যায় নি, অথবা দলিলগুলো তো ওঁর ছিলই, সেটা আমরা যাচাই করে দেখেছি।'

নিশ্চয়ই সেগুলো কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকোনো আছে—হোম্‌স্ বললেন। নারী হরণের ব্যাপারটা যখন পুরোনো হয়ে যাবে, হঠাৎ ওগুলো পেয়ে যাবেন উনি—আর রটিয়ে দেবেন ওরা ফেরত দিয়ে গেছে বা তাঁর চলার পথে রেখে গেছে!

ইন্সপেক্টর বললেন সবই তো বুঝলাম, তবে তিনি পুলিশে খবর দিতে গেলেন কেন?

হোম্‌স্ বললেন, 'ভেবেছিলেন তার চালাকি কেউ ধরতে পারবে না আর কোনো সন্দেহপরায়ণ প্রতিবেশীকে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবেন—দেখুন আমি কতোভাবে না, চেষ্টা করেছি। শুধু পুলিশে নয়, এমনকি শার্লক হোম্‌স্‌কে পর্যন্ত ডেকেছি।

## মাননীয় মক্কেল

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মি. হোম্‌স্ এবং ড. ওয়াটসন নর্দাম্বার্ল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের একটা বাড়ির ওপরতলায় একটা ঘরে পাশাপাশি বসেছিলেন। সেদিনই এই কাহিনীর শুরু। ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোনো খবরটবর আছে কি না, এবং তার উত্তরে তিনি গায়ের কাপড়ের ভিতর থেকে লম্ব সরু নার্ভাস একটা হাত বার করে পাশে রাখা কোর্টের ভিতরের

পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন। বললেন, হয়তো এ কোনো নির্বোধ লোকের কাজ যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল নিজেকে জাহির করা। কিংবা এর মধ্যে হয়তো সত্যিসত্যিই কোনো জীবনমরণ সমস্যা লুকিয়ে আছে। চিঠিটা ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিয়ে হোমস বললেন, 'চিঠিটা এসেছে কালটন ক্লাব থেকে, তারিখটা আগের দিন সন্ধের। ওয়াটসন চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন, 'স্যার জেম্‌স্ ডেমরি, মি. শার্লক হোম্‌স্‌কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আগামী কাল বিকেল ৪-৩০ মিনিটে তিনি মি. হোম্‌সের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। স্যার জেম্‌স লিখেছেন ব্যাপারটা যেমন গোপনীয় তেমনি গুরুত্বপূর্ণও বটে। তাই তিনি আশা করেন মি. হোম্‌স্ এই সাক্ষাৎকারে রাজি হবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। এবং কার্লটন ক্লাবে টেলিফোন করে তাঁর সম্মতি জানিয়ে দেবেন। চিঠিটা পড়ার পরে ফেরত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হোমস বললেন, 'সম্মতি আমি দিয়েছি। তারপর কিছুক্ষণ থেমে বললেন, আচ্ছা, ওয়াটসন, জেম্‌স্ ডেমরি সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?

ওয়াটসন বললেন, শুধু এইটুকু জানি যে, অভিজাত সমাজে এ নামটা সকলের মুখে মুখে ফেরে।

হোম্‌স্ বললেন, আমি তার চেয়ে একটু বেশি জানি। হ্যারারফোর্ড উইলের মামলায় তাঁর স্যার জর্জ লুইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে পড়ছে। সুতরাং নিশ্চয়ই আশা করতে পারি কোনো বাজে ব্যাপার এ নয়, অবশ্যই আমাদের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন আছে।

ওয়াটসন বললেন,—কী বললেন? আমাদের সাহায্য? হোম্‌স্ বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্য তুমি যদি রাজি থাকো।

ওয়াটসন তুড়ি মেরে বললেন—রাজী? বলো কি! এতে আমি সম্মানিত বলে মনে করবো।

হোম্‌স্ বললেন,—তাহলে তুমি তো সময়টা জানলে, ৪-৩০ মি.। ব্যস্ আপাতত আমরা আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটেয় বিরাট বপু অভিজাত কর্ণেল স্যার জেমস্, বেকার ষ্ট্রীটের হোম্‌স্-এর বাড়িতে এলেন। ওয়াটসন আগে থেকেই হাজির ছিলেন। সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে স্যার জেমস্ বললেন, অবশ্যই ড. ওয়াটসনকেও এখানে পাব বলে আশা করেছিলাম। তাঁর সাহায্যের একান্তই প্রয়োজন হবে। কারণ এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের কারবার করতে হবে যে মারধোর করতে অভ্যস্ত এবং কোনো কিছুতেই যে বাধা মানে না। বলতে কি, অমন সাঙ্ঘাতিক লোক সারা ইওরোপে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ!

ঈষৎ হেসে হোম্‌স্ বললেন,—অমন উচ্ছ্বসিত বিশেষণ আমি আরও কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে শুনেছি। আপনি বুঝি ধূমপান করেন না? কিছু মনে করনে না যদি আমি পাইপ ধরাই। আপনার এই ব্যক্তি যদি স্বর্গত প্রফেসর মরিয়াটির থেকেও বা জীবিত কর্ণেল মোবানের থেকেও ভয়ঙ্কর হয় তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যোগ্য। নামটা কি জানতে পারি?

স্যার জেমস্ বললেন—ব্যারন গ্রুনারের নাম শুনেছেন?

মানে, অষ্ট্রিয়ার সেই খুনীর কথা বলছেন? হোম্‌স্ বললেন। দস্তানা পরা দু-হাত উঁচু করে কর্ণেল ডেমরি হেসে উঠলেন। বললেন, আপনাকে হারিয়ে দেওয়ার কোনো উপায়ই নেই দেখছি মি. হোম্‌স্। বা. বাঃ চমৎকার, ইতিমধ্যেই আপনি তাঁকে খুনী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন?

হোম্‌স্ বললেন, ইওরোপের দেশ-বিদেশর অপরাধের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করা যে আমার কাজ। প্রাগ-এ যা ঘটেছে সে খবর যারা রাখে, ভদ্রলোকের এ অপরাধ সম্বন্ধে তাদের মনে কি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে? বেঁচে গেলেন নিতান্ত একটা খুঁটিনাটি বিষয়ে, আর একটা সাক্ষীর মৃত্যুর ফলে। গিরিবর্ত্মে ঐ তথাকথিত 'দুর্ঘটনাটা যে আসলে হত্যাকাণ্ড এতে আমি এতোই নিঃসন্দেহ, যেন আমি নিজের চোখে তিনি হত্যা করেছেন দেখেছি। এবং এও

জানি যে, ইংল্যান্ডে তিনি এসেছেন এবং তাঁর এই ধারণা জন্মেছে সে আজই হোক বা কালই হোক আমি তাঁর বিপক্ষে যাব। তা, এখন আবার ব্যারন গ্রুনার কী করলেন? এ সেই পুরোনো দুর্ঘটনারই জের নয় তো?

স্যার জেমস বললেন,—না, তার চেয়েও খারাপ। চোখের সামনে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটতে চলেছে। এবং তার পরিণতি কোন্ দিকে এগোচ্ছে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা, অথচ প্রতিকারের কোনো উপায় নেই—এর চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আর কী হতে পারে?

জেমস বললেন, যাঁর পক্ষ নিয়ে আমি কাজ করছি তাঁর ওপরে আপনার সহানুভূতি আছে তো?

হোম্‌স্ বললেন,—ও, আমি জানতাম না যে আমি অপর কোনো ব্যক্তির তরফ থেকে কথা কইছেন। কে সেই ব্যক্তি?

ও খবরটার জন্য দয়া করে চাপ দেবেন না এখনই—মি. হোম্‌স্। আমি গিয়ে যেন বলতে পারি যে তাঁর অত্যন্ত সম্মানিত নামটি প্রকাশ করা হয়নি—এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এখনই তাঁর নামটি প্রকাশ করতে চান না, এ প্রসঙ্গে বলি মানে এটা না বললেও চলত,—আপনার দক্ষিণার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকনে। অতএব মক্কেল ভদ্রলোকের নামটি বোধ হয় আর প্রয়োজন নেই।

হোম্‌স্ বললেন, আমি দুঃখিত। আমার মামলার একটা দিকই রহস্যে ভরা থাকুক, এই আমি চাই। দুদিকে দুটো রহস্য থাকা ভারী গোলমেলে। মামলাটা আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি, স্যার জেম্‌স্।

এই কথা শুনে জেম্‌স্ হতাশাগ্রস্ত হলেন। বললেন, আপনার এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব আপনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারছেন না, মি. হোম্‌স্। এক মহা ধাঁধাতে আমায় ফেললেন আপনি, কারণ যখন ঘটনাটা শুনবেন নিশ্চয়ই মামলাটা নেবার ব্যাপারে আপনি গর্ববোধ করবেন। কিন্তু তা প্রকাশ না করার ব্যাপারে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেটুকু আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব শুনবেন কি?

হোম্‌স্ বললেন, বেশ কিন্তু মামলাটা যে নেবো এমন কথা আমি দিচ্ছি না।

ঠিক আছে, জেম্‌স্ বললেন, প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, জেনারেল দ্য মার্ভিলের নাম শুনেছেন কি?

খাইবার খ্যাত দ্য মার্ভিলের কথা বলছেন? হোম্‌সের কৌতূহল। হ্যাঁ, শুনেছি।

জেম্‌স্ বললেন, তাঁর একটি মেয়ে আছে নাম ভায়োলেট দ্য মার্ভিল। মহিলাটি তরুণী, ধনী, সুন্দরী, খুবই গুণবতী। এই অপূর্ব সুন্দরী নিষ্পাপ মেয়েটিকে এই শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার করাই আমাদের কাজ।

হোম্‌স্ বললেন, ব্যারন গ্রুনারের বুঝি তাঁর ওপর আকর্ষণ আছে?

জেম্‌স্ বললেন, অত্যন্ত রূপবান এই লোকটির ব্যবহারের মধ্যে যে রহস্য আর রোমাঞ্চের আমেজ আছে—তা যে কোনো মহিলাকে টানার পক্ষে যথেষ্ট। শোনা যায় নারী জাতির ওপর এমনই তাঁর প্রভাব যে তাঁদের নিয়ে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন এবং এই ক্ষমতার সম্পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করে থাকেন।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু মিস্ ভায়োলেট দ্য মার্ভিলের মতো মহিলার সংস্পর্শে তিনি কেমন করে এলেন?

জেম্‌সের উত্তর-ভূমধ্যসাগরে এক ইয়ট নৌকো প্রতিযোগিতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওঁদের আলাপ। দলটি সুনির্বাচিত হলেও সবাই নিজের নিজের ভাড়া দিয়েছিলেন। মিস্ ভায়োলেট-এর সংস্পর্শে এসে তিনি এমনই প্রভাব বিস্তার করেন যে মহিলার হৃদয় জয় করে ফেলেন একেবারে। ভদ্রমহিলা ভালোবাসায় একেবারে ডুবে গেছেন। ব্যারনকে বাদ দিয়ে তিনি আর পৃথিবীর কাউকেই ভাবতে পারছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি শুনতে চাইছেন না। ফলে আগামী মাসেই ওঁদের বিয়ে হচ্ছে। আরও মুস্কিল, তিনি সাবালিকা এবং লৌহকঠিন তাঁর

সিদ্ধান্ত। কিছুতেই তাঁকে বিরত করা যাচ্ছে না।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—অস্ট্রিয়ার ব্যাপারটা জানেন তিনি?

জেম্‌স্‌ হতাশা মিশ্রিতস্বরে বললেন, অতীত জীবনের সমস্ত কেলেঙ্কারির কথা ধূর্ত শয়তান তাঁকে শুনিয়েছেন, কিন্তু এমনি কৌশলে শুনিয়েছেন যাতে মনে হয় আসলে তিনি নিষ্পাপ বরং আত্মোৎসর্গই করে এসেছেন। এবং তাঁর এই কাহিনী ভদ্রমহিলা সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন। মহিলার বাবা দ্য মার্ভিল ভদ্রলোক ভগ্নস্বাস্থ্য। অমন বলিষ্ঠ সৈনিকটি এই ঘটনার পরে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কঠিন স্নায়ুর পরিচয় দিয়ে এসেছেন, কিন্তু এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন, কাঁপতে থাকেন থেকে থেকে।

অস্ট্রিয়ার অমন বলিষ্ঠ বিচক্ষণ শয়তানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি তাঁর নেই। আমার মক্কেল ভদ্রলোক তাঁর পুরোনো বন্ধু, বহু বছর থেকেই তাদের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব। ফ্রক পরা অবস্থা থেকেই মহিলাটিকে আমার মক্কেল জানেন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগটা তাঁর মতলব মতোই। এবং আগেই বলেছি, কোনোমতেই তাঁর নামটি এই মামলার সঙ্গে জড়িত থাকবে না।

হোমস রাজি হলেন মামলাটা নিতে। এবং ভদ্রলোকের ঠিকানা ও ব্যক্তিগত টেলিফোন নম্বর জিজ্ঞাসা করে ডায়েরিতে লিখে রাখলেন। ব্যারনের বর্তমান ঠিকানাটাও জেনে নিলেন। কিংস্টনের নিকটবর্তী ভার্নন লজ-এ তিনি থাকেন। বিরাট বাড়ি। কী একটা ব্যবসায় তাঁর কপাল খুলে যায়—ব্যবসাটা খুব যে পরিষ্কার তা নয়। এবং প্রচুর টাকার মালিক হওয়ায় তিনি শত্রু হিসেবে আরও মারাত্মক হয়ে উঠেছেন।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—এতোক্ষণ যা যা বললেন এর বেশি কি আর কোনো খবর আপনি দিতে পারেন?

জেমস বললেন—খুব খরচে মানুষ তিনি। ঘোড়ার ব্যাপারে উৎসাহ আছে। কিছুকাল হার্লিংহ্যামে পোলো খেলেছিলেন, কিন্তু তারপর প্রাগের ব্যাপারটা চাউর হয়ে পড়ার ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বই আর ছবি সংগ্রহের নেশাও তাঁর আছে। ললিত কলার প্রতি প্রচুর আকর্ষণ তাঁর এবং চীনদেশের মৃৎশিল্প সম্বন্ধে তাঁকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যেতে পারে। ও বিষয়ে তাঁর লেখা একটা বইও আছে।

স্যাব জেম্‌স্‌ চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ওয়াটসনকে হোম্‌স্‌ বললেন, বলো ওয়াটসন, কী মনে হয় তোমার?

ওয়াটসন বললেন,—তোমার ভদ্রমহিলাটির সঙ্গে দেখা করা উচিত! হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন, ওয়াটসন, তাঁর অসুস্থ পিতা পর্যন্ত যখন তাঁকে বুঝিয়ে কিছু করতে পারেন নি তখন কি আর আমার মতো এক অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব? তবে আমার মনে হয় আমাদের এখন এক সম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়ে কাজে নামা উচিত। এ ব্যাপারে মিনওয়েল জনসন বেশ কাজে আসবে।

এ প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখা ভালো এই যে এই শিনওয়েল জনসন প্রথমমে বিখ্যাত হয় এক ভয়ঙ্কর শয়তান হিসেবে এবং দুবার তাকে পার্কহার্স্টে জেল খাটকে হয়। শেষপর্যন্ত তার মধ্যে অনুতাপ আসে, হোমসের সান্নিধ্যে আসে সে। লন্ডনের সুবিশাল অপরাধ জগতে সে হোম্‌সের প্রতিনিধি হয়ে এমন অনেক সংবাদ সংগ্রহ করে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশের গোয়েন্দা বলে সে নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতো। দু-দুবার জেল খাটার ফলে যে জৌলুস তার মধ্যে এসেছিল তার বলে যে কোনো জুয়ার আড্ডায় তার স্বচ্ছন্দ গতি ছিল। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সজাগ মগজের জন্যে সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে সে হয়ে উঠেছিল আদর্শস্থানীয়। শার্লক হোম্‌স্‌ তাই ঠিক করলেন তার সাহায্য নেবেন।

যথাসময়ে শিনওয়েল রিপোর্ট নিয়ে এলেন। বিরাট বপু, লালমুখো, স্কার্ভি রোগে ভোগা চেহারার, লোক, উজ্জ্বল কালো দুচোখ ছাড়া চাতুর্যের কোনো পরিচয় তার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তার পাশে যে তরুণীটিকে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, একহারা চেহারার মেয়েটি

যেন অগ্নিশিখা। তরুণীটির দিকে তাকিয়ে বেশ বোঝা যায়, কয়েক বছরের ভয়ঙ্কর পাপীর জীবন আর দুঃখভোগ তাদের কুৎসিত ছাপ তার ওপর রেখে গেছে! মোটা গদার মতো হাত দিয়ে তাকে নির্দেশ করে শিনওয়েল জনসন বললো, এই হলো মিস্ কিটি উইন্টার। আমি বলার আগে ওর মুখেই ওর কথা শুনুন। আপনার কাছে খবর পাওয়ার এক ঘন্টার মধ্যেই ওর সন্ধান পেয়েছি।

তরুণীটি বলল,—আমায় পাওয়া আর কঠিন কী। লন্ডনের নরকে গেলেই আমায় পাওয়া যাবে। পোর্কি শিনওয়েল-এরও লন্ডনের নরকে গেলেই আমায় পাওয়া যাবে। পোর্কি শিনওয়েল—এরও ঐ একই ঠিকানা। তুমি আর আমি তো পুরোনো সাঙাৎ, পোর্কি। কিন্তু আরও একটা লোক আছে যার স্থান হওয়া উচিত অধঃপতনের আরও নিচের ধাপে। পৃথিবীতে যদি সুবিচার বলে কোনো বস্তু থাকে, আর—সে হল সেই লোক, যাকে আপনি খুঁজছেন।

মৃদু হেসে হোম্‌স্ বললেন,—মিস্ উইন্টার, আমরা দেখছি আপনার শুভেচ্ছা পেতে চলেছি।

উত্তেজনার আতিশয্যে মেয়েটি ভয়ঙ্কর ভাবে বলে উঠল—ওকে ওর উপযুক্ত জায়গায় পাঠাবার জন্যে আপনি যা বলবেন, তাই করবো হোম্‌স্। সাদা শক্ত মুখে আর জ্বলন্ত দুচোখে যে ঘৃণা ফুটে উঠল তা প্রকাশ করা পুরুষের পক্ষে অসম্ভব, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব হতে পারে। ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে করতে মিস্ উইন্টার বলল—আমার অতীত ঘটনার মধ্যে আপনাকে যেতে হবে না মি. হোম্‌স্। শুধু জানবে আমার এই অবস্থার জন্যে দায়ী অ্যাডেলবার্ট গ্রুনার। কোনো রকমে যদি তাকে টেনে নামাতে পারি! দাঁত চিবিয়ে বলল,—আমার মতো অসংখ্য মেয়েকে যে গর্তে সে নামিয়েছে, যদি তাকে নামাতে পারি সেখানে—

হোমস বললেন, ব্যাপারটা কী আপনি তা শুনেছেন তো?

পোর্কি শিনওয়েল আমায় বলছিল এবার সে আর একটি মেয়ের পিছু নিয়েছে, এবার আবার বিয়ে করতে চায় তাকে। এবং সেই বিয়ে আপনি বন্ধ করতে চান।

হোম্‌স্ বললেন—মেয়েটির বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। প্রেমে সে পাগল। লোকটি সম্বন্ধে সমস্ত কিছুই শুনেছে সে। কিন্তু কোনো কিছুই গ্রাহ্য করে না।

মিস্ উইন্টার বলল—খুনের কথাটা শুনেছে?

হ্যাঁ, হোমস ছোট্ট করে বললেন।

বলেন, কি—সমস্তটাই সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিচ্ছে? উন্টারের প্রশ্ন—বোকাটার চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ দেখিয়ে দিতে পারেন না? হোম্‌স্ আগ্রহ নিয়ে বললেন—এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য পেতে পারি?

মিস্ উইন্টার জ্বলে উঠে বলল—কেন, আমি নিজেই কি একটা প্রমাণ নই? যদি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলি আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার সে করেছে।

হোম্‌স আশান্বিত হয়ে বললেন—করবেন? করবেন তা?

নিশ্চয়ই। মিস্ উইন্টার অতীত ঘটনায় ফিরে গিয়ে নরম স্বরে বলল,—আমি তখন ভালোবাসতাম ওকে। ও যা কিছু করত সব কিছুতেই আমার সায় ছিল, ঠিক যেমন এই বোকা মেয়েটির ব্যাপারে এখন হচ্ছে। সত্যি বলতে কী, কেবল একটা জিনিসে আমার ভারী অস্বস্তি হত। কিন্তু ও বিষাক্ত মিথ্যা কথা দিয়ে অত্যন্ত মোলায়েম করে এমনভাবে বুঝিয়ে দিতো যে তাও বিশ্বাস করেছিলাম আমি, নতুবা সেইদিন রাত্রেই আমি এর সংস্পর্শ ছেড়ে দিতাম। এ হলো ওর একটা নোটবুক। বইটা বাদামী চামড়ায় এমনভাবে বাঁধানো যাতে চাবি বন্ধ করা যায়। সেটার মলাটের ওপর তার দুই বাহু সোনা অক্ষরে আঁকা। সে রাতে হয়তো ও নেশা করে থাকবে, না হলে, নিশ্চয়ই সেটা ও আমাকে দেখাতো না।

হোম্‌সের প্রশ্ন—কী সেটা?

উইন্টার বলল—জানেন, মি. হোম্‌স্‌, লোকটা মেয়ে সংগ্রহ করে, আর সেই সংগ্রহ নিয়ে বড়াই করে বেড়ায়। যেভাবে মানুষ পোকামাকড় আর প্রজাপতি সংগ্রহ করে থাকে, সেইরকম ভাবে ও মেয়ে সংগ্রহ করে।

সেইসব কীর্তির উল্লেখ আছে তার ঐ বইতে—তাদের ফটো, নাম, ধাম, খুঁটিনাটি বিষয়, তাদের সম্বন্ধে সমস্ত কিছু—

হোমস উত্তেজনায় টান টান হয়ে বললেন—কোথায় আছে সেটা? উইন্টার উত্তর কোথায় আছে তা আমি কেমন করে বলবো? এক বছরেরও বেশিদিন হল আমি ওকে ছেড়ে এসেছি। তবে, তখন কোথায় থাকতো, তা আমি জানি। অনেক ব্যাপারেই সে ছিল খুব পরিপাটি আর গোছালো, তাই হয়তো এখনও সেটা ভিতরের পড়বার ঘরের তাকের সেই খোপটার মধ্যেই আছে। চেনেন ওর বাড়ি?

হোম্‌স্‌ বললেন—তার পড়ার ঘরে আমি গিয়েছি।

মিস্‌ উইন্টার তারিফ করে বলল—তাই নাকি? দারুণ চটপট কাজে লেগেছেন দেখছি। মনে হচ্ছে বোধহয় এবার সে তার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ পেয়েছে। বাইরের পড়বার ঘরটায় আছে একটা চিনামাটির পাত্র—দুই জানলার মাঝখানের বড় কাঁচের আলমারির মধ্যে। আর তার ডেস্কের পেছনের দরোজাটা দিয়ে যেতে হয় ভিতরের বসবার ঘরটায়। ছোটঘর সেটা, সেখানেই সে তার কাগজপত্র সব রাখে।

ঠিক আছে। হোম্‌স্‌ মিস্‌ উইন্টারকে বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলা পাঁচটা নাগাদ যদি আপনি এখানে আসেন তো ভালো হয় ইতিমধ্যে আমি ভেবে দেখছি যদি ঐ ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা যায়। আপনি যে সাহায্য করতে চাইছেন তার জন্যে আপনাকে অসংখ্য আগাম ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। বলা বাহুল্য যে, যাঁদের হয়ে আমি কাজ করছি ভালো পয়সাই তাঁরা দেবেন।

না, না মি. হোম্‌স্‌! চেঁচিয়ে উঠল উইন্টার, টাকার জন্য মোটেই আমি আসি নি। লোকটাকে যদি কাদার মধ্যে নামাতে পারি তাহলেই আমার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। সেই কাদামাখা মুখটা আমি জুতো দিয়ে মাড়াব আর সেটাই হবে আমার পুরস্কার। যে কোনোদিন, যে কোনো সময় ওর পিছু লাগতে হলে সব সময়েই আমি প্রস্তুত। আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে এই গোর্কির কাছ থেকেই তা জেনে নেবেন আপনি।

নির্দিষ্ট দিনে মিস্‌ উইন্টারকে নিয়ে হোম্‌স, ওয়াটসনসহ ১০৪নং বার্কেলে স্কোয়ারের সেই প্রাক্তন সৈনিকটির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়।

হলুদ পর্দা লাগানো একটা চওড়া বসবার ঘরে একজন ভৃত্য পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে হোম্‌স্‌দের বসালো। ভদ্রমহিলা সেখানে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। অত্যন্ত গম্ভীর, ফ্যাকাসে ভদ্রমহিলা। স্ব-নির্ভর, পর্বত চূড়ায় তুষারের মতোই অনড় আর সুন্দর বলে তাঁকে মনে হল।

হোম্‌স্‌দের আসার উদ্দেশ্য তিনি অবশ্যই জানতেন—শয়তানটা আমাদের সম্বন্ধে তাঁর মন বিষিয়ে দেবার সুযোগ ছাড়ে নি। তবে, মিস্‌ উইন্টারকে দেখে যেন আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি, কারণ এমন ভঙ্গিতে তিনি আমাদের দুজনকে দুটো চেয়ার দেখিয়েছিলেন, যেন কোনো মঠাধ্যক্ষার সঙ্গে দুজন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারী দেখা করতে এসেছে।

কোনো গিরিগুহার থেকে যেন আওয়াজটা আসছে এইভাবে তিনি বললেন, আপনার নাম তো আমার পরিচিত। আর আপনি এসেছেন আমার ভাবী স্বামী ব্যারন গ্রুণার সম্বন্ধে আমার মন বিষিয়ে দিতে। শুধু বাবার অনুরোধেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করছি। আগে থেকে আপনাকে বলে রাখি, যাই আপনি বলুন আমার ওপর তার কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না।

তবুও ভয়ানক পরিণতির কথা নানাভাবে ওঁকে বললেন হোম্‌স,—পরিস্থিতির লজ্জা, ভয়, যন্ত্রণা, হতাশা—সবকিছু। এতো উত্তাপের কথাগুলো কিন্তু তাঁর গজদন্ত শুভ্র কপোলে তাঁর

অন্যমনস্ক দুচোখে আবেগের রেখামাত্র সহ্য আর করতে পারল না। হোম্‌স্ বুঝতে পারল তিনি ভাবাবেগের স্বপ্নে বিভোর, এ পৃথিবীর যেন নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার কথার মধ্যে অনিশ্চয়তার কোনো আভাস পাওয়া গেল না।

সব শোনবার পর ভদ্রমহিলা বললেন, ধৈর্যের সঙ্গেই আমি আপনার কথা শুনলাম মি. হোম্‌স্। এবং তবুও তার প্রভাব আমার ওপর যেমনটি ছিল ঠিক তেমনই রয়েছে। জানতাম আমার বাগদত্ত অ্যাডেলবার্টে ব্যারনের প্রবুর ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে জীবন কেটেছে, এবং ফলে সে প্রচুর ঘৃণা কুড়িয়েছে, অন্যায়ভাবে অনেক অপরাধের অভিযোগ তার ওপর পড়েছে। যাঁরা তার নামে মিথ্যা অপবাদ, নিন্দা আমায় শুনিয়েছেন আপনি হলেন তাদের মধ্যে সর্বশেষ। হয়তো আপনি যা যা বললেন তা আমার ভালোর জন্যেই বলেছেন, যদিও আপনি এ জন্যে পয়সা পাচ্ছেন এবং তার জন্যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন। তা যাই হোক্ আমার শেষ কথা হলো আমি তাকে ভালোবাসি আর সেও আমাকে ভালোবাসে। যদি বা তার কখনো মহৎ হৃদয়ের কোনো ব্যাপারে পতন হয়ে থাকে, হয়তো আমি এসেছি বিশেষ করে আবার তাকে তার উপযুক্ত উচ্চপর্যায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। ঠিক বুঝতে পারছি না'—হঠাৎ হোম্‌স্-এর সঙ্গের তরুণীটির দিকে ফিরে বললেন—কে এই তরুণী?

হোম্‌স্ পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল মিস্ উইন্টারের সঙ্গে। কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে ঘূর্ণি বাতাসের মতো চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে সক্রোধে গর্জন করে মিস্ উইন্টার বলে উঠল—আমি ওর জীবনের শেষ রমণী। এমনি শতাধিক নারীর একজন আমি যাদের সে লোভ দেখিয়েছে, ভোগ করেছে, আর শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ করে আবর্জনার গাদায় ফেলে দিয়েছে। ঠিক যেমনটি আপনাকেও করবে। সেই আবর্জনা আপনার কাছে কবর হয়ে উঠবে। এবং তা যদি হয় সেটাই আপনার পক্ষে মঙ্গল হবে। বোকা মেয়ে। আমি বলছি, ওকে বিয়ে করলে তখন আর মৃত্যু ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না আপনার। আপনি বাঁচুন মরুন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। বলছি তাকে ঘৃণা করি বলে, সে আমার যা ক্ষতি করেছে তার ওপর প্রতিশোধ নেবো বলে।

মিস দ্য মার্ভিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এসব বিষয় নিয়ে আমি আর কোনো আলোচনা করতে চাই না। আমার শেষ কথা এই, আমার ভাবী স্বামী জীবনে তিনবার মতলববাজ স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে বিপথে গিয়েছিলেন এবং তার জন্যে তিনি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত।

কী? কী বললেন তিনবার? প্রচণ্ড চিৎকার করে তরুণী মিস্ উইন্টার বলে উঠল—নির্বোধ, অত্যন্ত নির্বোধ আপনি!

বরফগলা গলায় এর উত্তরে মিস্ দ্য মার্ভিল বললেন—সাক্ষাৎকারটা এখানেই শেষ হোক্ মি. হোম্‌স্। বাবার কথায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি করি নি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই উন্মাদ মহিলাটির প্রলাপ আমায় শুনতে হবে!

একটা শপথ করে মিস্ উইন্টার তীরের বেগে তাঁর দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল এবং যদি ওয়াটসন তার হাত না ধরে ফেলতেন তাহলে নির্ঘাত সে এই অসহ্য মেয়েটির চুল ধরে টানত। টানতে টানতে তাকে ওয়াটসন দরোজার দিকে নিয়ে গেলেন। ফলে কোনো কেলেঙ্কারি হলো না। গাড়িতে তোলা হলো তাকে। কারণ ক্রোধে সে একেবারে পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল।

সবাই মিলে তরুণীটিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর তরফ থেকে ওরা যেরকম নিরুত্তাপ উদাসীনতা আর আত্মতুষ্টির পরিচয় পেলেন তা অত্যন্ত বিরক্তিকর। ওরা বিরক্ত হয়ে চলে এলেন।

দু-দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেল। ওয়াটসন দেখলেন,—গ্রান্ড হোটেল আর চেয়ারিং ক্রস স্টেশনের মাঝামাঝি একটা জায়গা—হ্যাঁ স্পষ্ট মনে পড়ছে ওয়াটসনের—একজন একপেয়ে মানুষ সেখানে সান্ধ্য কাগজে হলদের ওপর কালো হরফে লেখা সেই ভয়ঙ্কর খবরটা—বড়ো

বড়ো টাইপে ছাপা "শার্লক হোমসের ওপর মারাত্মক আক্রমণ"। কয়েক মুহূর্তের জন্যে হয়তো ওয়াটসন অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর যেন মনে হচ্ছে একটা কাগজ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তিনি আর তারপরেই পয়সা দেয়নি বলে ধমক কেয়েছিলেন কাগজওয়ালার কাছে আর তারপর একটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন সেই ভয়ঙ্কর খবরটা। সেটা হল—

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানা গেছে যে বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. শার্লক হোম্‌স্‌কে আজ দিনের বেলায় এক মারাত্মক আক্রমণের খোরাক হতে হয় এবং ফলে তার অবস্থা খারাপের দিকে যায়। সঠিক কোনো বিবরণ আমাদের হাতে আসেনি। তব মনে হয়, সেটা সংঘটিত হয়েছিল বেলা বারোটা নাগাদ, রিজেন্ট স্ট্রিটের কাফে রয়্যাল-এর সামনে। আক্রমণটা করে লাঠি হাতে দুইজন লোক। চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে তাঁর অনুরোধে তাঁর বেকার স্ট্রিটেই বাড়িতে। আঁততায়ীরা বেশ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল—লোকজনদের এড়িয়ে তারা পালিয়ে যায় কাফে রয়্যাল-এর ভিতর দিয়ে পেছনের গ্লাস হাউস স্ট্রিট দিয়ে। নিশ্চয় তারা সেই অপরাধী দলের—শার্লক হোম্‌সের পরে যার রাগ ছিল।

লেখাটা পড়ে নিয়েই ওয়াটসন একটা গাড়ি ধরে চললেন বেকার স্ট্রিটের পথে। বিখ্যাত সার্জন স্যার লেসলি ওকশটকে হলঘরে দেখলেন। তাঁর ক্রহাম গাড়ি তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে।

তাঁর রিপোর্ট হল, ঠিক এই মুহূর্তে কোনো ভয় নেই। মাথার খুলিতে দুটো গভীর ক্ষত, আর প্রচুর আঘাতের চিহ্ন। অনেকগুলো সেলাইয়ের প্রয়োজন হয়েছে। মর্ফিন দেওয়া হয়েছে, সুতরাং শান্তভাবে থাকা দরকার। তবে কয়েক-মিনিটের জন্যে সাক্ষাৎকারের অনুমতি নিয়ে ওয়াটসন অন্ধকার ঘরটায় প্রবেশ করলেন। রোগী ছিল সম্পূর্ণ সজাগ। ধরা ধরা গলায় ফ্যাস্‌ ফ্যাসে আওয়াজে ওয়াটসনের নাম উচ্চারিত হতে শোনা গেল। পাশে বসে মাথা নিচু করে রইলেন ওয়াটসন।

তাঁকে দেখে হোমস বিড়বিড় করে দুর্বল গলায় বললেন,—অতো ঘাবড়াবার কিছু নেই। ততোটা সাংঘাতিক কিছু নয় যতোটা ভাবছ, ওয়াটসন বললেন,—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এর জন্যে।

হোম্‌স্‌ বললেন, তুমি তো জানোই লাঠি নিয়ে লড়াইতে আমি বিশেষজ্ঞ। ওর আঘাত বেশিরভাগই আমি প্রতিহত করেছি। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় লোকটাকে সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ড. ওয়াটসন নিরুপায় হয়ে ভগ্নস্বরে বললেন—এখন আমি কী করি বলোতো? সেই শয়তানটাই ওদের পাঠিয়ে ছিল। তোমার কথা পেলে আমি গিয়ে ওর চামড়া ছাড়িয়ে নেব হোম্‌স্‌।

হোম্‌স্‌ কম্পিতস্বরে বললেন উহুঁ, এখন নয়। কিছুই আমরা এখন করতে পারবো না—যতোদিন পর্যন্ত না পুলিশ কিছু করছে। দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আমাদের প্রথম কাজই এখন হবে আমার আঘাতটাকে খুব মারাত্মক বলে প্রচার করা। খবর নিতে তোমার কাছে আসবে ওরা। খুব বাড়িয়ে বলবে ওয়াটসন, বলবে,—এ সপ্তাহটা আমি টিকে যাব কি না যথেষ্ট সন্দেহ। মগজে প্রচুর আঘাত, ভুল বকছি, যা খুশি বলতে পারো। যতো খুশি বাড়িয়ে বলবে, কোনো অসুবিধা নেই।

ওয়াটসন বললেন, স্যার লেসলি ওকশট কী বলবেন?

হোম্‌স্‌ উত্তর দিলেন, ও, সে ঠিক আছে, তিনিও যাতে সবচেয়ে খারাপ যা রিপোর্ট সম্ভব তাই যেন দেন—সে রকম ব্যবস্থা করব।

ওয়াটসন বললেন, আর কিছু বলবে?

হ্যাঁ। হোম্‌স্‌ বললেন, শিনওয়েল জনসনকে বলবে যেন সে মেয়েটিকে আগলে রাখে, কারণ এবার সেইই হবে আক্রমণের লক্ষ। ইতিমধ্যে ওরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে যে, এ মামলায়

সেও আমার সঙ্গে আছে। একাজটা অত্যন্ত জরুরি। আজই এটা করবে।

ওয়াটসন বললেন, বেশ এক্ষুনি যাচ্ছি। আর কী করতে হবে বলো।

আমার পাইপটা ওই টেবিলের ওপর রাখো। আর তামাক। ব্যাস ঠিক আছে। রোজ সকালে এসো, লড়াইয়ের পরিকল্পনা স্থির করা যাবে।

ওয়াটসন সেদিনই সন্ধ্যায় জনসনের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করলেন যাতে মিস্ উইন্টারকে শহরতলির কোনো নিভৃত অঞ্চলে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং যতোদিন না বিপদ কেটে যাচ্ছে ততোদিন সে যেন চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে থাকে সেখানে।

পুরো ছয়দিন ধরে জনসাধারণ জানলো যে শার্লক হোমস মৃত্যুর দ্বারদেশে। খবর যা প্রকাশিত হতে লাগলো তা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর, তাঁর সম্বন্ধে ভয়ানক দুঃসংবাদ ছাপা হলো কদিন ধরে।

এদিকে ওয়াটসন ঘন ঘন দেখা করে জানলেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য, অদম্য মনের জোরের ফলে তাঁর উন্নতি অতি দ্রুত হতে লাগলো। গোপনীয়তার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। যার ফলে অনেক নাটকীয় ব্যাপার ঘটল যা ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর পক্ষেও আন্দাজ করা সম্ভব হয়নি। এর উদ্দেশ্য ঠিক কী হতে পারে?

সাতদিনের দিন সেলাই কেটে দেয়া হল। যদিও কাগজে প্রকাশ পেল যে তাঁর ইরিসিপেলাস হয়েছে। আর সান্ধ্য পত্রিকায় এটা ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছিল যেটা অসুস্থতা সত্ত্বেও ওয়াটসন হোম্‌স্‌কে দিতে বাধ্য হলেন, সেটা হল, কুনার্ড বোর্ড রুরিটানিয়া শুক্রবার লিভারপুল থেকে ছাড়ছে। তার যাত্রীদের মধ্যে ব্যারন অ্যাডেলবার্টে গ্রুনার একজন। মিস্ ভায়োলেট দ্য মার্ভিলের সঙ্গে বিয়ের আগে কিছু বিষয় সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন তিনি। মিস্ মার্ভিল হলেন একমাত্র কন্যা,—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় বিচলিত না হয়ে, ফ্যাকাসে, একাগ্র চোখে হোম্‌স শুনলেন খবরটা। ওয়াটসন বুঝলেন খবরটায় প্রচুর আঘাত পেয়েছেন হোম্‌স্‌। ভগ্নস্বরে বললেন, কী বললেন শুক্রবার? তিনটে দিন মাত্র? মনে হয় শয়তানটা বিপদ এড়াবার জন্যেই এই ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু তা সে পারবে না, পারবে না, ওয়াটসন। এবার তোমাকে আমার হয়ে একটা কাজ করতে হবে।

ওয়াটসন বললেন, রাজি আছি। বলো, কী করতে হবে। হোম্‌স্‌ গম্ভীর স্বরে বললেন,—পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা তুমি চীনদেশের শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীরভাবে পড়াশুনো করে কাটাবে।

এর কোনো উদ্দেশ্যে হোম্‌স্‌ ওয়াটসনকে জানালেন না। ওয়াটসনও এর কারণ জিজ্ঞাসা করেনি। বিনা প্রশ্নে ওঁর কথামতো কাজ করা, এ অভ্যাস ওয়াটসনের হয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে। কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে বেকার স্ট্রিট দিয়ে এই চিন্তা করতে করতে ওয়াটসন চলছেন। এহেন অদ্ভুত আদেশ তিনি কেমন করে পালন করবেন। শেষ পর্যন্ত সেন্ট জেম্‌স্‌ স্কোয়ারের লণ্ডন লাইব্রেরিতে গেলেন। সহ-লাইব্রেরিয়ান রক্ষ লোমাক্সকে ব্যাপারটা খুলে বলে বেশ একটা বড়-সড় বই বগল দাবা করে বাড়ি ফিরে এলেন ওয়াটসন। বাড়ি ফিরে সমস্ত সন্ধ্যে সমস্ত রাতটা, আর বিশ্রামের জন্যে সামান্য সময় বাদে পরদিন সমস্ত সকালটা ওয়াটসন শুধু প্রচুর নাম মুখস্থ করে চললেন। তারপর সুবিখ্যাত বিশেষজ্ঞদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্বন্ধে, কালবৃত্ত, তারিখ রহস্য সম্বন্ধে, হুং-উ-র চিহ্ন আর ইউং লো-র সৌন্দর্য, তাং-ই ইং-এর লেখন আর সুং ও য়ুয়ান সাম্র্যাজ্যের আদিম যুগের গৌরব সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করলেন ওয়াটসন।

পরদিন সন্ধ্যায় ইজিচেয়ারে হেলান দেওয়া মাথায় প্রচুর ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় হোম্‌সের কাছে ওয়াটসন পৌঁছোলে হোম্‌স্‌ হাসতে হাসতে মাস্টারমশাইয়ের মতো বললেন—পড়াশুনা ঠিকভাবে করেছো তো? ওয়াটসনের ঘাড় নাড়া দেখে বললেন, বেশ, বেশ। এ বিষয়ে দিব্যি

বিজ্ঞের মতো কথাবার্তা কইতে পারবে?

ওয়াটসন বললেন, পারব বলেই মনে হচ্ছে।

বেশ, বেশ! হোম্‌স্‌ বললেন—তাহলে ওই কোণার তাকের ওপর থেকে এই ছোট বাক্সটা আমায় দাও দেখি।

ওয়াটসন বাক্সটা এনে দিতে হোম্‌স্‌ বাক্সটার ঢাকনা খুলে প্রাচ্যদেশীয় রেশমে মোড়া একটি ছোট্ট বস্তু খুব যত্ন করে তুলে নিলেন। সেটা খুলতে ঘন নীল রঙের একটা অপূর্ব বস্তু দেখা গেল। তিনি ওয়াটসনকে বললেন, খুব সাবধানে রাখবে, এটি মিং রাজবংশের। আসল ডিমের খোসা দিয়ে এটা তৈরি। ক্রিস্টির হাত দিয়ে যতো জিনিস এসেছে সেগুলোর মধ্যেও এর চেয়ে সুন্দর বস্তু আর নেই। এর একটা পুরো সেটের দাম এক রাজার মুক্তিপণ—এর সমান। বলতে কি, পিকিং-এর রাজপ্রাসাদ ছাড়া আর কোথাও একটা পুরো সেট আছে কি না সন্দেহ। সত্যিকারের যে কোনো সমঝদারকে পাগল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

ওয়াটসন বললেন, তা, এটা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে? একটা কার্ড হোম্‌স্‌, ওয়াটসনকে দিলেন। তাতে ছাপার হরফে লেখা—ড. হিল বার্টন ৩৬৯, হাফ মুন স্ট্রিট। বললেন, এটা হলো তোমার নাম। আজকের সন্ধ্যেবেলার জন্যে। ব্যারন গ্রুণারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে তুমি। তাঁর অভ্যাস সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমার আছে। সাড়ে আটটা নাগাদ খুব সম্ভব তাঁর কোনো কাজ থাকবে না। আগে থেকে একটা স্লিপ দিয়ে জানিয়ে দেবে তুমি দেখা করতে চাও। বলবে মি. সাম্রাজ্যের সময়কার চিনামাটির এক অপূর্ব সেটের একটা নমুনা তাঁকে দেখাতে চাও। ডাক্তারের পরিচয় নিয়ে যাওয়াই তোমার পক্ষে ভালো, কারণ সে ভূমিকা সহজেই পালন করতে পারবে। দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করাই তোমার কাজ, তাই এটা যখন তোমার হাতে এলো, এ বিষয়ে ব্যারনের কৌতূহলের কথা জেনে তাঁকে দেখাতে এসেছো এবং ভালো দাম পেলে তোমার এ বস্তু বিক্রি করতেও আপত্তি নেই।

ওয়াটসন বললেন—দামটা কতো বলব?

হোম্‌স্‌ উৎসাহ নিয়ে বললেন—ভালো কথা জিজ্ঞাসা করলে ওয়াটসন। যে জিনিস বিক্রি করতে চলেছো তার দাম সম্বন্ধে যদি তোমার কোনো ধারণা না থাকে তো খুব অসুবিধেয় পড়বে তুমি। স্যার জেমসের কাছ থেকে আমি এটা পাই, আর তিনি পান তাঁর এক মক্কেলের কাছ থেকে। যদি বলো জগতে এর তুলনা নেই তাহলেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না।

বলব কী তাহলে, যে কোনো বিশেষজ্ঞকে দিয়ে এর দাম স্থির করিয়ে নেয়া যেতে পারে? —ওয়াটসন বললেন।

চমৎকার ওয়াটসন, হোমস বললেন—তোমার মাথা আজ দারুণ খুলে গেছে দেখছি। ক্রিস্টি বা সোথবির নামও করতে পারো। বলবে এ ব্যাপারে কোনো দাম বলতে তোমার সংকোচ বোধ হচ্ছে।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু যদি উনি দেখা করতে রাজি না হন?

হোম্‌স্‌ বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই রাজি হবেন, সংগ্রহের নেশা ওঁর মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, বিশেষ করে এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ওঁর স্বীকৃতি আছে। চলো ওয়াটসন, চিঠিটা কী লিখবে আমি বলে দিচ্ছি। কোনো উত্তরের প্রয়োজন নেই, শুধু জানাবে তুমি দেখা করতে চাও, এবং কী উদ্দেশ্যে।

চিঠিটা হল চমৎকার। সংক্ষিপ্ত, বিনয়নম্র, সমঝদারের কৌতূহল জাগ্রত করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এক পত্রবাহককে দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম সেটা। আর সন্ধ্যার দিকে মূল্যবান বস্তুটি সঙ্গে করে ড. হিল বার্টনের কার্ড পকেটে নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন ওয়াটসন।

ব্যারন গ্রুণারের বাড়ি আর তৎসংলগ্ন জমি দেখে স্যার জেম্‌সের কথায় সন্দেহ করা সম্ভব হলো না। তিনি বলেছিলেন অত্যন্ত বিত্তশালী এই ব্যারন। দীর্ঘ বাঁকা পথটার দুদিকে দুষ্প্রাপ্য কতো চারা গাছ। পথটা গিয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে একটা কাঁকর বিছানো চত্বরে পড়ল, প্রচুর মূর্তি দিয়ে

অলংকৃত।সোনার ব্যবসা যখন খুব লাভের ছিল, এক দক্ষিণ আফ্রিকার ধনকুবের তৈরী করেন এটা। বাড়িটা দীর্ঘ, কোণায় কোণায় একটা করে বুরুজ। স্থাপত্যের দিক দিয়ে গোলোক ধাঁধার মতো হলেও আকার আর গঠন অত্যন্ত মজবুত ও জমকালো। প্রাচীন ভৃত্যটি ওয়াটসনকে ভিতরে নিয়ে গেল—এমনই তার পোষাক আর হাবভাব যে একদল বিশপের মধ্যেও সে বেমানান হত না। আর এক সুসজ্জিত ভৃত্যের হাতে সঁপে দিতে, সে ওয়াটসনকে নিয়ে গেল ব্যারনের কাছে।

দুই জানলার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খোলা আলমারি, সেই আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এই আলমারিটায় ছিল তাঁর চীন দেশীয় সংগ্রহের কিছু নমুনা। ওয়াটসন প্রবেশ করতে তিনি ফিরলেন, তাঁর হাতে বাদামি রং-এর ছোটো একটা পাত্র।

ব্যারন বললেন, বসুন ডাক্তার সাহেব। আমি আমার রত্নরাজির ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম এর ওপরে আ কিছু সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না। এইা যে ছোট তাং যুগেড় নমুনাটি, এটি সপ্তম শতাব্দীর এটি হয়তো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমি বলতে পারি এর চেয়ে চমৎকার কারুকাজে বা এর চেয়ে ঝলমলে জিনিস আপনি এ পর্যন্ত চোখে দেখেন নি। যে মিং যুগেড়র বস্তুটির কথা লিখেছেন, এনেছেন নাকি সেটা?

ওয়াটসন সযত্নে খুলে সেটা ওঁর হাতে দিলেন। ডেস্কের সামনে বসে তিনি বাড়িয়ে দিলেন বাতিটা, কারণ অন্ধকার হয়ে আসছিল। তারপর পরীক্ষায় বসলেন। বাতিটার হলদে আলো তখন এসে তাঁর মুখে পড়লো, ভালো করে তাঁকে লক্ষ্য করার সময় পেলাম তখন। সত্যিই অত্যন্ত সুপুরুষ তিনি। সারা ইউরোপ ব্যাপী সুপুরুষ বলে তাঁর যে খ্যাতি তা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য। আকারে তিনি মাঝারি, কিন্তু শরীরের রেখাগুলো সবই অত্যন্ত কমনীয়। মুখের রং ময়লা, প্রায় প্রাচ্য দেশীয়দের মতো, বড়ো বড়ো, কালো চোখে নিস্তেজ আভা। এ চোখের আকর্ষণ উপেক্ষা করা নারীর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর মাথা আর চুল, তাঁর গোঁফ ঘন কালো রঙের। গোঁফজোড়া ছোট সূচালো, সযত্নে মোম মাখানো। মুখাবয়ব সুঠাম, সুন্দর, কেবল মুখের সিধে, সরু দুই ঠোঁটের কথা বাদ দিলে। তা খুনীর ঠোঁট বলতে যাব বোঝায় অবিকল তাই, অত্যন্ত নিষ্ঠুর, চাপা, ভয়ংকর গোঁফজোড়া ওভাবে রাখা ঠিক যুক্তিসঙ্গত নয় নি। কারণ তাতে আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস। গলার আওয়াজ সুন্দর, ব্যবহার সম্পূর্ণ নিখুঁত। বয়স বিয়াল্লিশের কাছাকাছি।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করবার পর ব্যারন বললেন—চমৎকার, সত্যিই ভারি চমৎকার। আপনি বলছেন এইরকম ছয়টা নিয়ে একটা সেট আপনার আছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এমন এক সেট যে সত্যিই ছিল তা আমি জানতাম না। আমি তো জানি এমন একটাই সেট ইংল্যান্ডে আছে, কিন্তু সেটার তো বাজারে আসার কথা নয়। কিন্তু কী মনে করবেন যদি জিজ্ঞাসা করি এটি আপনি কোথেকে পেলেন?

ওয়াটসন নির্লিপ্তভাব বজায় রেখে বললেন, তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? জিনিষটা একশোভাগ আসল। আর, দামের কথা যদি বলেন, তো সেটা কোনো বিশেজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলেই হবে।

সন্দিগ্ধ কালো চোখের চকিত দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে ব্যারন বললেন, ভারি রহস্যজনক ব্যাপার তো। এমন দামি জিনিস কেনার আগে তো সে সম্বন্ধে সবকিছু জানতে চাওয়াই স্বাভাবিক। তবে জিনিষটা যে আসল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাহলেও সবরকম সম্ভাবনার কথা তো ভেবে দেখতে হবে। তাই বলছি, পরবর্তীকালে যদি জানা যায় যে এ জিনিসের বিক্রি করার কোনো অধিকার আপনার ছিল না?

ওয়াটসন বললেন, সে রকম কোনো কথা উঠলে আমিই তো আছি।

হুঁ। তখন তো প্রশ্ন উঠবে, আপনার কথার মূল্য কতোটুকু? ব্যারন বক্রভঙ্গিতে বললেন।

ওয়াটসন, 'আমার ব্যাঙ্করাই জামিন থাকবে।'

ব্যারন বললেন, 'তা বটে। কিন্তু তাহলেও আমার সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকছে। ওয়াটসন নির্লিপ্তভাবে বললেন, কেনা না কেনা আপনার ইচ্ছে। আপনি সমঝদার এই হিসেবে আপনার কাছেই প্রথম এলাম। যাই হোক্ অন্যত্র বিক্রি করতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

ব্যারন বললেন, 'কে আপনাকে বললো আমি সমঝদার? ওয়াটসন বললেন, জানি আমি, আপনার এ বিষয়ে একটা বই আছে। ব্যারন জিজ্ঞাসা করলেন, পড়েছেন সে বই?'

ওয়াটসনের ছোট্ট উত্তর—না।

আরে, ব্যাপারটা যে ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে মশাই?

আপনি একজন সমঝদার, এ হেন দামি বস্তু সংগ্রহ করে থাকেন, অথচ এ বিষয়ে একমাত্র যে বই তাও পড়েন নি, যা পড়লে ঐ বস্তুটির প্রকৃত তাৎপর্য আর মূল্য সম্বন্ধে জানতে পারতেন। এর কী উত্তর দেবেন?

ওয়াটসনের উত্তর—আমার সময় অত্যন্ত অল্প, আমি একজন ডাক্তার।

সেটা কোনো উত্তর হলো না। ব্যারন বললেন, মানুষের কোনো হবি থাকলে যতো ব্যস্তই হোক তা চরিতার্থ করবার চেষ্টা সে করবে। চিঠিটায় তো লিখেছিলেন আপনি একজন সমঝদার, তাই না?

ওয়াটসনের দৃঢ় উত্তর—নিশ্চয়ই।

ব্যারন তখন চোখ ঘুমিয়ে বললেন কয়েকটা প্রশ্ন করে আপনাকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি? আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি ডাক্তার, সত্যিই যদি আপনি ডাক্তার হন যে ব্যাপারটা ক্রমেই সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে। বলুন, সম্রাট শোমু সম্বন্ধে আপনি কী জানেন? আর নারার নিকটবর্তী শোসো-ইন-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? একি, এতেও আপনি ঘাবড়াচ্ছেন? আচ্ছা, উত্তরের ওয়েই রাজবংশ সম্বন্ধে কী জানেন না? আর চিনেমাটীর ইতিহাসে কী তার স্থান বলুন দেখি?

প্রচণ্ড কপট ক্রোধের সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন ওয়াটসন চেয়ার থেকে। বললেন, এ মশাই সহ্য করা যায় না। আপনাকে একটা ভালো জিনিস কেনবার সুযোগ দিতে এসেছি। স্কুলের ছেলের মতো পরীক্ষা দিতে আসিনি। এসব ব্যাপারে আমার জ্ঞান আপনার সমান না হলেও আমার স্থান আপনার ঠিক পরেই। যাই হোক, এরকম আপত্তিকর প্রশ্নের উত্তর আমি দেবো না।

স্থির দৃষ্টিতে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্যারন, সেই নিস্তেজ, নিরুত্তাপ ভাব আর নেই তাঁর চোখে।

হঠাৎ জ্বলে উঠলো চোখদুটো, নিষ্ঠুর দুঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের সারি ঝলমল করে উঠলো। বললেন, বলুন তো, আসলে কী করতে আপনি এসেছেন? নিশ্চয়ই আপনি শার্লক হোমসের পাঠানো গুপ্তচর। আমার ওপর চালাকি করতে এসেছেন! শুনলাম সে মরতে বসেছে, তাই আমার ওপর নজর রাখার জন্যে যন্ত্রগুলোকে কাজে লাগাচ্ছে। বিনা অনুমতিতে আপনি এসেছেন। যতো সহজে এসেছেন বেরোনো ঠিক ততোটা সহজ হবে না জানবেন।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, তাই আক্রমণ প্রহিত করবার জন্য প্রস্তুত হলেন ওয়াটসন। কারণ ভদ্রলোক ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। হয়তো গোড়া থেকেই সন্দেহ করে এসেছিলেন, তারপর এতোগুলো প্রশ্নের পর আর কোনো সন্দেহই রইলো না, সত্যিই আমি তাঁকে ঠকাতে পারেনি। পাশের একটা ড্রয়ারে হাত ঢুকিয়ে ব্যস্ত হয়ে প্রাণপণে কি খুঁজতে লাগলেন। এমন সময় হয়তো কি একটা শব্দ তাঁর কানে এসে থাকবে। কারণ, লক্ষ করলাম তিনি উৎসুকভাবে কান পেতে রয়েছেন।

হঠাৎ ব্যারন চিৎকার করে উঠলেন, হায় হায়! তারপর সবেগে দৌড়ে গেলেন পেছনের ঘরটায়।

দু-পা ফেলেই ওয়াটসন চলে গেলেন খোলা দরোজাটার কাছে। ভিতরের সাংঘাতিক দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন ওয়াটসন। বাগানের দিকের জানালাটা হাট করে খোলা। সেটার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন শার্লক হোম্‌স্। রক্তামাখা ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথায়, মুখ ফ্যাকাশে, এক ভয়ঙ্কর ভূতের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। পরমুহূর্তেই লরেল ঝোপের একটা ফাঁক দিয়ে তার ভিতরে প্রবেশ করায় খস-খস্ শব্দ ওয়াটসনের কানে এল। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গর্জনের সঙ্গে গৃহকর্তা তাঁকে তাড়া করে গেলেন খোলা জানলাটার কাছে।

তারপরে যে হাড় হিম করা ঘটনা পলকের মধ্যে ওয়াটসনের চোখের সামনে ঘটে গেল তা ভাবলে শিউরে ওঠেন এখনও ওয়াটসন। হঠাৎ গাছপালার ভেতর থেকে এক নারীর বাহু বেরিয়ে এল আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যারন এক ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠলেন। দুহাতে মুখ চেপে ব্যারন ঘরময় ঘুরতে লাগলেন আর সজোরে দেয়ালে মাথা খুঁড়তে শুরু করলেন। তারপর মেঝের কার্পেটের ওপর পড়ে গড়াতে আর দোমড়াতে লাগলেন আর এমন চিৎকার শুরু করলেন যে সারা বাড়িতে তার প্রতিধ্বনি উঠতে লাগলো। ব্যারন চেঁচিয়ে চলেছেন পানি, পানি... ঈশ্বরের দোহাই আমাকে একটু পানি...।

পাশের একটা টেবিলে রাখা জলপাত্রটা নিয়ে ওয়াটস দৌড়ে গেলেন তাকে সাহায্য করতে। আর সেই মুহূর্তেই ভৃত্যের দলও দৌড়ে এল সেখানে। তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে যখন তাঁর ভয়ঙ্কর মুখটা আলোর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলো একজন ভৃত্য সেই দৃশ্য দেখে তো অজ্ঞানই হয়ে গেল। অ্যাসিডটা সর্বত্র চামড়া কুরে কুরে ভিতরে ঢুকছিল। আর, কান বেয়ে, থুতনি বেয়ে গড়াচ্ছিল। একটা চোখ ইতিমধ্যেই সাদা হয়ে গেছিল। আর অপরটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ওয়াটসন দু-মিনিট আগেও যে মুখের প্রশংসা করেছিলেন এখন যেন তার অবস্থা এমন কোনো সুন্দর ছবির মতো, যা ভিজে নোংরা কাপড় দিয়ে ঘসে দেওয়া হয়েচে ধ্যাবড়া, বিবর্ণ, ভয়ঙ্কর, অমানুষিক।

ওয়াটসন, কয়েকটা কথায় বুঝিয়ে দিলেন, অ্যাসিড দিয়ে আক্রমণের ব্যাপারটা। কেউ জানলা দিয়ে, আর অন্যেরা বেগে দৌড়তে দৌড়তে বনটায় গিয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু ততোক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। তার ওপর শুরু হয়েছে অকাল বর্ষণ। চিৎকার করতে করতে, কখনও বা ক্রোধে পাগল হয়ে তিনি প্রতিশোধকামীর বিরুদ্ধে গালাগালি শুরু করছেন নরকের বেড়াল কিটি উইন্টার শয়তানীটার কাজ। এর জন্যে শাস্তি পেতে হবে শয়তানীটাকে। ঈশ্বর, আর জ্বালা সহ্য করতে পারছি না।

ওয়াটসন তেল দিয়ে মুখটা ধুইয়ে দিলেন। তুলো লাগিয়ে দিলেন, যেখানে যেখানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো। তারপর ব্যারনকে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশান দিলেন। এই দুর্ঘটনার ফলে তার সমস্ত সন্দেহ ওয়াটসনের ওপর থেকে চলে গেল। এমনভাবে ব্যারন ওয়াটসনের হাত আঁকড়ে রইলেন, যেন তাঁরই ঐ মরা চোখও সে বাঁচিয়ে দিতে পারবে। যেভাবে যন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছিলেন তা দেখে গা ঘিন ঘিন করছিল ওয়াটসনের। তাই যখন ওঁর বাড়ির ডাক্তার এবং একটু পরে যখন বিশেষজ্ঞ এসে উপস্থিত হলেন, দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলেন ওয়াটসন। পুলিশের এক ইন্সপেক্টর এসেছিলেন, ওয়াটসন সত্যি পরিচয়ের কার্ডটা দিলেন পুলিশকে। কারণ তা না দেওয়াটা হতো অর্থহীন এবং চরম বোকামি। কারণ ওয়াটসন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে হয়ে উঠেছিলেন পরিচিত, প্রায় হোম্‌সের মতোই। ওয়াটসন সেখান থেকে সোজা বেকার স্ট্রীটে এসে দেখলেন ইজিচেয়ারে বসে আছেন হোম্‌স্। অত্যন্ত ফ্যাকাসে আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। আঘাতের ব্যাপারটা তো আছেই, তার ওপর আবার সন্ধ্যেবেলার এই ব্যাপারে তাঁর স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। ব্যারনের মুখের বিকৃত অবস্থার কথা আতঙ্কের সঙ্গে ওয়াটসনের মুখ থেকে শুনলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, পাপের শাস্তি, ওয়াটসন, পাপের শাস্তি! আগে হোক বা পরেই হোক এ অতি অবশ্যই আসে। আর পাপও মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই বলে একটা

হলদে রং-এর বই তিনি টেবিল থেকে তুলে ধরলেন। বললেন, এই হলো সেই বই, মেয়েটি যেটার কতা বলেছিল। এতেও যদি বিয়েটা ভেঙে না যায় তো কোনো কিছুতেই ভাঙবে না। আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন যে কোনো নারীর পক্ষেই এ সহ্য করা অসম্ভব।

ওয়াটসনের কৌতূহল—ওঁর ভালোবাসার ডায়েরি বুঝি?

হোম্‌স্ বললেন, ওঁর কামার্ত জীবনের ডায়েরি। যখনই এটার কথা শুনেছিলাম, মনে হয়েছিল এটা হাত করতে পারলে তা এক অত্যন্ত বলিষ্ঠ অস্ত্র হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনোভাব তখন মেয়েটিকে জানাইনি। পাছে ও প্রকাশ করে বসে। এ নিয়ে অনেক ভেবে দেখলাম। তারপরই এল আমার ওপর আক্রমণ, আর সেই সুযোগে আমি এমন ব্যবস্থা করলাম যাতে ব্যারন মনে করে আমার এ ব্যাপারে আর কোনোরকম সাবধানতার প্রয়োজন নেই। এ সবই আমার অনুকূলে এল। আরও একটু দেরি করতে পারতাম, কিন্তু ওঁর আমেরিকা যাওয়ার ব্যাপারেই আর তা সম্ভব হল না, কারণ সে ক্ষেত্রে অমন মারাত্মক প্রমাণটা অতি অবশ্যই উনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে, অথচ রাতে গিয়ে চুরি করে আনা একেবারেই অসম্ভব, কারণ প্রচুর সাবধানী উনি। তবে, সন্ধ্যাবেলা একটা সুযোগ হতে পারে যদি ওঁর মনোযোগ অন্য কোনো ব্যাপারে নিবদ্ধ রাখা যায়। আর সেইখানেই দরকার হলো তোমাকে আর ঐ নীল বস্তুটিকে। কিন্তু তাহলেও, বইটা যে ঠিক কোথায় আছে সে বিষয়ে আমার নিশ্চয় হওয়া এবং সময়ও মাত্র কয়েক মিনিটের বেশি নয় কারণ চিনেমাটি সম্বন্ধে তোমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে তুমি আর কতোক্ষণ ওঁকে আটকে রাখতে পারবে? শেষ পর্যন্ত তাই আমি মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ওখানে। কিন্তু কী করে আমি বুঝব যে পোশাকের মধ্যে সযত্নে নিয়ে যাওয়া বস্তুটি কী? আমার ধারণা ছিল উইন্টার নিছক আমার কাজে সাহায্য করতে এসেছে। তারও যে একটা মতলব ছিল সেটা আমি এখন বুঝতে পারছি।

ওয়াটসন বললেন, ব্যারন কিন্তু আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে তুমিই আমায় পাঠিয়েছিলে। হোম্‌স্ বললেন, সে দুর্ভাবনা আমারও ছিল। কিন্তু তাহলেও তুমি ওঁকে যতোক্ষণ আটকে রেখেছিলে বইটা নিয়ে নেবার পক্ষে তা যথেষ্ট হলেও পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হয় নি,।

ততোক্ষণে স্যার জেম্‌স্ এসে পৌঁছোলেন। হোম্‌স্ তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বললেন,—আপনি আসায় ভারি খুশি হয়েছি।

বিশিষ্ট বন্ধুটি এসেছেন আগে থেকে সময় ঠিক করে। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তিনি হোম্‌সের বিবৃতি শুনলেন। শুনে বলে উঠলেন, অদ্ভুত, অদ্ভুত কাজ করেছেন মশাই। আর ড. ওয়াটসন যেমন বলছেন সত্যিই যদি ওঁর আঘাত সেরকম মারাত্মক হয়ে থাকে তো বিয়ে বন্ধ করার পক্ষে সেইটিই হবে যথেষ্ট। এই নোংরা বইটার ব্যবহার না করলেও চলবে।

একথায় মাথা নেড়ে আপত্তি জানালেন হোম্‌স্। বললেন, উঁহু, দ্য মার্ভিলের মতো মহিলারা ঠিক ওভাবে চলেন না। দুর্ভাগ্যের বলি বলেই তিনি আরও নিবিড়ভাবে ওঁকে ভালোবাসতেন। সুতরাং ওভাবে নয়, আঘাতটা হবে নৈতিক দিক দিয়ে, শরীরের দিক দিয়ে নয়। এই বইটাই ভদ্রমহিলাকে ফিরিয়ে আনবে কঠিন বাস্তবে। এবং সে কাজ আর অন্য কিছুতেই হতে পারে না। ব্যারনের নিজের হাতে এ বই লেখা, এটাকে উড়িয়ে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না মহিলার।

বইটা আর বহুমূল্য বস্তুটা নিয়ে চলে গেলেন জেমস। একটা ব্রুহাম গাড়ি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। একলাফে গাড়িটায় উঠে তিনি তাড়াতাড়ি কোচম্যানকে কী নির্দেশ দিলেন। গাড়িটা সবেগে চলে গেল। ওভারকোটটার অর্ধেকটা তিনি গাড়ির জানলার ওপর রাখলেন। কুলমর্যাদাসূচক চিহ্নটা ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে। তবুও তা ওয়াটসনের দৃষ্টি এড়ালো না। আলো পড়ে ঝলমল করে উঠলো। প্রচণ্ড বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন ওয়াটসন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে হোমসের কাছে এসে বললেন, খবরটা বলবার জন্য যেন আমি ফেটে যাচ্ছিলাম—উনি

হলেন—

বাধা দিয়ে হোমস বললেন—উনি এক অকৃত্রিম বন্ধু, এক পরোপকারী ভদ্রলোক—এইটুকুই আপাতত আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হোক, ওয়াটসন।

তিনদিন পরে মর্নিং পোস্ট বড়ো বড়ো হেড লাইন দিয়ে সংবাদ করলো ব্যারন অ্যাডেলর্বাট গ্রুনারের সঙ্গে মিস্ ভালোরেট দ্য মার্ভিলের বিয়ে ভেঙে গেছে। আর মিস কিটি উইন্টারের বিরুদ্ধে অ্যাসিড নিক্ষেপের গুরুতর অভিযোগের মামলা শুরু হয়েছে।

## ঘোমটার রহস্য

১৮৯৬ সালের শেষদিকের কথা। একদিন সকালবেলা হোম্‌সের দ্রুত হাতে লেখা একটা চিঠি পেলেন ওয়াটসন। তাতে লেখা আছে—সে যেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তার সঙ্গে দেখা করে।

ওয়াটসন যথাসময়ে গিয়ে দেখলেন হোম্‌স্ পাইপের ধোঁয়ায় অন্ধকার ঘরে বসে আছেন আর তাঁর সামনে একজন বয়স্কা, মা-মা চেহারার মোটাসোটা বাড়িওয়ালী টাইপের মহিলা বসে।

হোম্‌স্ তার সঙ্গে ওয়াটসনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি দক্ষিণ ব্রিক্সটনের মিসেস মেরিলো। হাতের একটি ভঙ্গি করে হোমস বললেন, আমার এই নোংরা ধূমপানের অভ্যাসে মিসেস্ মেরিলোর কোনো আপত্তি নেই, ওয়াইসন। মিসেস মেরিলোর একটি আশ্চর্য কাহিনী শোনবার আছে, তাই আমি ভাবলাম তোমাকে দরকার হতে পারে।

হোম্‌স্ এবার মিসেস মেরিলোকে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মিসেস মিরলো, যে আমি যদি মিসেস রন্ডারের কাছে যাই তবে আমি একজন সাক্ষী নেয়া পছন্দ করব। আমরা ওখানে পৌঁছোবার আগেই আপনি কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন।

মিসেস মেরিলো বললেন, 'ঈশ্বর আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন মি. হোম্‌স্। আমাদের অতিথি বললেন, উনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে এতোই উদগ্রীব যে আপনি সঙ্গে করো পুরো শহরটা নিয়ে গেলেও উনি আপত্তি করতেন না।

হোম্‌স্ বললেন, তাহলে বিকেলের আগেই আমরা যাব। কাজ শুরু করার আগে এখন দেখে নেওয়া যাক্ সমস্ত ব্যাপারটা আমাদের কাছে পরিষ্কার কিনা। ড. ওয়াটসনেরও পরিস্থিতিটা বুঝতে সুবিধা হবে। আপনি বললেন, মিসেস রণ্ডার সাত বৎসর যাবৎ আপনার ভাড়াটে এবং এর মধ্যে মাত্র একবার আপনি তাঁর মুখ দেখেছেন। মিসেস্ মেরিলো বললেন—এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর যেন দেখতেও না হয়।

হোম্‌স বললেন, ওঁর মুখ কি ক্ষতবিক্ষত?

মিসেস্ মেরিলো বললেন, মি. হোম্‌স্, আপনি আদৌ ও জিনিসটাকে মুখ বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ! আমাদের গোয়ালাটি একবার তাঁকে আচমকা দেখে ফেলে, আর তার হাত থেকে দুধের বালতি পড়ে সারা বাগানের দুধ গড়িয়ে যায়। অতএব কী ধরনের মুখশ্রী সেটি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। ওনার এক অসতর্ক মুহূর্তে আমি একদিন ওঁনার মুখটা দেখে ফেলি। উনি সঙ্গে সঙ্গেড় মুখ ঢাকা দিয়ে বলেছিলেন, যাক এতোদিনে তাহলে বুঝলেন কেন আমি মুখের ওড়না সরাই না।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, ওনার ইতিহাস কিছু জানেন? এবং যখন তিনি বাড়িওয়ালার মুখ থেকে জানতে পারলেন, উনি যখন আসেন তখন কোনো পরিচয় দেন নি। নগদ টাকা তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম টেবিলের ওপর রেখেছিলেন। বাড়িওয়ালার শর্ত সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নও করেন নি।

হোমস পুনরায় মিসেস মেরিলোকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনার বাড়িটাই উনি ভাড়া চেয়েছিলেন কেন?

বাড়িওয়ালা বললেন—বড় রাস্তা থেকে বেশ অনেকটা দূরে আমার বাড়িটা এবং অন্য

অনেক বাড়ির চয়ে আমার বাড়ির গোপনীয়টা অনেক বেশি। এছাড়া আমার ভাড়াটেও হবে এই একটিই, আমার নিজের কোনো পরিবারও নেই। আমার মনে হয় উনি অন্য অনেক বাড়ি দেখে তবে আমার বাড়িটা পছন্দ করেন। আসল কথা উনি গোপনীয়তা খুঁজছিলেন, এবং তার জন্যে যে কোনো ভাড়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

হোম্‌স্‌ বাড়িওয়ালা মেরিলোকে বললেন, আপনি বলছেন প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত তিনি কোনোদিনই আপনাকে তাঁর মুখ দেখান নি। মাত্র একবার এক দুর্ঘটনা ছাড়া। ঘটনাটা খুবই অদ্ভুত। আর আপনি যে এখন ব্যাপারটা তদন্ত চান তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

বাড়িওয়ালা ভদ্রমহিলা ঘাবড়ে গেলেন, বললেন, আমি কোনো তদন্ত চাই না, মি. হোম্‌স্‌। যতোদিন আমি ভাড়া পেয়ে যাচ্ছি আমি খুশি। ওঁর চেয়ে নিরীহ এবং নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে পাওয়া আজকাল মুস্কিল।

হোম্‌স্‌ বললেন, তাহলে গণ্ডগোলটা কী?

ভদ্রমহিলা বললেন, ওঁর স্বাস্থ্য, মি. হোম্‌স্‌। মনে হয় কোনো একটা ব্যাপারে তিনি ঘাবড়ে গেছেন, মনে মনে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন। মাঝে মাঝে তিনি খুন... খুন... বলে চিৎকার করে ওঠেন। একদিন সে চিৎকার করে বলছিল, তুমি একটা নিষ্ঠুর জানোয়ার! তুমি রাক্ষস! আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন রাতের বেলায় এরকম বিভৎস চিৎকার—সমস্ত বাড়িটা থমথম করে উঠল, আমি শিউরে উঠেছিলাম সেদিন। তাই পরদিন সকালে উঠেই আমি ওঁনার কাছে গিয়ে বললাম, মিসেস রন্ডার, আপনি যদি কোনো মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে থাকেন তাহলে কোনো পাদ্রির কাছে যেতে পারেন অথবা পুলিশকে সব কিছু জানাতে পারেন।

মিসেস রন্ডার আঁতকে উঠলেন, ঈশ্বরের দোহাই পুলিশের কথা বলবেন না। আর আমার অতীতের কৃতকর্ম কোনো পাদ্রি শোধরাতে পারবেন না। আমি মরবার আগে তবু যদি কাউকে সত্যি কথাটা বলে যেতে পারতাম, তবে একটু শান্তি পেতাম বোধহয়!

বেশতো, আমি বললাম, যদি ওসব পছন্দ না হয় তবে কে একজন বেসরকারি গোয়েন্দার কথা আজকাল খুব শুনি, তাঁকে ডাকুন না। কিছু মনে করবেন না। মি. হোমস, এই প্রস্তাবে তিনি যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ মানুষটিকেই চাই—মিসেস রণ্ডার বললেন। কী আশ্চর্য এতোদিন ওঁনার কথা আমার মনে হলো না কেন? ওঁনাকে এখানে ডেকে আনুন মিসেস মেরিলো। উনি যদি আসতে না চান তাহলে তাঁকে বলবেন আমি সার্কাসওয়ালা রণ্ডারের স্ত্রী। এই কথাটুকু তাঁকে বলবেন। আর বলবেন একটি নাম,—আব্বাস পারভা।

হোম্‌স্‌ বললেন,—বেশ, মিসেস মেরিলো। ড. ওয়াটসনের সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। কথা বলতে বলতে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যাবে। বেলা তিনটে নাগাদ আপনি ব্রিক্সটনে আপনার বাড়িতে আমাদের দুজনকে আশা করতে পারেন।

মিসেস মেরিলো হাঁসের মতো ভঙ্গিতে হেলে দুলে দরোজার আড়ালে হয়েছেন কি হননি, অমনি শার্লক হোমস খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘরের কোণে রাখা পুরোনো বইপত্রের গাদায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পরের কয়েক মিনিট ধরে শুধু পাতা ওল্টানোর শব্দ পাওয়া যেতে লাগল। তারপর ওনার মুখ উনি যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। এতোই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি যে উঠে এসে চেয়ারে বসতে ভুলে গেলেন। বুদ্ধদেবের মতো করে পদ্মাসনে মাটিতে বসে রইলেন। তাঁর চারপাশে বইয়ের স্তূপ, তার মধ্যে একটি বই কোলের ওপর খোলা।

একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে হোম্‌স্‌ বললেন, ওয়াটসন এই মামলাা একসময় আমায় ভাবিয়েছিল। এই তো বইয়ের মার্জিনে সেই মন্তব্যই লেখা রয়েছে দেখছি। আমি স্বীকার করছি মামলাটির আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, তদন্তকারী অফিসার ভুল করেছেন। আচ্ছা, ওয়াটসন তোমার কি আব্বাস পারভার বিয়োগান্ত কাহিনী সম্বন্ধে কিছু

মনে পড়ছে না?

ড. ওয়াটসন যখন কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না, তখন হোম্‌স্ বললেন, বেশ আমিই বলছি, তুমি শুনে যাও। শুনতে শুনতে হয়তো তোমার মনে পড়ে যেতে পারে। সেই সময়কার বিখ্যাত সার্কাসপার্টি ওম্বওয়েল এবং স্যাঙ্গারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রন্ডার নামে লোকটি। প্রমাণ আছে যে লোকটি মাতাল ছিল এবং এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সময় লোকটি তার সাকার্স পার্টিতে ভাঙন ধরিয়েছিল। সেবার তার সার্কাস দলটি পথে এক রাতের জন্যে আব্বাস পারভায় তাঁবু ফেলে। দলটি উইম্বলডনের দিকে এগোচ্ছিল, পথে বিশ্রামের জন্যে এখানে তাঁবু ফেলে। ছোট্ট গ্রাম আব্বাস পারভায় খেলা দেখানোর ইচ্ছা তাদের ছিল না। এখানেই সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি ঘটে।

আরো শোনো ওয়াটসন। হোম্‌স্ বলে চললেন,—তাদের প্রদর্শনীর মধ্যে ছিল একটি সুন্দর উত্তর আফ্রিকার সিংহ। সিংহটির নাম ছিল, সাহারার রাজা। রন্ডার এবং তার স্ত্রী দুজনে এই সিংহটির খাঁচায় ঢুকে খেলা দেখাত। তাঁদের প্রদর্শনীর একটি ফটো—এই দেখো, এখানে আছে। দেখলেই বুঝতে পারবে, রণ্ডারের চেহারাটি ছিল একটি বৃহৎ শুয়োরের মতো এবং তার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। তদন্তের সময় জানা গেছিল যে, সিংহটির মেজাজ ইদানীং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যা হয় আর কি, এ বিষয়ে আর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। রাতে রন্ডার কিংবা তার স্ত্রী সিংহটিকে খেতে দিতে যেত। কখনো ওদের যে কেউ একজন যেতো, কখনো দুজনেই একসঙ্গে যেতো, কিন্তু কখনোই দ্বিতীয় কাউকে তারা এই কাজটি করতে দিতো না, কেননা তাদের ধারণা, তারা নিজেদের হাতে সিংহটিকে খাওয়ালে সিংহটি তাদের উপকারী বন্ধু হিসেবে চিনে রাখবে এবং কোনোদিন তাদের কোনো ক্ষতি করবে না। তা, সাত বছর আগে সেই বিশেষ রাতে তারা দুজনেই খাবার নিয়ে গেছিল, এবং তারপর ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটে, যার পুরো বিবরণ কোনোদিনই জানা যায়নি। সমস্ত তাঁবুর লোক সেই রাত্রে জেগে ওঠে সিংহের গর্জনে এবং সেই মহিলার আর্ত চিৎকারে। সার্কাসের সকল কর্মচারী হাতে লণ্ঠন নিয়ে ছুটে এলো এবং তাদের লণ্ঠনের আলোয় এক বীভৎস দৃশ্য জেগে উঠলো। সিংহের খাঁচাটি খোলা এবং খাঁচা থেকে মাত্র দশ গজ দূরে রন্ডার পড়ে আছে, তাঁর মাথার খুলির পেছনটা বসে গেছে। সেখানে সিংহের থাবার গভীর ক্ষতচিহ্ন। খোলা খাঁচার কাছে মিসেস রণ্ডার চিৎ হয়ে পড়ে আছে আর তার ওপরে এমন ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়েছিল যে কেউ ভাবতেই পারে নি সে আবার বেঁচে উঠবে। সার্কাসের কয়েকজন লোক পালোয়ান লিওনার্ডো এবং জোকার গ্রিগসের পিছু পিছু গিয়ে বাঁশ দিয়ে সিংহটিকে খোঁচাতে সেটি লাফিয়ে খাঁচায় ঢুকে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গেড় খাঁচার দরোজাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সিংহটি কিভাবে খাঁচার দরোজা খুলে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিলো ঠিক তকন সিংহটি দরোজা খোলা দেখে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে আর কোনো গণ্ডগোলের আভাস পাওয়া যায়নি শুধু একমাত্র একটা ঘটনা ছাড়া। মহিলাটিকে যখন উদ্ধার করে তাদের ভ্যানগাড়িটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো সে ভুল বকছিল—কাপুরুষ! কাপুরুষ! ছ'মাস পরে মহিলাটি সাক্ষ্য দেওয়ার মতো সুস্থ হয়। এবং তারপর তদন্তও শুরু হয়। কিন্তু অবশেষে রায় প্রকাশিত হয়—ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা মাত্র।

ওয়াটসন বলে উঠলেন, এছাড়া আর কী হতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন, বটেই তো। তবু বার্কশায়ার পুলিশের তরুণ কর্মচারী এডমণ্ডকে দুএকটা ঘটনা একটু খোঁচা মেরেছিল। আর ওকে যখন নিউজার্সিতে পাঠিয়ে দেয়া হল বড় বেশি করিৎকর্মা ভেবে তখন আমাকে ঘটনাটা নিয়ে বেশ মাথা ঘামাতে হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারিনি। ওয়াটসন, যদি তুমি সিংহটির দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাটা দেখো—মানে ব্যাপারটা পরপর সাজালে এইরকম হয়। ধরো, সিংহটি খাঁচার দরোজা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। এবার সে লাফ দিয়ে রন্ডারের কাছে পৌঁছে গেল। রণ্ডার পিছু ফিরে পালানোর চেষ্টা করল—থাবার চিহ্ন তার মাথার পেছন দিকে ছিল। সিংহটি তাকে মাটিতে ফেলেছিল তারপর

সিংহটি ছুটে না পালিয়ে মহিলাটিকে মাটিতে ফেলে তার মুখে দাঁত বসালো। তারপর মহিলাটির ওই ভুল বকা, কি তার স্বামীর উদ্দেশ্যে? কিন্তু স্বামী বেচারার তখন তাকে সাহায্য করা সম্ভব ছিল কি? খচ্‌খচানিটা বুঝতে পারছো কি? তারপর এখন নোতুন করে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে যে, ঠিক যখন সিংহটির গর্জন এবং মহিলাটির আর্তরব শুরু হয় তখনই একটি পুরুষেরও আতঙ্কিত চিৎকার শোনা যায়।

ওয়াটসন মন্তব্য করলেন—নিঃসন্দেহে পুরুষটি মি. রন্ডার?

হোমস গম্ভীর স্বরে বললেন—হুঁ! কিন্তু যার মাথা চুরমার হয়ে গেছ সে চিৎকার করবে কিভাবে? অন্ততঃপক্ষে দুজন সাক্ষী জোর দিয়ে বলেছে মেয়েটির চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেড় তারা পুরুষের চিৎকারও শুনেছে।

ওয়াটসন বললেন, আমার তো মনে হয় ততোক্ষণে সমস্ত তাঁবুর লোকেরাই ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল।

বেশ, হোম্‌স্ বললেন—আমার তো মনে হয় ততোক্ষণে সমস্ত তাঁবুর লোকেরাই ভয়ে চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল।

বেশ, হোমস বললেন—তোমার মত গ্রহণ করতে পারলে খুশি হব।

ওয়াটসন বললেন—এতো সোজা হিসেব। ধরো, স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে যাচ্ছিলো। খাঁচা থেকে তারা যখন দশ গজ দূরে তখন সিংহটি খাঁচা খুলে বেরিয়ে আসে। লোকটি পালাতে যায় কিন্তু সিংহটি তাকে মেরে ফেলে। মহিলাটি ভাবে, সে খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়ে খাঁচার দরোজা বন্ধ করে দেবে। এটাই তার একমাত্র বাঁচার পথ ছিল! এবং সে তাই-ই করতে যাচ্ছিলো। কিন্তু খাঁচার দরোজা অবধি পৌঁছোনো মাত্র সিংহটি লাফ দিয়ে ফিরে এসে তাকে আক্রমণ করে বসে। মি. রণ্ডার পালানোর চেষ্টা করেই সিংহটাকে উত্তেজিত করেছে, এতে মেয়েটি তার স্বামীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়। তারা যদি খোলা সিংহটির মুখোমুখি হতে পারত তবে হয়তো সেটিকে শান্ত করতে পারত। সেই জন্যেই মিসেস রন্ডারের ভুল বকা কাপুরুষ! কাপুরুষ!

অপূর্ব ওয়াটসন! তবে হীরেটায় শুধু খুঁত রয়ে গেল ওয়াটসন—হোমস্ বললেন।

ওয়াটসনের প্রশ্ন, 'কি খুঁত হোমস?'

তারা যদি খাঁচার দশ পা দূরেই ছিল তবে সিংহটি খাঁচা থেকে ছাড়া পেলে কী করে? হোম্‌স্ প্রশ্নটা ওয়াটসনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

ওয়াটসন বললেন—হয়তো তাদের কোনো শত্রু খাঁচার দরোজাটা খুলে রেখে দিয়েছিল।

হোম্‌স্ আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—সিংহটির তো তাদের সঙ্গে খেলা দেখানোর অভ্যাস ছিল, খাঁচার ভিতরে ঢুকে তারা নানা কসরত দেখাত, তাহলে সিংহটি তাদের ওইরকম নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করলো কেন?

ওয়াটসন বললেন—মনে হয়, আগে থেকে কেউ সিংহটিকে উত্তেজিত করে রেখেছিল।

হোম্‌স্ চিন্তায় ডুবে গেলেন। হুঁ! ওয়াটসন তোমার সমাধানের পক্ষে কিছু যুক্তি দেখানো যায়। রণ্ডারের শত্রুর অভাব ছিল না। এডমন্ডের মুখে শুনেছি তার জগতে সে ছিল ভয়ঙ্কর রকমের লোক। অত্যন্ত হিংস্র স্বভাবের ছিল সে। যাকে সামনে পেতো তাকেই গালাগালি করত। আমাদের অতিথিটির ভাড়াটে যে মাঝরাতে 'রন্ডার' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল সেটি মনে হয় তার প্রিয়তমের শেষ রাতটির ভয়ঙ্কর স্মৃতি স্বপ্নে ফিরে আসা। যাইহোক আমাদের সমস্ত আলোচনাই অর্থহীন যতোক্ষণ না পুরো খবরটা পাচ্ছি।

হোমস ও ওয়াটসন মিসেস মেরিলোর বাড়িতে যথাসময়ে এলেন। বাড়ির ভেতরে তাঁদের নিয়ে যাওয়ার আগে মিসেস মেরিলো আমাদের কাছে কথা চাইলেন, আমরা যেন এমন কিছু না করি যাতে তার ভালো নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটিয়াটিকে হারাতে না হয়। তাঁকে হোমসরা আশ্বস্ত করার পর বাড়িওয়ালা মহিলাটি তাদের বাজে কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে ওপরে রহস্যময় ভাড়াটেটির

ঘরে নিয়ে গেলেন।

ঘরটা চাপা, ভ্যাপসা, বাতাস চলাচল করে না বলতে গেলে। ঘরের এক অন্ধকার কোণে মহিলাটি একটি ভাঙা ইজিচেয়ারে বসেছিল। তাঁকে দেখলে মনে হয় এককালে সে সুন্দরী ছিল। একটি মোট কালো কাপড়ে তার মুখ ঢাকা। শুধু নাকের নিচ থেকে কাপড়টি কাটা, তার ভিতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে এক জোড়া ঠোঁট।

অত্যন্ত সুন্দর এবং মিষ্টি স্বরে মিসেস রণ্ডার হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে বলল—আমার নাম আপনার কাছে অপরিচিত নয়, তাই ভাবলাম আমার নাম করলে আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। এরপরেই একেবারে ভেঙে পড়লেন ভদ্রমহিলাটি। বললেন—আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না। কিন্তু আমি শান্তিতে মরতে চাই। আমি একজন সহানুভূতিশীল মানুষকেই এতোদিন ধরে খুঁজছি। যিনি আমার কথা মন দিয়ে শুনবেন। যাঁর কাছে আমার ভয়ঙ্কর কাহিনী বলে যেতে পারি, যাতে মৃত্যুর পর সব পরিষ্কার হয়ে যায়।

হোম্‌স্ বললেন,—আপনি নিশ্চিন্তে বলুন। পুলিশ কোনোমতেই জানবে না।

তা আমি জানি মি. হোমস। মিসেস রন্ডার বললেন, আমি আপনাকে চিনি গত ক-বছর যাবৎ আপনার প্রতিটি মামলা আমি পড়েছি। ভাগ্য আমার সবই কেড়ে নিয়েছে। তাই পত্রপত্রিকা পড়াই এখন আমার একমাত্র আনন্দ। পৃথিবীর সব খবরই বোধহয় আমার জানা হয় পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। কিন্তু তবু আমি একটা সুযোগ নেব। পরে আপনি যা ভালো বুঝবেন করবেন। আপনাকে সব কিছু বলে আমি হাল্‌কা হতে চাই।

হোম্‌স্ বললেন, বেশ বলুন। আমি এবং আমার বন্ধু মনোযোগের সঙ্গে সব শুনবো।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে একটি মানুষের ছবি নিয়ে এল। দেখেই বোঝা যায়, লোকটি সার্কাসের লোক। অপূর্ব তাঁর শারীরিক গঠন। ছবির লোকটি বুকের কাছে হাত জড়ো করে আছে। নাকের নিচে বড়ো গোঁফ। গোঁফের আড়ালে আত্মপ্রসাদের হাসি ঝরে পড়ছে।

মিসেস রন্ডার বলল, এই হল লিওনার্ডো।

হোম্‌স্ বললেন,—পালোয়ান লিওনার্ডো? যে সাক্ষী দিয়েছিল?

মহিলাটি বলল—হ্যাঁ, এবং এই ছবিটা—এ হল আমার স্বামী।

হোমসরা দেখলেন—ভয়ঙ্কর মুখ—মানুষের মুখ নয়, যেন শুয়োরের মুখ—মদ্দা শুয়োরের। পশুর মতোই সেই মুখ ভয়ঙ্কর। এই ছবিটির দিকে তাকালেই যেন মানসচক্ষে দেখা যায়, লোকটি ক্রোধে দাঁত কিড়মিড় করছে, তার কষে ছ্যাতলা পড়েছে, কুতকুতে ছোট্ট চোখ জোড়ায় যেন শয়তানি ঝরে পড়ছে। বর্বর, অত্যাচারী, পশু—এই কথা কয়টি বুঝি লেখা রয়েছে ওই মুখটির বিকট চোয়ালে।

কাহিনীটা বুঝতে এই দু'টি ছবি আপনাদের সাহায্য করবে। মিসেস রণ্ডার এক নিঃশ্বাসে বললেন,—তারপর একটানা হড়হড় করে গোড়া থেকে নিজের জীবনকাহিনী বলে চললেন—আমি ছিলাম অত্যন্ত গরিব, রাস্তায় মানুষ হয়েছি বলতে পারেন। দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি রিং ঝাঁপের খেলা দেখাতাম। আমি যখন যুবতী হলাম, এই মানুষটি আমাকে ভালোবাসলো। একটু বলে রাখি ওর ভালোবাসা মানে আমাকে নিংড়ে ভোগ করা। তারপর এক অশুভ মুহূর্তে আমি একদিন ওঁর স্ত্রী হয়ে গেলাম। সেইদিন থেকে আমি নরকে পড়লাম। আর শয়তানটা আমার ওপর অত্যাচার চালাতে লাগল। ওর ঐ ব্যবহারের কথা দলের সবাই জানত। সে অন্যদের সঙ্গে আমায় মিশতে দিতো না। প্রতিবাদ করলে আমায় বেঁধে মাটিতে ফেলে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটাত। আমার অবস্থার জন্যে সবাই আমাকে দয়া করত আর ওকে করতো ঘৃণা। এছাড়া তাদের আর কি-বা করার ছিল—সবাই তাকে ভয় করত।

সব সময় তার মেজাজ ভয়ঙ্কর হয়ে থাকতো আর মদ খাবার পর সে একটা আস্ত খুনী হয়ে উঠত। প্রায়ই মানুষদের ওপর আক্রমণ আর জানোয়ারদের প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্যে প্রায়ই পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যেতো। আদালতে জরিমানা দেওয়াটা তার কাছে ছেলেখেলা মনে

হতো। দলের ভালো ভালো লোকেরা দল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ায় সার্কাসের অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে যেতে লাগল। আমি, লিওনার্ডো আর বেঁটে জোকার গ্রিগ্‌স্ কোনোমতে দলটাকে খাড়া করে রেখেছিলাম। আর লিওনার্ডো দিন দিন আমার জীবনে জড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার তখন ওকে আমার স্বামীর তুলনায় দেবদূত গাবিয়েল মনে হত। ও আমাকে সান্ত্বনা দিতো, নানাভাবে সাহায্য করত। ক্রমে আমাদের ঘনিষ্ঠতা প্রেমে পরিণত হল। গভীর ঘনিষ্ঠ আবেগ-মথিত প্রেম—যে প্রেমের আমি এতোদিন শুধু স্বপ্নই দেখাতম—তার স্বাদ যে কোনোদিন আমি পেতে পারি—তা আমি পেলাম। আমার স্বামী সন্দেহ করতো কিন্তু মনে মনে ভয় পেত লিওনার্ডোকে—তাই মুখে কিছু বলতে পারতো না। শুধু আমার ওপরেই অত্যাচার চালাতো। একদিন এইরকম এক অত্যাচারের রাত্রে আমার কান্না লিওনার্ডোকে আমাদের ভ্যান গাড়ির দরোজায় নিয়ে এল। সেদিনই একটা বড়রকম দুর্ঘটনা ঘটে যেতো হয়তো। কিন্তু আমি আর লিওনার্ডো একটা জিনিস বুঝতে পালাম, এই দুর্ঘটনা বেশিদিন এড়িয়ে থাকা যাবে না। আমার স্বামীর আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আমরা ঠিক করলাম ওকে কৌশলে মারতে হবে। লিওনার্ডো ছিল ধূর্ত এবং চতুর। পরিকল্পনাটা ওর মাথা দিয়েই এল। সমস্ত দোষটা ওর ঘাড়ে চাপাবার জন্য একথা বলছি না। তখন ওর প্রতিটি কাজে আমার পূর্ণ সম্মতি ছিল। আমরা একটা গদা বানালাম। কাজটা আসলে লিওনার্ডোই করলো—গদাটার মুখে পাঁচটা স্টিলের পেরেক পুঁতল—ছুঁচলো মুখগুলি থাকল উপরের দিকে। পেরেকগুলি সাজানো হলো ঠিক সিংহের থাবার নখগুলি যেমনভাবে বসানো থাকে ঠিক তেমনভাবে। এটা দিয়ে আমার স্বামীকে পেছন থেকে আঘাত করা হবে, তারপর সিংহের খাঁচার দরোজাটা খুলে রটিয়ে দেয়া হবে, সিংহের হাতে আমার স্বামী মারা গেছে।

সেদিন ছিল ঘন অমাবস্যার রাত। রোজকার মতো আমি আমার স্বামীর সঙ্গে সিংহের খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম। দস্তার বালতিতে কাঁচা মাংস ছিল। লিওনার্ডো একটা বড় ভ্যানগাড়ির আড়ালে অপেক্ষা করছিল। সিংহের খাঁচায় পৌঁছতে হলে আমাদের এই ভ্যানগাড়িটা পেরিয়ে যেতে হতো। লিওনার্ডোর দেরি হয়ে গেল। আমরা গাড়িটা পেরিয়ে চললাম। কিছুক্ষণ চলবার পর বুঝলাম লিওনার্ডো নিঃশব্দে আমাদের অনুসরণ করছে। তারপর মুহূর্তে একটা ভারী শব্দ, গদাটা আমার স্বামীর মাথা চূর্ণ করে দিল। ওই শব্দে আমার হৃদয় মন মুক্তির আনন্দে নেচে উঠল। আমি ছুটে গিয়ে সিংহের দরোজার খিলটা খুলে দিলাম। আর তারপরেই সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা ঘটে গেল। মানুষকে হত্যার গন্ধ সিংহ টের পেয়ে আচম্‌কা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিওনার্ডো আমাকে বাঁচাতে পারতো। ও যদি ছুটে এসে গদা দিয়ে সিংহটাকে মারত তবে সিংহটা ঠাণ্ডা হত নিশ্চয়ই। কিন্তু ও সাহস হারিয়ে ফেলল। আমি শুনলাম ভয়ে ও চিৎকার করে উঠলো। তারপর দেখলাম ও ছুটে পালিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে সিংহের দাঁত আমার গালে বসে গেল। সিংহটার চরম বোট্‌কা নিঃশ্বাসের গন্ধে আমি জ্ঞান হারালাম। তাই সিংহের দাঁতের দংশন কেমন টের পেলাম না। তার আগে দুহাত দিয়ে আমি সিংহটির বিরাট রক্তমাখা চোয়ালটা আমার মুখ থেকে সরাবার চেষ্টা করতে করতে সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলাম। আমি টের পাচ্ছিলাম দলের লোকদের চেঁচামেঁচি, তারপর আর কিছুই আমার মনে নেই।

তারপর কয়েকটা মাস ধীরে ধীরে জীবনমৃত্যুর সঙ্গে লড়াই কোরো যখন সুস্থ হলাম এবং যখন আয়নায় মুখ দেখলাম চমকে উঠলাম। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে ঈশ্বরকে বললাম সিংহটি আমায় মেরে ফেলল না কেন? আমার তখন আর একটাই সাধ বাকি ছিল মি. হোম্‌স্। আমার যে কোনো সাধ পূর্ণ করার জন্য তখন আমার হাতে অগাধ টাকা। সেই সাধটা হল, আর যে কটা দিন বাঁচব মুখে ঢাকা দিয়ে থাকবো, কেউ যেন আমার মুখ আর দেখতে না পায়। এবং এমন একটা জায়গায় বাসা নেব যেখানে আমার পূর্ব-পরিচিত কেউ আমাকে কোনোদিন খুঁজে পাবে না। এছাড়া আমার জীবনে আর কিছুই করার ছিল না।

মিসেস রণ্ডার রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—এই অন্ধকার ঘরে বসে ইউজেনিয়া রণ্ডার এখন প্রতি মুহূর্ত মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করছে। ঠিক যেমন আহত পশু মৃত্যুর প্রতীক্ষায় গুঁড়ি মেরে বসে

থাকে গুহায়।

আহা হতভাগ্য মিসেস রন্ডার, হোম্‌স্‌ বিড়বিড় করে বললেন। সত্যিই মানুষের নিয়তি বোঝা দুঃসাধ্য। তবুও প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা শেষপর্যন্ত লিওনার্ডোর কী হল?

মিসেস রন্ডার বললেন, 'তারপর থেকে ওর আর দেখা পাই নি। ও আসলে কাপুরুষ আর চপলমতি পুরুষ। আমার প্রতি ওর ভালোবাসার মধ্যে কোনো আন্তরিকতা ছিল না। কিন্তু মেয়েদের ভালোবাসা এতো সহজে নষ্ট হবার নয়। ও আমাকে সিংহের থাবার নিচে ফেলে পালিয়েছিল—তবুও আমি ওকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে পারি নি। তবে, গত মাসে আমি খবরের কাগজে পড়লাম মারগেটের কাছে স্নান করবার সময় সে জলে ভেসে গেছে! হোমসের আরো একটু জানার ছিল। কৌতূহল দমন করতে না পেরে, হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সেই গদাটার কী হল? সমস্ত কাহিনীর মধ্যে এই গদাটাই এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মিসেস্‌ রণ্ডার উত্তর দিল—আমি জানি না। তবে মনে হয়, আমাদের তাঁবুর পাশে যে একটা খড়ির টিপি ছিল, ওই টিপির নীচে ছিল একটা পুকুর। ওই পুকুরের মধ্যেই—

হোম্‌স্‌ এবার চলে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সঙ্গে ওয়াটসনও হোম্‌স্‌কে অনুসরণ করলেন।

## এক সৈনিকের গল্প

১৯০৩ খ্রি. মার্চ মাসে যুদ্ধের ঠিক পরে মি. জেম্‌স্‌ এম, ডড হোমসের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ভদ্রলোক বিশালাকায়, প্রাণবন্ত, তাঁর গায়ের রং—রোদে পোড়া, বিশিষ্ট ব্রিটিশ।

বাড়িতে তখন হোম্‌স্‌ একা ছিলেন, হোম্‌স্‌ বললেন, বলুন মি. ডড শুনি, ট্যাক্সবেরি ওল্ডপার্কে কী ব্যাপারটা ঘটেছিল?

মি. ডড্‌ শুরু করলেন,—১৯০১ খ্রি. জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ ঠিক দুবছর আগে যখন কাজে যোগ দিই আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু তরুণ গডফ্রেডও তখন সেই একই বাহিনীতে যোগ দেয়। বাবা কর্নেল এমস্‌ওয়ার্থের একমাত্র পুত্র সে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে কর্নেল ভিক্টোরিয়া ক্রস লাভ করেন। সুতরাং যুদ্ধ ছিল তার রক্তে। সে যে স্বেচ্ছায় আসবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। আমাদের বাহিনীর সেরা ছিল সে। আমার সঙ্গী ছিল সে, সৈন্যবাহিনীতে এর তাৎপর্য প্রচুর। একবছরের কঠোর যুদ্ধে আমরা জয়পরাজয় উভয়েরই পরিচয় পেয়েছি। তারপর ভিক্টোরিয়ার বাইরে ডায়মন্ড হিলের যুদ্ধে গুলিতে আহত হয় সে। দুটো চিঠি আমি পাই। একটা কেপটাউন আর একটা সাদামটন হাসপাতাল থেকে। কিন্তু তার পরে আর তার কোনো খবর নেই। সুদীর্ঘ ছয়মাস তার আর কোনো খবরই আমি পাইনি মি. হোম্‌স্‌, অথচ সে-ই-ই ছিল আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। যুদ্ধ শেষ হলে যখন ফিরে গেলাম সবাই, তার বাবাকে চিঠি লিখে তার খবর জানতে চাইলাম। কিন্তু কোনো উত্তর পেলাম না। কিছুদিন অপেক্ষা করে আবার লিখলাম তাঁকে। এবার উত্তর এলো বটে, কিন্তু তা যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি রুক্ষ '—গডফ্রে পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়েছে, একবছরের মধ্যে তার ফেরবার সম্ভাবনা নেই।' ব্যাস্‌, এর বেশি কিছু নয়। এতে আমি খুশি হতে পারলাম না মি. হোম্‌স্‌। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। গডফ্রে অতো ভালো ছেলে, নিশ্চয়ই সে ওভাবে আকাকে বর্জন করতে পারে না। তাছাড়া জানতাম সে প্রচুর সম্পত্তি উত্তরাধিকারী হয়েছে আর বাবার সঙ্গে তার খুব একটু বনিবনাও হচ্ছে না। কৃপণ বৃদ্ধ মাঝে মাঝে ক্ষেপে উন্মাদ হয়ে যেতেন ছেলের ওপর। স্বাধীনচেতা গডফ্রে ওসব সহ্য করতে পারতো না। তাই গডফ্রের বাবার কথায় আমি আস্থা রাখতে পারলাম না—নিজেই একেবারে মূল পর্যন্ত খোঁজ করে দেখব এইরকম সিদ্ধান্ত নিলাম।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে অনুসন্ধান শুরু করলেন? মি. ডড বললেন,—আমার এখন প্রথম কাজই হলো তাঁর বাড়ি যাওয়া—বেডফোর্ডের কাছাকাছি ট্যাক্সবেরি ওল্ড পার্ক-এ,

আর নিজে থেকে দেখা ব্যাপারটা আসলে কী! তাই আমি তখন গডফ্রের মাকে চিঠি লিখলাম। তারপর সোমবার দিন গডফ্রের বাড়িতে রওনা হলাম। ট্যাক্সবেরি ওল্ড হল দুর্গম। যে কোনো স্টেশন থেকেই পাঁচ মাইলের কম দূরে নয়। স্টেশনে কোনো গাড়ি ছিল না। তাই ডড সুটকেস হাতে হেঁটে চললেন। পৌঁছবার আগেই প্রায় অন্ধকার হয়ে এল। বিস্তীর্ণ একটা পার্কের মাঝখানে খুব বড় সড় একটা বাড়ি। বাড়ি ঘিরে কেবল ছায়া ছায়া রহস্য। প্রধান ভৃত্য বুড়ো র‍্যালফ বোধহয় বাড়িটার সমসাময়িক। আর তার স্ত্রীর বয়সে বোধহয় তার চেয়ে বেশি। গডফ্রের ধাইমা ছিল সে। গডফ্রেকে বলতে শুনেছি মা-র পরেই সে এই ধাইমার স্নেহ পেয়েছে। তাই বেঢপ চেহারা সত্ত্বেও আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। গডফ্রের মাকেও আমার ভালো লাগল। ছোটোখাটো ফর্সা মানুষটি। শুধু কর্নেলকে সহ্য করা কঠিন হচ্ছিল। কর্নেল এমস্‌ওয়ার্থ চাইছিলেন, আমি যেন ফিরে যাই। গডফ্রের মায়ের কথায় সোজা আমাকে নিয়ে যাওয়া হল পড়ার ঘরে। কর্কশ কণ্ঠে তিনি বললেন, দেখা করার আসল উদ্দেশ্যটা কী শুনি?

মি. ডড্ বললেন, যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে ইতিপূর্বে সব জানিয়েছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি লিখেছ আফ্রিকায় থাকতে গডফ্রেকে তুমি চিনতে—কর্নেল বিরক্তির স্বরে বললেন। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ দেখাতে পারবে?

ডড উত্তর দিলেন—তার লেখা কিছু চিঠি আমার সঙ্গে আছে। দুটো চিঠি ডড্ কর্নেলের হাতে দিতে, কর্নেল সেদিকে তাকিয়ে ছুড়ে ফেরত দিলেন চিঠি দুটো। বললেন, বেশ, তারপর?

মি. ডড বললেন—আজ্ঞে আপনার ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তার বহু স্মৃতি আমার মনে আছে। সেই বন্ধু যদি হঠাৎ একেবারে চুপচাপ্ হয়ে যায় তাতে আমার মনে কৌতূহল জাগতেই পারে। তাই তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর দেয়া খুবই স্বাভাবিক।

কর্নেল জোর দিয়ে বললেন,—গডফ্রে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে। আফ্রিকা থেকে ফেরবার পর তার শমরীর খারাপ হয়। তখন তার মা ও আমি যুক্তি করে বিশ্রাম আর বায়ু পরিবর্তনের জন্যে বাইরে পাঠিয়ে দিই। ওর ব্যাপারে আর কোনো বন্ধু যদি কৌতূহলী হয় তাদের এই কথা বোলো।

মি. ডড্ বললেন, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু দয়া করে বলুন কোন কোম্পানির কোন স্টিমারে সে গেছে। নিশ্চয়ই তাহলে আমি তার সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করতে পারব।

কর্নেল, ডডের এরকম অনুরোধে যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন আর বিরক্তিও প্রকাশ পেল। তার ভ্রুজোড়া নেমে এল, অস্থিরভাবে টেবিলে আঙুল ঠুকতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ডডের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন দাবার খেলায় প্রতিপক্ষ কোনো দারুণ চাল চেলেছে। ইতিমধ্যে ঠিক করে নিয়েছেন কী উত্তর করবেন। তারপর ভ্রু-কুঁচকে বললেন, দেখো বাপু তোমার এই একগুঁয়েমিতে আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমি তোমায় অনেক আস্কারা দিয়ে ফেলেছি। এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও। একথা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, প্রত্যেক পরিবারেই গোপনীয় কিছু ব্যাপার থাকে যা বাইরের কারুর কাছে বলা চলে না। বুঝতে পারছি তোমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। তাই বলছিলাম তুমি আর কিছু জানতে চেও না। গডফ্রের অতীত জীবন সম্বন্ধে আমার স্ত্রী কিছু জানবার জন্যে ব্যস্ত, তাঁকে তাই শোনাও। কিন্তু বর্তমান আর ভবিষ্যতের কথা এখন থাক।

মি. ডড্ বুঝলেন,—এরপর আর অগ্রসর হওয়া চলে না। কর্নেল-এর কথায় রাজি হয়েছেন এরকম একটা ভান করলেন তিনি। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যতোক্ষণ না বন্ধুটির সঠিক খবর সংগ্রহ করতে পারছেন,—কিছুতেই হাল ছাড়বেন না তিনি। সন্ধেটা বিষণ্ণভাবে কাটল। রঙ-মরা পুরোনো ঘরে নিরানন্দভাবে তাই চুপচাপ রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। গডফ্রের মা, উৎসুকভাবে তাঁর পুত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করে চললেন, আর কর্নেল মনমরা হয়ে বসে রইলেন। সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিরক্তিকর হয়ে উঠলো যে আমি ঘুম পাবার অজুহাতে পাশে শোবার ঘরে চলে গেলাম। অনেকরকম চিন্তায় মাথাটা জ্যাম হয়ে গেল। তাই গন্‌গনে

আগুনের সামনে টেবিলে বসে লণ্ঠনের আলোয় একটা নভেল উল্টে চললাম—অন্যমনস্ক হবার জন্যে। হঠাৎ ভৃত্য র‍্যালফ আসায় আমার পাঠে ছেদ পড়ল। আরও কিছু কয়লা নিয়ে এসেছে সে। বলল—স্যার বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে আজ, আর ঘরটা বেজায় কনকনে। তাই আরও কিছু কয়লা নিয়ে এলাম। চলে যাবার সময় সেই ইতস্তত করতে লাগল একটু। তারপর বলেই ফেলল, মাফ করবেন হুজুর, খাবার সময় গডফ্রে সাহেব সম্বন্ধে আপনি যা বলছিলেন তা না শুনে শুনে পারিনি। জানতে তো, আমার স্ত্রীই তাঁকে লালন পালন করেছিল, সুতরাং সেদিক দিয়ে আমি পালক পিতা বৈকি, তাই একটু জানতে ইচ্ছে করছে। তিনি তো ওখানে ভালোই ছিলেন আপনি বলছেন।

মি. ডড্ বললেন, আমাদের বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ছিল সে। এমনকি একবার সে আমায় বুয়রদের বন্দুকের মুখ থেকে পর্যন্ত রক্ষা করেছিল, তা না হলে আর আজ আমায় বেঁচে থাকতে হতো না।

চর্মসার হাত দুটো কচলাতে কচলাতে বৃদ্ধ র‍্যালফ্ বলল, খুব পরোপকারী ছিলেন স্যার। খুব সাহসও তার ছিল।

ওর এরকম কথায় লাফিয়ে উঠলেন ডড্। বললাম, কী বললে? ছিলেন? মানে তুমি যে রকমভাবে বললে, তাতে তো মনে হয় ও মারা গেছে! আচ্ছা, সত্যি করে বলোতো, কী হয়েছে গডফ্রের?

বৃদ্ধ র‍্যালফ একটু কুঁকড়ে সরে গেল। বলল, আজ্ঞে, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না। মনিবকেই জিজ্ঞাসা করুন—তিনি সবকিছু বলতে পারবেন।

বৃদ্ধ র‍্যালফ ঘর থেকে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু হাত দরে ডড তাকে আটকে দিয়ে বলল—দেখো, একটা কথার উত্তর না দিলে আমি তোমায় ছাড়ছি না,—যদি দরকার হয় সারারাত আটকে রাখব। সত্যি করে বলো—গডফ্রে কি মারা গেছে?

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল র‍্যালফ্, তারপর ডডের চাপের মুখে পড়ে বলল—আজ্ঞে ঈশ্বরের দোহাই, এর চেয়ে মারা গেলেই ছিল ভাল। এই বলে সে কাঁদতে কাঁদতে ডডের হাত ছাড়িয়ে চলে গেল।

মি. ডড থামতেই হোমস বললেন,—থামলেন কেন? বলে যান। আপনার কাহিনী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে।

মি. ডড্ পুনরায় শুরু করলেন—সেদিন রাত্রে দেখলাম, জানলার বাইরে সে দাঁড়িয়ে ছিল মি. হোম্‌স্, কাচের ওপর মুখটা চেপে। বলেছি, আমি রাত্রের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলাম, পর্দাটা তখন সরিয়ে দিয়েছিলাম একটু। তাঁকে একটা ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো দেখাচ্ছিল। জানলাটা ছিল মাটি পর্যন্ত, তাই তাঁর সারা শরীরটাই ডডের চোখে ধরা পড়েছিল। ডডের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তার মুখের ওপর। মড়ার মতো ফ্যাকাশে সে মুখ। মানুষের মুখ অমন সাদা হতে পারে ডড তা কখনো দেখে নি তার জীবনে। তার চোখ ছিল ডডের চোখের ওপর, সে চোখ জীবন্ত। ও যখন দেখল ডড্ তাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছে, সঙ্গে সঙ্গে সে একলাফে পিছিয়ে পড়ে ছুটে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল।

গডফ্রে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তার পিছন পিছন দৌড়তে শুরু করলো ডড্। আলো অস্পষ্ট। পথ ছিল দীর্ঘ। ছুটতে ছুটতে পথের শেষে গিয়ে যখন পৌঁছোলো ডড্ তখন হঠাৎ দেখতে পেলে গডফ্রে ছুটে সামনের একটা বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল মি. ডড, এমন সময় হোমস উত্তেজনায় টান টান হয়ে বললেন,—তারপর? তারপর কী হলো?

মি. ডড বললেন,—এমন সময় একটা দরোজা বন্ধ হবার শব্দ স্পষ্ট আমার কানে এল। পেছন দিকে নয়, সামনের—সামনের দিকেরই কোনো ঘরের দরোজা সেটা।

তখন আমার আর সন্দেহ রইলো না, মি. হোমস, যে, যা আমি দেখেছি ঠিকই দেখেছি।

সত্যিই যে গডফ্রে আমার কাছ থেকে পালিয়ে এসে এই দরোজাটা বন্ধ করে দিয়েছে এতে আমার সন্দেহমাত্র নেই। তখন আর আমার কিছুই করবার ছিল না। এইসব ব্যাপারের আর সমাধানের চিন্তায় রাতটা কাটলো অস্বস্তির মধ্যে। পরদিন কর্নেলকে আর ঠিক অতোটা মারমুখো বলে মনে হল না।

গডফ্রের মা বললেন, কিছু কিছু দ্রষ্টব্যবস্তু ও অঞ্চলে আছে। সেই সুযোগে আমি তাকে বললাম আর একটা রাত থাকলে তাদের কি খুব অসুবিধা হবে? খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বৃদ্ধও যখন নিমরাজি হলেন তখন আমি খোঁজখবর নেয়ার জন্যে আরো পুরো একটা দিন পেয়ে গেলাম। আমি মোটামুটি নিশ্চিত হলাম যে গডফ্রে কাছেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। এসব সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? বাড়িটার কাছে গিয়ে সব যেন গুলিয়ে যেতে লাগলো। বাড়িটা এতো বড়ো আর এলোমেলো যে, যদি একটা পুরো বাহিনী এখানে লুকিয়ে থাকে তাহলেও বাইরে থেকে তা জানা যাবে না। তাই এখান থেকে কোনো গোপন তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন হবে। ওদিকের বাগানটা ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে। কারণ বৃদ্ধবৃদ্ধা এখন নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার পক্ষে এখন স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরায় কোনো বাধা নেই। লক্ষ করলাম বাগানের শেষ প্রান্তে যে বাড়ি ছিল সেটা একটু বড়সড়, মালীর বাসের উপযুক্ত। তাহলে কি দরোজা বন্ধ করার শব্দটা ওখান থেকেই এসেছিল? এগিয়ে চললাম ঘরটার দিকে, এমনভাবে, যেন, এমনিই যেন অন্যমনস্ক হয়ে অলসভাবে ঘোরাফেরা করছি। এমন সময় একজন লোক বেরিয়ে এলো ওখান থেকে। তার মাথায় বোলার হ্যাট, মুখের দাড়ি আর পরণের কালো কোট দেখে আদৌ মালী বলে মনে হলো না। বিস্মিত হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক দরোজাটায় চাবি লাগিয়ে চাবিটা পকেটে রাখলেন। তারপর খানিকটা বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখা করতে এসেছেন বুঝি?

আমার কাছ থেকে যখন শুনলেন, আমি গডফ্রের বন্ধু তকন কেমন যেন পাকা অভিনেতার মতো দুঃখ করে বললেন, আহা, চুক্ চুক্ চুক্—সে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে গেছে। তারপর কেমন যেন একটা অপরাধের ভঙ্গিতে বললেন, পরে একসময় আসবেন দয়া করে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এই বলেই তিনি চলে গেলেন। লক্ষ করলাম, বাগানের দূর প্রান্ত থেকে তিনি লক্ষ করছেন আমাকে—লরেলের ঝোপের পেছনে অর্ধেকটা শরীর লুকিয়ে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভালো করে দেখে নিলাম বাড়িটা, জানলায় পুরু পরদা। যতোদূর মনে হল, হলঘরে কোনো লোক নেই। আর বেশ বুঝতে পারছিলাম তখনও আমার ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। তাই তখনকার মতো ঘরে ফিরে গেলাম। ঠিক করলাম, অন্ধকার হলে আবার খোঁজ করতে বের হব।

গভীর রাতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লাম জানালা দিয়ে। তারপর পা টিপে টিপে খুব সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম রহস্যময় বাড়িটার দিকে। দেখলাম পুরু পর্দা দেয়া জানালাগুলোর শার্সিগুলোও নামানো। তা সত্ত্বেও একটা জানলা দিয়ে খানিকটা সরু পেন্সিলের রেখার মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে আলো আসছিল। কপাল ভালো, পর্দাটা একটু ফাঁক ছিল। আর শার্সিটাও খুব ভালো করে আঁটা না থাকায় সেই সামান্য ফাঁক দিয়ে ভিতরটা দিব্যি দেখা যাচ্ছিলো। ঘরটা ছিমছাম, জোরালো আলো জ্বলছে, অগ্নিস্থানে গনগনে আগুন। আমার সামনে বসে সেই ভদ্রলোকটি, যাঁকে সকালবেলায় দেখেছিলাম। পাইপ থেকে ধূমপান করতে করতে তিনি একটা পত্রিকা পড়ছিলেন।

মি. হোমস কৌতূহলী হয়ে বললেন, কী,—সে পত্রিকাটার নাম বলতে পারেন?

মি. ডড বললেন,—তা আমি খয়াল করিনি।

আচ্ছা, আপনি লক্ষ করেছেন কি, সেটা বড় সাইজের কোনো পত্রিকা, না ছোট সাইজের ম্যাগাজিনের মতো?—হোমস জিজ্ঞেস করলেন।

মি. ডড একটু চিন্তা করে বললো—আপনি বলাতে এখন মনে হচ্ছে বড় সাইজের নয়।

হয়তো স্পেকটেটর হতে পারে। এসব খুঁটিনাটি কথা তখন আমার ভাববার সময়ও ছিল না কারণ আমার দিকে পেছন ফিরে অপর যে লোকটি বসেছিল, শপথ করে বলতে পারি সে নিশ্চিত আমার বন্ধুবর গডফ্রে! তার মুখ দেখতে না পেলেও তার কাঁধের আকৃতি লক্ষ করে আর আমার সন্দেহমাত্র রইল না। অত্যন্ত বিমর্ষভাবে যে টেবিলে কনুই রেখে বসেছিল। তার শরীরটা ছিল আগুনের দিকে ফেরানো। কী করব ভাবছি, আর ইতস্তত করছি। এমন সময় আমার পেছন থেকে কে যেন আমার কাঁধে একটা বলিষ্ঠ হাত বসিয়ে দিল। চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখলাম, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে কর্নেল এম্সওয়ার্থ!

আস্তে আস্তে বললেন, চলো ওদিকে। নিঃশব্দে তিনি আমাকে নিয়ে বাড়ির দিকে চললেন। আমার শোবার ঘরে আমাকে পৌঁছে দিয়ে একটা ট্রেনের টাইম টেবিলের পাতা খুলে বললেন, ভোর সাড়ে চারটায় একটা লন্ডনের ট্রেন আছে। চারটায় একটা গাড়ি দরোজায় এসে দাঁড়াবে। তুমি আর কোনো কথাটি না বলে সোজা চলে যাবে। আমি কিছু বলতে পারলাম না। রাগে তার মুখটা সাদা হয়ে গেছিল। ক্রোধে ফেটে পড়ে বললেন, আমাদের পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে গিয়ে তুমি অত্যন্ত অন্যায় করেছো। এসেছিলে অতিথি হিসেবে, অথচ ব্যবহার করেছো ঠিক গুপ্তচরের মতো। শুধু এইটুকুই আমি তোমায় বলতে চাই যে, আর এক মুহূর্তও আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না।

এরপর আমার আর সেখানে থাকার কোনো উপায় ছিল না। নির্দিষ্ট ট্রেনটিতে চুরে পরদিন সকালে ওখান থেকে চলে এলাম। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলাম, যে করেই হোক গডফ্রের রহস্য আমি ভেদ করবোই। তাই ঠিক করলাম আপনার কাছে এসে আপনার পরামর্শ ও সাহায্য নেবো।

হোমস জিজ্ঞেস করলেন, কতোজন ভৃত্য বাড়িতে ছিল?

মনে হয় কেবল বৃদ্ধ র‍্যালফ্ আর তার স্ত্রী—মি. ডড বললেন।

হোমসের প্রশ্ন—তাহলে ওই আলাদা করা বাড়িটায় আর কোনো ভৃত্য ছিল না? তাহলে গডফ্রের কাছে খাবার নিয়ে যায় কে?

আপনি বলতে মনে হচ্ছে, বুড়ো র‍্যালফ একবার ঝুড়ি নিয়ে বাগানের পথ ধরে ওই বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো। ওতে যে খাবার থাকতে পারে এ ধারণা তখন আমার মাথায় আসে নি!

ওখানে আশে পাশে কোনো খোঁজখবর করেছিলেন?

মি. ডড সপ্রতিভভার উত্তর দিলেন,—করেছিলাম। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে এবং গ্রামের সরাইখানার মালিকের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। শুধু তাদের একটি প্রশ্ন করেছিলাম—আমার পুরোনো বন্ধু গডফ্রে সম্বন্ধে তাঁদের কিছু জানা আছে কি না?

দুজনেই একই কথা বলেছিলেন, গডফ্রে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছে। বাড়ি ফিরেছিল, কিন্তু প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই আবার বেরিয়ে পড়ে। অর্থাৎ এই গল্পটা দিব্যি চাউর হয়ে গেছে।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সন্দেহের কথা কিছু প্রকাশ করেছিলেন কি?

না, একেবারেই না—মি. ডড উত্তর দিলেন।

খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন—হোমস, মি. ডডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। বললেন, আজই আমি আপনার সঙ্গে ট্যাক্সবেরি ওল্ডপার্কে যাব।

কর্নেল ঘরে ছিলেন না। র‍্যালফের কাছে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এলেন। তাঁর পায়ের ভারি শব্দ বারান্দা থেকেই শোনা যাচ্ছিল। সজোরে দরোজা ঠেলে ঢুকলেন তিনি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর পাকানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্যে তাঁকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো। হোমসদের কার্ড হাতে ছিল তার—তা তিনি ছিঁড়ে ফেলে নাড়াতে লাগলেন।

খেঁকিয়ে উঠলেন কর্নেল—ডডকে লক্ষ করে বললেন, বলি নি তোমায়, আমাদের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে? আর কখনো এখানে আসবে না বলে দিচ্ছি, এলে জবরদস্ত বার করে দেবো, মনে রাখবে। তারপর হোমসকে লক্ষ করে বলল, আর আপনি

মশাই, আপনাকেও ঐ একই কথা। আপনার নোংরা বৃত্তির কথা আমি জানি, আপনার এসব ব্যাপার অন্য জায়গায় কাজে লাগাবেন, এখানে চলবে না, বুঝলেন?

এবার কঠিন স্বরে মি. ডড বললেন—এখান থেকে যাব না যতোক্ষণ না আমার বন্ধু গডফ্রের নিজের মুখ থেকে শুনছি যে তাকে জোর করে আটকে রাখা হচ্ছে না।

কর্নেল ঘন্টা বাজালেন। বৃদ্ধ র‍্যালফ্ আসতেই বললেন, র‍্যালফ, পুলিশ ইন্সপেক্টরকে ফোন করে দাও তো যেন দুটো পুলিশ পাঠিয়ে দেয়, বাড়িতে চোর এসেছে।

হোমস বললেন, মোটেই না। পুলিশ এলে যে বিপদ এড়াবার জন্যে আপনি পুলিশে খবর দিচ্ছেন, সেই বিপদকেই ডেকে আনা হবে। এই বলে হোমস, নোটবুক থেকে একটা আলগা কাগজ নিয়ে তাতে একটা কথা লিখে কাগজটা কর্নেলের হাতে দিলেন। এবং বললেন, আমাদের আসার কারণ এই।

কর্নেল এক দৃষ্টে লেখাটার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর সারা চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। দম আটকানো ভঙ্গিতে তিনি বললেন, কী করে জানলেন আপনি।

হোমস মুখে হাসি টেনে বললেন, হুঁ হুঁ! আমার কাজই তো এই। এটাই আমার পেশা।

কর্নেল কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, বেশ, গডফ্রের সঙ্গে দেখা করতে চান তো করবেন। তবে আমি এটা বাধ্য হয়েই রাজি হচ্ছি। তারপর বৃদ্ধ ভৃত্যটিকে ডেকে বললেন, র‍্যালফ্, গডফ্রেকে আর মি. কেন্টকে খবর দাও তো যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

একটা বড়, সাধারণভাবে সাজানো ঘরে হোম্‌স্‌দের নিয়ে যাওয়া হল। আগুনের দিকে পেছন করে এক ব্যক্তি বসেছিলেন, তাঁকে দেখেই মি. ডড দুহাত বাড়িয়ে দৌড়ে গেলেন সেখানে। বলে উঠলেন গডফ্রে—গডফ্রে! বাঃ চমৎকার।

ছুঁয়ো না। ছুঁয়ো না, জিমি—তফাতে থাকো। গডফ্রে আঁতকে উঠে ছিটকে দূরে সরে গেল।

সত্যিই অদ্ভুত দেখাচ্ছিল ওকে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, আফ্রিকার রোদে পোড়া মুখাবয়বের ছাঁদে সত্যই তিনি সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু সব জায়গা বেশি কালো, সেখানে সাদা সাদা দাগ।

গডফ্রে বললেন, এই জন্যেই আমি লোকচক্ষুর আড়ালে থাকি। তোমার আসায় আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার এই বন্ধুটি না এলেও পারতেন।

মি. ডড জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু ব্যাপারটা কী? কেন এমনটা হল? গডফ্রে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সুখটান দিয়ে বললেন—প্রিটোরিয়ার উপকণ্ঠে বাফেলস্ প্রস্ইটের সেদিন সকাল বেলাকার লড়াইটার কথা মনে পড়ে? সেই ঈস্টার্ণ রেলওয়ের ওখানে? শুনেছিলে তো যে আমার গুলি লেগেছিল! আমরা তিনজন আর সকলের থেকে আলাদা হয়ে পড়েছিলাম। মনে আছে নিশ্চয়ই এলাকাটা ছিল বড়ো এবড়ো খেবড়ো, আর তিনজন হলো-সিম্পসন—মানে টেকো সিম্পসন, অ্যান্ডারসন আর আমি। ওরা দুজন মারা পড়ে। একটা গুলি আমার কাঁধ ভেদ করে বেরিয়ে যায়, তবুও আমি ঘোড়া আঁকড়ে রয়েছিলাম। আর কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে থেকে পড়ে গেছিলাম। আর কখন যে জ্ঞান যখন ফিরল, তখন চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। কোনোমতে টেনে তুললাম নিজেকে। অত্যন্ত দুর্বল আর অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম আমার পাশেই একটা বাড়ি, অনেকগড় লো জানলা তাতে। ঠাণ্ডায় ওখানে পড়ে। আমার হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডায় জমে যেতে লাগলো। তখন একমাত্র আশা যদি কোনোরকমে ওই বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছতে পারি। অনেক কষ্টে শরীরটাকে টানতে টানতে, (নিজেই যেন টের পাচ্ছি না কী করতে চলেছি) টল্‌তে টল্‌তে শেষ পর্যন্ত একটা খোলা দরোজা দিয়ে একটা বাড় ঘরে গিয়ে পৌঁছোলাম। অনেকগুলো বিছানা সেখানে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটা খালি খাটে এলিয়ে দিলাম শরীর। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যা পেলাম তাই দিয়েই শরীরটা ঢেকে ফেললাম।

মুহূর্তকালের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মধ্যে আমার ঘুম ভাঙল। পর্দা না দেওয়া বড় বড় জানলা দিয়ে আফ্রিকার সূর্যের আলো এসে সাদা রঙ করা আসবাবহীন বিরাট ঘরটার সমস্ত অংশ আলোকিত করেছে। প্রকাণ্ড মাথাওয়ালা এক খর্বকায় ব্যক্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে ওলন্দাজি ভাষায় বাদামি স্পঞ্জের মতো ভয়ঙ্কর দু-হাত নেড়ে কি সব বকবক করে চলেছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে যারা তার কথায় খুব মজা পাচ্ছে। তাদের দিকে তাকাতে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন আমার ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজনও সাধারণ মানুষ নয়। কোনো না কোনোরকমভাবে তাদের সকলেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটেছে। তাদের এই হাসি তাই আমার মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো। বুঝতে পারলাম আমার কথা ওরা কেউ বুঝতে পারছে না। ইংরাজী ওরা বোঝে না। যার মস্ত বড় মাথা, ক্রমেই সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। বন্য প্রাণীর মতো চীৎকার করে সে তার বিকলাঙ্গ হাত দিয়ে ধরে আমাকে টানতে টানতে যখন নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমার কাঁধ থেকে পুনরায় রক্ত বেরোতে শুরু করলো। ষাঁড়ের মতো তার গায়ে জোর। জানি না সে আমাকে নিয়ে কী করত। গডফ্রে আতঙ্কমিশ্রিত স্বরে বলে চলছিল—হঠাৎ যদি না গণ্ডগোল আকৃষ্ট হয়ে এক বয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করতেন। বোঝা গেল ভদ্রলোক উচ্চপদস্থ। ওলন্দাজি ভাষায় তিনি কয়েকটা কঠিন কথা বলতেই বড় মাথাওয়ালা বামনটা কুঁকড়ে সরে গেল। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরলেন। দেখলাম অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন তিনি। তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, একি, আপনি এখানে এলেন কেমন করে? দাঁড়ান, দাঁড়ান, দেখছি আপনি খুবই ক্লান্ত। আপনার কাঁধ থেকে রক্ত পড়ছে। আমি ডাক্তার, আসুন ক্ষতস্থান বেঁধে দিই। কিন্তু হায় ঈশ্বর, যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও যে এখানে বেশি বিপদ আপনার! এ যে কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল। যে বিছানায় আপনি শুয়েছিলেন তা যে কুষ্ঠরোগীর বিছানা!

গডফ্রে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এরপর কি আর কিছু বলার দরকার আছে জিমি? এই হলো আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। হতাশার মধ্যেও আশায় বুক বেঁধেছিলাম এবং বাড়ি পৌঁছবার আগে পর্যন্ত এইসব ভয়ঙ্কর চিহ্ন আমার মুখে ফুটে ওঠে নি। বুঝলাম আমি রেহাই পাইনি। কী করা যায় এখন? এই নির্জন বাড়িতে আমি বাস করছি, দুজন ভৃত্য আছে যাদের সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায় এবং আলাদা বাস করার মতো একটা বাড়িও এখানে আছে। সার্জন মি. কেন্ট রাজি হলেন আমার সঙ্গে থাকতে। এসব ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হয়নি। তবে এর বিকল্প ব্যবস্থা যা হলো তা মর্মান্তিক—সারা জীবনের জন্যে অচেনাদের সঙ্গে সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করা—মুক্তির কোনো আশা না রেখেই। আর এর জন্যে দরকার ছিল চরম গোপনীয়তার—তা না হলে, এই জনবিরল গ্রামাঞ্চলেও এ নিয়ে সাড়া উঠত আর মর্মান্তিক অবস্থায় পড়তে হত তখন। এমনকি তোমার কাছেও ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম—কিন্তু কেন যে বাবা রাজি হলেন, বুঝতে পারছি না।

এই কথায় গডফ্রের বাবা কর্নেল এমস্ওয়ার্থ হোমসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই ভদ্রলোকের জবরদস্তির ফলেই আমি রাজী হয়েছি। যে কাগজটায় হোমস 'কুষ্ঠ' কথাটা লিখেছিলেন, ভাঁজ খুলে সেটা দেখালেন তিনি। কর্নেল তখন স্বগত স্বরে বললেন, এতোটাই যখন জানতে পেরেছেন তখন পুরো ব্যাপারটা খুলে বলাই ভালো। হোমস বললেন, তাহলে স্যার জেম্সকে আসতে বলি। তিনি বাইরে গাড়ির মধ্যেই বসে আছেন। আর কর্নেল চলুন আমরা আপনার পড়বার ঘরে গিয়ে বসি, কেমন।'

কর্নেলের পড়বার ঘরে গডফ্রের মাও উপস্থিত ছিলেন। এবার হোমস পুরো ঘটনাটির একের পর এক বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ শুরু করলেন। "যখন মামলাটা আমার হাতে আসে তখন সব শুনে আমার ধারণা হয়, মি. গডফ্রেকে আলাদা করে লুকিয়ে রাখবার জন্যে তিনটি সম্ভাবনা আছে। হয় কোনো অপরাধ করে গা ঢাকা দেওয়া, কিংবা মাথা খারাপ হয়ে যাবার জন্যে পাছে কোনো পাগলা গারদে পাঠাতে হয়, আর না হয় তো এমন কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়া

সেজন্যে আলাদা থাকার প্রয়োজন। তখন আমার কাজ হলো সম্ভাবনাগুলোকে বিশ্লেষণ করা। অপরাধ করে গা ঢাকা দেওয়াটা ধোপে টেকেনি। কারণ অপরাধী ব্যক্তিকে কেউ ঘরে লুকিয়ে রাখে না—তা হলে ওর আত্মীয়, স্বজনরা নিশ্চয়ই ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতো। আর, তাছাড়া ও অঞ্চলে এমন কোনো অপরাধ ঘটেনি যার সমাধান না হয়েছে। তার চেয়ে বরং পাগল হয়ে যাওয়াটাই সম্ভব—নির্জন বাড়িটায় এক দ্বিতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বও সেই দিকেই নির্দেশ করে। তার ওপর যখন সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরোজায় চাবি দিয়েছিলেন সেই ধারণা তখন আমার আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু অপর পক্ষে খুব যে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে এমন নয়, তাহলে অমনভাবে বেরিয়ে এসে বন্ধুকে দেখাটা সম্ভব ছিল না।

আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে মি. ডড্, আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—যে কাগজটা মি. কেন্ট পড়ছিলেন সেটা কী রকমের? যেমন সেটা যদি "ল্যানসেট" বা "ব্রিটিশ' মেডিকেল জার্নাল" হত তাহলে তদন্তে সুবিধা হতো। অবশ্য কোনো উন্মাদকে বাড়িতে রাখা বে-আইনি নয়, যদি কোনো কাজ জানা লোক সাহায্য করার জন্যে থাকে এবং কর্তা ব্যক্তিকে খবরটা যদি যথারীতি দেয়া হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কেন গোপনীয়তার ব্যাপারে এতো কড়াকড়ি? এক্ষেত্রেও বেশ বোঝা যাচ্ছে, ধারণাটা ঘটনাবলির সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। তাহলে এখন রইলো তৃতীয় সম্ভাবনাটা। এবং যতোই বিরল আর যতোই অসম্ভাব্য হোক দেখা যাচ্ছে সব কিছুর সঙ্গে এটা দিব্যি খাপ খেয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কুষ্ঠ রোগ খুবই স্বাভাবিক। কোনও বিশেষ কারণে হয়তো এর রোগ হয়েছে। অতএব গডফ্রের আপনজন ও আত্মীয়স্বজনেরা বিশ্রী অবস্থায় পড়তে পারেন, কারণ নিশ্চয়ই তারা চেষ্টা করবেন যাতে রুগীকে নিয়ে গিয়ে কোথাও আলাদা করে রাখা না হয়, গুজব যাতে না ছড়ায়, যার ফলে তাকে নিয়ে যাওয়া হতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ কড়া ব্যবস্থা করতে হবে তখন। কোনো অনুগত ডাক্তার ভালো পয়সা পেলে নিশ্চয়ই রাজি হবেন মি. গডফ্রের ভার গ্রহণ করতে। এবং অন্ধকার হবার পর তাঁকে বেরুতে দেওয়াতেও কোনো আপত্তি থাকবে না। এ রোগের একটা সাধারণ লক্ষণ হলো চামড়া সাদা হয়ে যাওয়া। আমার ধারণাটা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল। এতোই জোরালো হয়ে উঠতে লাগলো যে শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম এটাই ঠিক—এটা ধরে নিয়েই অগ্রসর হব। তারপর যখন এখানে পৌঁছোলাম, লক্ষ্য করলাম র‍্যাফল্ খাবার বয়ে আনার সময় যে দস্তানা পরেছিল সে দুটো বীজানু-প্রতিষেধক দিয়ে শোধন করা, যেটুকু সন্দেহ তখন ছিল তারও নিরসন হলো। তখন আমি কথাটা মুখে না বলে জানিয়ে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে আমাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

হোম্স্ যখন বিশ্লেষণের শেষপর্যায়ে তখন হঠাৎ দরোজা খুলে গেল। গম্ভীর প্রকৃতির স্যার জেমস সন্ডার্সকে সসম্মানে আনা হল সেখানে। কিন্তু পলকের জন্যে যেন তাঁর কঠিন মুখ খানিকটা কোমল হল। চোখের দৃষ্টিতে মানবিকতা ফুটে উঠলো। কর্নেলের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন তিনি। বললেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমায় দুঃসংবাদ দিতে হয়। সুসংবাদ কদাচিৎ—এ হল সুসংবাদ।

সকলে উল্লাসে আর কৌতূহলে টানটান হয়ে বললেন, কী? কী বললেন?

জেম্স্ বললেন, একে বলা যেতে পারে সিউডো লেপ্রসি বা ইচ্থায়োসিস্। এর ফলে চামড়ায় আঁশ আঁশ দাগ দেখা যায়। কুশ্রীভাব সহজে সারতে চায় না। কিন্তু ক্রমশ সেরে যাওয়াও সম্ভব এবং অতি অবশ্যই এ রোগ ছোঁয়াচে নয়। হ্যাঁ মি. হোমস সাদৃশ্যটা লক্ষ্যণীয় বটে। যাই হোক্ বিশেষজ্ঞের দাবি নিয়ে আমি একথা বলছি। কিন্তু দেখুন গডফ্রের মা কেমন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন! মি. কেন্ট, একটু ওর পরিচর্যা করুন—সুখবরটা ঠিক উনি সহ্য করতে পারেন নি!

# থ্রি গেবলস

দরোজাটা সবলে খুলে বিরাটকায় এক নিগ্রো যেন ছিটকে এসে ঘরে ঢুকল। চেহারার ভয়াবহতা না থাকলে তাকে দেখে হাসির উদ্রেক হত। কারণ তার পরনে খুব ডগড়মগে দাবার বোর্ডের মতো চৌকো ঘরকাটা ধূসর রঙের স্যুট, স্যামন মাছের রঙের টাই গলায় দুলছে। তার মস্ত বড় মুখ আর থ্যাবড়া নাকটা সামনের দিকে ঝোঁকানো। মুখ গোমড়া, ধূসর কালচে দুচোয়াল হিংসায় জ্বলজ্বল করছে। সেই চোখে সে একের পর এক—হোমস ও ড. ওয়াটসনের দিকে তাকাল।

বলা বাহুল্য যে হোম্‌স ও ড. ওয়াটসন সেদিন সকালে অগ্নিস্থানের পাশে আরামচেয়ারে বসে দিব্যি খোস গল্প করার মেজাজে ছিলেন। এমন সময় আগন্তুকটি দরোজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে সে কর্কশস্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—আপনাদের মধ্যে কে মি. হোমস?

পাইপটা উঁচু করে অবসাদের হাসি হাসলেন হোম্‌স্। ও আপনি? পা টিপে টিপে সে এগিয়ে এলো টেবিলের কাছে এবং দৃঢ়স্বরে বলল, দেখুন মি. হোম্‌স্ পরের ব্যাপারে নাক গলানো বন্ধ করুন, যাদের ব্যাপার তারাই বুঝবে বুঝেছেন?

হোম্‌স মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে বললেন, বাঃ খাসা! বলে যাও, বলে যাও! বর্বরটা চিৎকার করে উঠল—ইয়ার্কি থামান! একটু কড়কে দিলেই বুঝবেন কেমন খাসা লাগে! আপনার মতো লোকের সঙ্গে আমার অনেক মোলাকাত হয়েছে। আমি হাত তোলার পর আর তারা বিশেষ সুবিধা বোধ কর নি বুঝলেন? এই বলে সে হাত মুঠো করে একেবারে হোম্‌সের নাকের ডগায় ধরল। প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গেড় হোমস হাতটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। বললেন, একি তোমার জন্মগত, না কি, একটু একটু করে এই বজ্র মুষ্টি তৈরি হয়েছে?

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আগন্তুকটি হোম্‌স্‌কে আরও একবার সাবধান করে দিয়ে বললেন, মি. হ্যারোর ব্যাপারে আমার এক বন্ধুর কিছু স্বার্থ আছে—বুঝেছেন নিশ্চয়ই আমি কী বলতে চাইছি—সে চায় না তার ব্যাপারে আপনি মাথা গলান, বুঝলেন? আপনি তো আইন আদালত নন, আমিও নয়। তবে আপনি নাক গলালে আমাকেও কাজে লাগতে হবে, ভুলবেন না যেন।

হোম্‌স্ বললেন, কিছুকাল থেকেই আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। তোমায় বসতে বলতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত। কারণ তোমার গায়ের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। তুমি তো পেশাদার বক্সিং লড়িয়ে স্টিভ ডিক্সি, তাই না?

হ্যাঁ, আমিই সেই। বেশি কথা বললে এক্কেবারে মেরে ঠাণ্ডা করে দেবো, বুঝলেন?

আগন্তুকের কদাকার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে হোমস বললেন—তার বোধ হয় দরকার হবে না। আচ্ছা, হোবার্ন-এর মদের দোকানের বাইরে তরুণ পার্কিনসকে খুনের ব্যাপারটা—একি চললে নাকি?

হোম্‌সের এই কথায় নিগ্রোটা এক লাফে পেছিয়ে পড়েছিল, তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল এসব কথা আমি শুনতে চাই না মশাই! পার্কিনস্-এর ব্যাপারে আমি কী জানি মি. হোম্‌স্? তখন তো আমি বার্মিংহামে 'বুল রিং'-এর প্রাকটিস করছিলাম।

হোমস গম্ভীরস্বরে বললেন, সে তুমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝিয়ো স্টিভ। তোমার এবং বার্নি স্টক ডেলের ওপর আমার লক্ষ্য আছে জেনে রেখো।

কী সর্বনাশ! কি হোমস—স্টিভ ধরা গলায় বললো।

ব্যস্, আর একটিও কথা নয়। বেরিয়ে যাও এখন। যখনই দরকার হবে তোমায় তুলে নেব, হোমস তীক্ষ্ণস্বরে বললেন।

চলে যাবার সময় হোমসকে তোশামোদ করে স্টিভ বলল, আশা করি এইরকম ব্যবহারের জন্যে আপনি আমার ওপর রাগ করেন নি।

হোমস বললেন,—রাগ হবে, যদি না বলো, কে তোমায় পাঠিয়েছে?

এ আর গোপন কথা কী মি. হোমস্—এইমাত্র আপনি যার নাম করলেন, সেইই আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

হোমস বললেন, আর তাকে কে লাগিয়েছে?

বিশ্বাস করুন আমি ওসব জানি না মি. হোম্স্! ও শুধু বলল যাও গিয়ে মি. হোম্স্কে বলো এসো "যদি বেঁচে থাকতে চান যেন হ্যারোর ব্যাপারে নাক না গলান।" সব সত্যি করে আমি বলছি—ভগ্নস্বরে স্টিভ একদমে বলে গেল।

পাছে আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় সেই ভয়ে সে তেমনি হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যেমনটি এসেছিল। মুচকি হেসে হোমস তাঁর পাইপের ছাইটা ঝেড়ে ফেললেন। বললেন, ওর পশমের মতো চুলে ভর্তি মাথা তুমি ভেঙে ফেল নি এতে আমি খুশি, ওয়াটসন। ও একটা বোকা। পেশীবহুল হলে কী হবে? ওকে কাবু করা খুবই সহজ—দেখলেই তো! স্পেন্সার জন-এর দলের ও সম্প্রতি কিছু নোংরা কাজে হাত দিয়েছে। একটু সময় পেলেই আমি ওকে শায়েস্তা করে দেবো। তবে, ওর সাক্ষাৎ ওপরওয়ালা বার্নি বেশ চতুর। ওদের বৈশিষ্ট্য হল গুণ্ডামী আর ভয় দেখানো। আমার যা জানা দরকার সে হলো, এই বিশেষ ব্যাপারটায় কে ওকে লাগিয়েছে?

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু তোমাকে ভয় দেকাবার কারণ কি? হোম্স্ বললেন, হ্যারোর উইল মামলাটার জন্যে। এই ব্যাপারের পরে এখন আমি ঠিক করলাম মামলাটা আমি হাতে নেবো। ব্যাপারটা নিয়ে যখন ওরা এতোটা মাথা ঘামাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে!

ওয়াটসন বললেন, তোমার কী মনে হয়?

সেই কথাই তো তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম, মাঝখানে স্টিভ এসে পড়ায়—যাই হোক্ হোম্স্ পাশের ড্রয়ারে রাখা একটা ফাইল থেকে একটা কাগজ বার করে ওয়াটসনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই যে, এই দেখো, মিসেস মেবার্লির চিঠি। যদি সঙ্গে যেতে চাও তো চলো, ওঁকে টেলিগ্রাম করে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

ওয়াটসন চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন—

প্রিয় হোম্স্,

এই বাড়ির ব্যাপারে পর পর কয়েকটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে। আপনার উপদেশের ওপর আমার প্রচুর আস্থা আছে। কাল সারাদিন আমি বাড়ি আছি। উইল্ড স্টেশন থেকে সামান্য দূরে বাড়িটা। যতোদূর মনে হয় আমার স্বর্গত স্বামী মর্টিমার মেবার্লি আপনার এক প্রাক্তন মক্কেল ছিলেন। ইতি আপনার বিশ্বস্ত মেরি মেবার্লি।

ঠিকানাটা হলো—থ্রি গেবলস্, হ্যারো, উইল্ড্।

অতএব যথাসময়ে হোম্স্ এবং ওয়াটসন আসতেই বয়স্ক ভদ্রমহিলা ওদের সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলেন। হোমস বললেন, আপনার স্বামীর কথা আমার ভালো করেই মনে আছে। তাও তো অনেকদিনই হলো। একটা সামান্য ব্যাপার আমি তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।

মেরি মেবার্লি বললেন,—আমার ছেলে ডগলাসের সঙ্গে আপনার আরও বেশি আলাপ ছিল।

প্রচুর কৌতূহলের সঙ্গে হোম্স্ বললেন, তাই নাকি, ডগলাস মেবার্লির মা আপনি! হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ ছিল। ওরকম প্রাণ চঞ্চল সুপুরুষ আমি কমই দেখেছি। কোথায় এখন সে?

মেবার্লি রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, মারা গেছে মি. হোম্‌স্‌, মারা গেছে। রোমের সহযোগী রাষ্ট্রদূত ছিল সে, গতমাসে নিউমোনিয়ায় মারা যায়।

হোম্‌স্‌ মর্মাহত হলেন শুনে। তারপর বললেন, আচ্ছা ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন তো—

মেবার্লি বললেন, আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। আপনার মনে আছে তো কেমন তাকে হাসিখুশি দেখেছিলেন। যেমন সুন্দর তেমনই ভদ্র। কিন্তু তার পরিণতি মর্মান্তিক। যেমন মনমরা তেমনি খেয়ালী হয়ে উঠেছিল সে। বুক ভেঙে গিয়েছিল তার। মাত্র একটি মাস তারই মধ্যে আমার অমন ছেলে সম্পূর্ণ নিরুদ্যম মনুষ্যবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল।

হোমস প্রশ্ন করলেন—কোনো প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে কি? কোনো নারী?

নারী না বলে শয়তানের নামান্তর বলা যেতে পারে তাকে—মেবার্লি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, যাই হোক্‌ আমার ছেলের কথা শোনাবার জন্যে আজ আপনাকে ডেকে আনিনি মি. হোম্‌স্‌।

হোম্‌স্‌ বললেন, বলুন আমি আর ড. ওয়াটসন শোনবার জন্যে প্রস্তুত। মেবার্লি শুরু করলেন—কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা পর পর ঘটেছে এখানে। এক বছরেরও বেশি হল আমি এই বাড়িটায় আছি। এবং একা একা থাকতে চাই বলে প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই খবর রাখি নি। তিন দিন আগে একজন লোক আমার কাছে আসে, লোকটি বাড়ির দালালি করে। বলে এক খরিদ্দার ঠিক এই ধরনের একটা বাড়িই কিনতে চায়; যে কোনো দাম সে দিতে রাজি। অত্যন্ত বিস্মিত হলাম আমি কারণ এ ধরনের অনেক বাড়িই তো বাজারে পাওয়া যায়, তাই স্বভাবতই আমার কৌতূহল জাগলো। এমন একটা দাম আমি চাইলাম যা আমার কেনা দামের চেয়ে পাঁচশো পাউন্ড বেশি। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজি হয়ে গেল এবং পরক্ষণেই বললো তার খদ্দের সেইসঙ্গে আসবাবপত্রও সব কিনতে চায়, জিজ্ঞেস করল তার জন্যে আমি কী দাম চাইব। এ বাড়ির কিছু আসবাবপত্র আমি আমার পুরোনো বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম। দেখছেনই তো বড় ভালো সেগুলো তাই খুব বেশি করে একটা দাম চাইলাম। এতেও সে এককতায় রাজি হয়ে গেল। দেশভ্রমণের বড়ো ইচ্ছে আমার। তাই দামটা পেলে বাকি জীবনটা আমি ইচ্ছেমতো কাটাতে পারবো। এদিকে গতকাল, হ্যাঁ গতকালই তো, লোকটি দলিল টলিল সব তৈরি করে নিয়ে এলো। আমার উকিল মি. সুট্রোকে দেখাতেই, তিনি দলিলে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে আঁতকে উঠে বললেন, এতো ভারী অদ্ভুত দলিল, জানেন কি, এতে সই করলে আর আপনি এ বাড়ি থেকে কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারবেন না। এমনকি আপনার ব্যক্তিগত জিনিসও এখানে দলিলের শর্তানুযায়ী রেখে যেতে হবে।

লোকটি বিকেল বেলায় আসতেই এ ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে বলল, তা আপনার ব্যক্তিগত জিনিসগুলো—যেমন ধরুন, গয়না, পোশাক পরিচ্ছদ—এসব ব্যাপারে না-হয় কিছুটা শিথিল হওয়া যেতে পারে তবে কোনো কিছুই আমাদের না দেখিয়ে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না। আমার পার্টি ব্যক্তিটি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে একটু খামখেয়ালী। হয় সমস্ত কিছুই নেবেন, না হয় কিছুই নয়

মেবার্লি তখন সরাসরি দালাল লোকটিকে জানিয়ে দিলেন, তাহলে আমি কিছুই বিক্রি করছি না। ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়েছিল সেদিন, কিন্তু একটা খটকা আমার মনে লেগেই ছিল। ঠিক এই সময় আশ্চর্যজনকভাবে একটা বাধা এল। হোমস হাত তুলে ইঙ্গিতে চুপ করতে বললেন, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে গিয়ে, সজোরে দরোজাটা খুলে ফেলেই এক বিপুলবপু স্ত্রীলোককে ঘাড় ধরে নিয়ে এলেন। খুব ধস্তাধস্তি করতে করতে সে ঘরে ঢুকলো। তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো—ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন বলছি! কেন অমন করছেন!

মেবার্লি জিজ্ঞাসা করলেন, কী সুসান, ব্যাপারটা কী বলো তো? সুসান বলল—দেখুন না, আমি আসছিলাম এঁদের জন্যে লাঞ্চের ব্যবস্থা করবো কিনা জিজ্ঞাসা করতে, আর ইনি একেবারে আমার পেছনে লেগেছেন।

হোম্‌স্‌ বললেন, পাঁচমিনিট ধরে আমি ওর নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনার চিত্তাকর্ষক কাহিনীতে বাধা দিতে চাইনি। নিঃশ্বাস ফেলতে একটু বেশি শব্দ ফেলেছো তাই না? তা কানপাতার ব্যাপারে অমন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলা চলে না, বুঝলে?

গোড়মা মুখে অবাক হয়ে সুসান তাকালো হোম্‌সের দিকে। বলে উঠল, কে আপনি, কোন্‌ অধিকারে আমায় অমন করছেন?

হোম্‌স্‌ বললেন, তোমার সামনেই একটা প্রশ্ন করব—আচ্ছা মিসেস মেবার্লি, আপনি যে পরামর্শের জন্যে আমায় চিঠি দিয়েছেন একথা কি আপনি কাউকে বলেছেন?

মেবার্লির সংক্ষিপ্ততম উত্তর—কই, না তো।

তবে কে আপনার চিঠি ডাকে দিয়েছিল? হোমসের প্রশ্ন। এবার ছোট্ট করে মেবার্লি বললেন—সুসান।

এবার হোম্‌স্‌ সুসানকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে তুমি লিখেছ বা খবর পাঠিয়েছ যে উনি আমার উপদেশ চেয়ে চিঠি লিখেছেন?

মিথ্যা কথা। কোনো খবরই আমি দিইনি—সুসানের সুতীব্র প্রতিবাদ।

হোমস এবার ঠাণ্ডা গলায় বললেন, জানো তো সুসান, যাদের অমনভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হয় বেশিদিন বাঁচে না তারা। মিথ্যা কথা বলা খুব খারাপ। তারপর ধমকের স্বরে হোম্‌স্‌ বললেন, বলো, সত্যি করে বলো কাকে জানিয়েছিলে?

মেবার্লি তখন বলে উঠলেন, সুসান, তুমি দেখছি অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক। এখন আমার বেশ মনে পড়ছে সেদিন বেড়ার ওপর দিয়ে কার সঙ্গে কি সব কথা যেন বলছিলে!

হোম্‌স্‌ মেবার্লির কথার সূত্র ধরে বললেন, যদি বলি তুমি বার্নি স্টকডেলের সঙ্গে কথা বলছিলে?

সুসান ক্ষোভের স্বরে বলে উঠল—তা জানেনই যদি তবে ন্যাকামো করে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

হোম্‌স্‌ মৃদু হেসে বললেন—আমি নিশ্চিত ছিলাম না তাই তোমার মুখ থেকে জেনে নিশ্চিত হলাম। আচ্ছা সুসান তোমাকে আমি দশ পাউন্ড দেব, যদি বলে দাও এ ব্যাপারে বার্নির পেছনে আর কে আছে?

সুসান তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—লোভ দেখাবেন দশ পাউন্ড দিতে পারবেন ততোগুলো হাজার পাউণ্ড তিনি হাসতে হাসতে দিতে পারবেন জানবেন।

হোম্‌স্‌ তখন নিজের মনে বললেন, হুঁ কোনো ধনী লোক নিশ্চয় না,—তুমি হাসলে, মহিলাই হবে তাহলে! তা এতোটা যখন জানতে পেরেছি তখন না হয় নামটা বলে দিয়ে নিলেই বা দশ দশটা পাউন্ড।

সুসান খুব রেগে গেল। সে তার মালকিনকে বললো—চলো যাচ্ছি আমি কাজ ছেড়ে—ঢের হয়েছে। কাল আমার জামাকাপড়ের বাক্সটার জন্যে লোক পাঠাবো, দিয়ে দেবেন।

ক্রুদ্ধ সুসান দরোজা বন্ধ করে চলে যেতে হোম্‌স্‌ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, দলটা কাজ বোঝে। দেখলেন তো, কতো কাছে কাছে থেকে ওরা খবর নিচ্ছে। আপনার চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ পড়েছে রাত দশটায়। অথচ এরই মধ্যে সুসান খবরটা বার্নিকে পৌঁছে দিয়েছে আর বার্নিও তার মনিবের কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে, অতঃপর কী করবে তার নির্দেশ নেবার জন্যে। আর সে—পুরুষ বা নারী—যে ভাবে সুসান হেসে উঠেছিল আমি ভুল করেছিলাম ভেবে তাতে নারী বলেই আমার মনে হয়—তখন একটা মতলব করে ব্ল্যাক স্টিভকে ডেকে পাঠায়, আর পরদিন সকালে সে আসে আমায় শাসিয়ে যেতে। বেশ দ্রুতই এগিয়ে চলেছে ওরা।

মেবার্লি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কী চায় ওরা?

হোমস বললেন, সেইটাই হচ্ছে প্রশ্ন। আচ্ছা, আগে এ বাড়িটা কার ছিল? মিসেস মেবার্লি ঝট্‌পট্ উত্তর দিলেন, কেন? এ বাড়িটা ছিল ফার্গুসন নামে নৌবাহিনীর এক ক্যাপ্টেনের।

হোম্‌সের প্রশ্ন—তাঁর মধ্যে বিশেষ কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি?

না, তেমন তো কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু দেখি নি। হোম্‌স্ বললেন—ভাবছিলাম তিনি কিছু মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিলেন হয়তো। অবশ্য আজকাল কেউ টাকা গোপন করতে হলে পোস্ট অফিসের ব্যাঙ্কেই রাখে, কিন্তু পাগলের তো অভাব নেই, তারা না থাকলে পৃথিবী অত্যন্ত একঘেয়ে হয়ে উঠতো। প্রথমটা ভেবেছিলাম হয়তো কোনো মূল্যবান বস্তু মাটির নিচে পোঁতা আছে, কিন্তু তাই যদি তাহলে আসবাবপত্রগুলো কেন নিতে চাইবেন? এমন কী হতে পারে যে র‍্যাফেলের কোনো ছবি বা সেক্‌সপিয়রের কোনো বইয়ের প্রথম সংস্করণ আপনার অজান্তে আপনার কাছে রয়ে গেছে?

না, কেবল ক্রাউন ডার্বির চায়ের সেট ছাড়া দুষ্প্রাপ্য আর কিছুই আমার কাছে নেই।

উঁহু, এতোটা রহস্য তার মধ্যে থাকতে পারে না। তাছাড়া, কী চায় কেন তা স্পষ্ট করে বলছে না? চায়ের সেটাই যদি চাইবে তাহলে সেটার জন্যেই একটা দাম দিতে পারে। ভিটেমাটি শুদ্ধ কেন কিনতে যাবে? আমার মনে হচ্ছে এমন কিছু আপনার আছে যা আপনি জানেন না, এবং জানলে বিক্রি করতে রাজি হবেন না—হোম্‌স্ বললেন।

ওয়াটসন বললেন—হ্যাঁ,—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

হোমস মন্তব্য করলেন,—ড. ওয়াটসনও যখন আমার সঙ্গে একমত তখন আমার কোনো সন্দেহ নেই।

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে হোম্‌স্ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, মিসেস মেবার্লি, সম্প্রতি কি কোনো বস্তু আপনার বাড়িতে এসেছে?

না তো, নোতুন করে কিছুই আমি কিনি নি—মেবার্লি বললেন। হোম্‌স্ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, আচ্ছা, আপনার কী সুন্দরী সুসান ছাড়া আরো এক দাসী আছে, না কি, সেই-ই শুধু, আর যে এক্ষুনি আপনার সদর দরোজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

মেবার্লি ছোট্ট করে বললেন—একটা ছোট মেয়ে আছে। হোম্‌স্ বললেন, চেষ্টা করুন যাতে আপনার উকিল মি. সুট্রো দুএকটা রাত আপনার এখানে এসে কাটান। হয়তো আপনার নিরাপত্তার জন্যে দরকার হবে।

কিসের নিরাপত্তা? মেবার্লির প্রশ্ন।

এখনও সেটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। হোমস ঠোঁটে দাঁত চেপে বললেন, ওরা যে কী চায় তা যখন জানতে পারছি না তখন ব্যাপারটা উল্টো দিক থেকে দেখা যাক, যদি তাতে করে আসল ব্যাপারটায় পৌঁছে যেতে পারি। দালালটা কি কোনো ঠিকানা আপনাকে দিয়ে গেছে?

মিসেস মেবার্লি বললেন,—শুধু তার একটা কার্ড দিয়ে গেছে—তাতে লেখা আছে হেইনস্ জনসন, নিলামকারক মূল্যায়ক।

হোম্‌স্ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, মনে তো হয় না দালালদের নির্দেশক গ্রন্থে তার উল্লেখ আছে। সাধু ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ের স্থান গোপন করে না। যাই হোক, নোতুন কিছু ঘটলেই আমায় জানাবেন। আপনার মামলার রহস্যভেদ আমি করবোই। আপনি নিচিন্ত থাকবেন। হোম্‌সের চোখে তো কিছুই এড়ায় না, হলঘর দিয়ে যেতে যেতে এক কোণে জড়ো করা অনেকগুলো বাক্স পেটরা তাঁর দৃষ্টিগোচর হলো। লেবেলগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ওগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হোম্‌স্ মিসেস্ মেবার্লিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, ওগুলো ডগলাসের জিনিস। এবং তাঁর কাছে জানতে চাইলেন এগুলি খোলেন নি কেন? আর কতোদিন হলো ওগুলো এসেছে? মিসেস মেবার্লি যখন বললেন, গত সপ্তাহে এগুলি এসেছে তখন হোম্‌স্ বললেন, তা, এগুলোর মধ্যেই বোধহয় রহস্য সমাধানের চাবি লুকিয়ে আছে।

মেবার্লি একটু তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন,—তা কী করে থাকবে মি. হোম্‌স্! ডগলাস তো শুধু মাইনেই পেত, আর বছরের শেষে সামান্য কিছু টাকা। তার আর অমন দামি জিনিস কী থাকতে পারে?

কিছুক্ষণ হোম্‌স্ চিন্তায় ডুবে গিয়ে তারপর হঠাৎ সচকিত করে বললেন, আর দেরি করবেন না মিসেস মেবার্লি। এসব এক্ষুনি উপরে আপনার শোবার ঘরে নিয়ে যান। আর যতো তাড়াতাড়ি পারেন এগুলো পরীক্ষা করে দেখুন। কাল এসে আপনি কী পেলেন শুনবো।

হোম্‌স্ ও ওয়াটসন বেশ বুঝতে পারলেন, বাড়িটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। কারণ গলির মোড়ের ধারে গাছের উঁচু বেড়ার কাছে পৌঁছুতে বক্সিং লড়িয়ে স্টিভকে ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। আচমকা তার মুখোমুখি হয়ে পড়লেন হোম্‌স্‌রা। নির্জন জায়গাটায় সে যেন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। পকেটে হাত দিলেন হোমস।

পিস্তল খুঁজছেন বুঝি মি. হোম্‌স্, স্টিভের কথার উত্তরে হোম্‌স্ বললেন, না স্টিভ সেন্টের শিশিটা খুঁজছি!

ভারী মজার কথা বলেন তো আপনি মি. হোম্‌স্। খুব মজা কিন্তু পাবে না—হোম্‌স্ ব্যঙ্গস্বরে বললেন, স্টিভ আমি যদি তোমার পিছু নিই, আজই সকালে তোমায় সাবধান করে দিয়েছি। আর ভয় পেয়ে স্টিভ বলল—মি. হোম্‌স্ আপনি যা বলেছেন তা ভেবে দেখেছি। মি. পার্কিনসের ব্যাপারে আর কোনো কথা বলব না। পারি তো বরং আপনাকে সাহায্য করবো মি. হোম্‌স্।

হোম্‌স্ এবার দৃঢ়স্বরে বললেন,—বলো তাহলে কে এই ব্যাপারের পেছনে আছে?

স্টিভ বলল, বিশ্বাস করুন মি. হোম্‌স্, সত্যি কথাই আপনাকে বলছি, সত্যিই আমি জানি না। আমার মনিব বার্নির আদেশমতো আমি চলি।

হোমস বললেন, তাহলে মনে রাখবে, এই বাড়ির মহিলাটি, এবং এ বাড়ির সমস্ত কিছুই আমার তত্ত্বাবধানে আছে—কক্ষনো ভুলবে না।

স্টিভ্ আমতা আমতা করে বললেন—আচ্ছা, মি. হোম্‌স্ ভুলবো না।

স্টিভ্ চলে যেতেই হোম্‌স্ আর ড. ওয়াটসন এই মামলাটার ব্যাপারে আলোচনা করতে করতে এবং পরদিনের প্রোগাম ঠিক করে যে যার জায়গায় বিশ্রাম করতে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ওয়াটসন যখন হোম্‌সের বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে এলেন, তখন শুনলাম টেলিগ্রাম করে মিসেস মেবার্লির উঁকিল মি. সুট্রো জানিয়েছেন যে, গতরাতে তার মক্কেলের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। পুলিশের দখলে এখন বাড়িটা।

শিস দিয়ে উঠে মি. হোমস বললেন,—নাটক চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এই সুট্রো অবশ্য ওঁর উকিল, কিন্তু আমি ভুল করেছি তোমায় কালকের রাতটা ওবাড়ির প্রহরায় কাটাতে না বলে। ভদ্রলোক অকম্মার ঢেঁকি। যাই হোক এক্ষুনি চলো—আমরা হ্যারো উইল্ডে যাই।

হোমসরা বাড়িটা গতকাল যেমন সুশৃঙ্খল দেখে এসেচিলেন আজ একেবারে ঠিক তার উল্টো দেখলেন। চারিদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। কয়েকজন হুজুগে ঝুঁকে পড়া লোক বাগানের গেটের কাছে জমায়েত হয়েছে আর দু-জন কনস্টেবল জানলাগুলো আর ফুলের বাগানগুলো পরীক্ষা করে দেখছে। ভিতরে যেতে এক ধূসর বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো। উকিল বলে পরিচয় দিলেন তিনি। একজন লালমুখো ইন্সপেক্টার তাঁর কাছে ছিলেন। পুরোনো বন্ধু বলে হোমসকে স্বাগত জানালেন তিনি। তারপর ইন্সপেক্টরটি মুচকি হেসে বললেন, মি. হোমস এ মামলায় আপনি কোনো সুযোগই পাবেন না। এ এক অতি সাধারণ ডাকাতি ছাড়া কিছু নয়, পুলিশই এ তদন্তের ব্যাপারে যথেষ্ট—বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হবে না।

হোমস শ্লেষমিশ্রিত স্বরে বললেন, হুঁ, মামলাটা যোগ্য হাতেই পড়েছে। আপনি ঠিকই ধরছেন, এটা একটা অতি সাধারণ ডাকাতি, বেশ বেশ!

ইতিমধ্যে অসুস্থ মিসেস মেবার্লি একজন দাসীর কাঁধে ভর দিয়ে সেখানে এসে অতি কষ্টে

বললেন, আপনি আমায় সদুপদেশ দিয়েছিলেন মি. হোম্‌স্, কিন্তু হায়, সে উপদেশ আমি নিই নি, মি. সুট্রোকে আর বিরক্ত করতে চাই নি। তার ফলে আমি সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়েছিলাম।

উকিল ভদ্রলোক বললেন, মাত্র আজ সকালে আমি ব্যাপারটা শুনলাম।

হোম্‌স্ বললেন, মিসেস্ মেবার্লি আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে না সমস্ত ঘটনাটা খুলে বলবার মতো শক্তি আপনার আছে।

একটা মোটা নোটবুক দেখিয়ে ইনসপেক্টর বললেন, সবই লিখে নিয়েছি এখানে।

মেবার্লি বললেন, আমি নিজে মি. হোম্‌স্‌কে সংক্ষেপে দু-একটা কথা বলতে চাই—শয়তান সুসান ওদের ও বাড়িতে ঢোকবার ব্যবস্থা করে দেয়—বাড়িটার প্রতিটি আনাচ কানাচ পর্যন্ত ওদের জানা ছিল। পলকের জন্যে টের পেয়েছিলাম ক্লোরোফর্ম-লাগানো একটা কাপড় আমার মুখে চেপে দেওয়া হচ্ছে। তবে এখন ঠিক মনে করতে পারছি না কতোক্ষণ আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। জ্ঞান যখন ফিরল দেখলাম, একটা লোক আমার বিছানার পাশে, আর একটা লোক আমার মালপত্র থেকে এক বান্ডিল কাগজ হাতে করে উঠে দাঁড়াচ্ছে, তার খানিকটা খোলা আর একটা অংশ মেঝেতে পড়ে আছে। সে পালাবার আগেই আমি গিয়ে ধরে ফেললাম তাকে।

ইন্সপেক্টর বললেন, সাংঘতিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন আপনি। মিসেস মেবার্লি দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, যখন তাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, তখন সে আমায় ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দেয়, আর তার সঙ্গী বোধহয় আঘাত করে আমাকে। তারপর আর কিছু ঠিক মনে পড়ছে না। গোলমাল শুনে দাসী মেরি মুখ বাড়িয়ে খুব চেঁচামেচি শুরু করে। আর তাই শুনে পুলিশ আসে। কিন্তু পুলিস আসার আগেই শয়তানগুলো পালিয়ে যায়।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন,—কী কী জিনিস ওরা নিয়েছে? মেবার্লি সহজ গলায় বললেন, আমার ছেলের বাক্সে দামী জিনিস তো কিছুই ছিল না। কী আর নেবে? তবে একটা কাগজ পেয়েছি, ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় হয়তো সেটা ছিঁড়ে গিয়ে থাকবে। কুঁকড়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। লেখাটা আমার ছেলের হাতের।

ইন্সপেক্টারের থেকে কাগজটা চেয়ে নিয়ে হোম্‌স্ পরীক্ষা করবার পর তাকে প্রশ্ন করলেন—এতে আপনি কি বুঝেছেন?

ইন্সপেক্টরটি দরাজ গলায় বলল—কোনো অদ্ভুত উপন্যাসের শেষ অংশ বলে মনে হচ্ছে!

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন,—এক অদ্ভুত মামলার শেষাংশ বলেও প্রমাণিত হতে পারে। পৃষ্ঠার উপরের সংখ্যাটা আপনি লক্ষ করে থাকবেন—২৪৫। বাকি ২৪৪ পৃষ্ঠা কোথায়? এরকম কাগজ চুরি করবার জন্যে এভাবে বাড়িতে ঢোকা আশ্চর্য—আচ্ছা, এ থেকে আপনার কী মনে হয় ইন্সপেক্টর?

ইন্সপেক্টার ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি না করতে পেরে মন্তব্য করল—এ আর এমন কি—শয়তানগুলো তাড়াহুড়োয় হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে যা পেয়েছে তাইই নিয়ে গেছে।

মিসেস মেবার্লি বললেন, কী কারণে ওরা আমার ছেলের জিনিসে হাত দিল।

হোম্‌স্ এবার জানলার কাছে এসে ওয়াটসনকে কাগজটা পড়ে দেখতে বললেন। লেখাটা একটা বাক্যের মাঝখান থেকে শুরু—

"মুখের ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছে, কিন্তু তার হৃদয় থেকে যে রক্ত ঝরছে তা কিছুই নয় সে তুলনায়, সে মুখের জন্যে সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল সেই মুখ তার যন্ত্রণা আর অবমাননা লক্ষ করে হাসছিল, এমন হৃদয়হীন শয়তান সে। সেই মুহূর্তেই হল প্রেমের মৃত্যু ও যন্ত্রণার সঞ্চার। কিছু অবলম্বন করেই মানুষ বেঁচে থাকে, কিন্তু সে বস্তু তোমার আলিঙ্গন নয়, সে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিকল করে দিয়ে আমার নির্মম প্রতিশোধ।" কী অদ্ভুত ব্যাকরণ! কাগজটা

ইন্সপেক্টারের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে হেসে হোম্‌স বললেন,—লক্ষ্য করলে “যে” কীভাবে হঠাৎ “আমি” হয়ে গেল? কাহিনীর সঙ্গে লেখক এমনই একাত্ম হয়ে গেছে যে চরম মুহূর্তে নিজেকেই কাহিনীর নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করে বসেছে।

নিতান্ত ফালতু লোক বলে লোকটাকে মনে হচ্ছে, কাগজটা পকেটে পুরতে পুরতে ইন্সপেক্টার বললেন—একি, চললেন নাকি মি. হোম্‌স্?

আপনার মতো লোকের হাতে যখন পড়েছে তখন আর আমার কী করবার আছে? আচ্ছা মিসেস মেবার্লি, আপনার দেশভ্রমণের ইচ্ছের কথা বলছিলেন না?

আমার সারা জীবনের স্বপ্ন হলো তাই মি. হোম্‌স্, মেবার্লি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, টাকা থাকলে আমি সারা পৃথিবী ঘুরে দেখতাম।

ইন্সপেক্টর আর নিজের কেরামতি দেখাবার সুযোগ পাচ্ছেন না দেখে একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়লেন।

হোম্‌স্ বললেন, ওয়াটসন আমরা মামলার শেষ পর্বে এসে উপস্থিত হয়েছি। তাহলে মামলাটা শেষ করেই ফেলা যাক্। তুমি সঙ্গে তাকলে ভালো হয়, কারণ ইসাডোরা ক্লিন-এর মতো মহিলার সঙ্গে কারবারের সময় কোনো সাক্ষী থাকা ভালো ওয়াটসন। একটু অবাক হতেই হোম্‌স্, বললেন—তোমার ইসাডোরা ক্লিন নামটা মনে পড়ছে না? অপূর্ব সুন্দরী হিসেবেই তো তিনি বিখ্যাত। সৌন্দর্যে তাঁর ধারে কাছে কেউ ছিল না! খাঁটি স্পেনীয়, ছলনাময়ী কনকুইস্টাডোর্সের সরাসরি উত্তরাধিকারি। বয়স্ক জার্মান, চিনির ব্যবসায়ের সম্রাট ক্লীনকে বিয়ে করেন তিনি এবং কিছুকালের মধ্যেই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ও সবসেরা সুন্দরী বিধবা হিসেবে স্বীকৃতিও পান। অনেক প্রণয়ী ছিল তাঁর। মিসেস মেবার্লির ছেলে ডগলাস মেবার্লি ছিল তখন লণ্ডনের এক সেরা তরুণ—সেও তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল। মহিলাটির খেয়াল আর নিষ্ঠুরতার চরিত্র ডগলাস বুঝতে পারেনি।

ড. ওয়াটসন ভ্রূ কুঁচকে বললেন,—ওটা তাহলে ডগলাস মেবার্লির নিজের কাহিনী?

হোম্‌স্ উল্লাসে টান টান হয়ে বললেন,—এই তো তুমি সূত্রগুলোর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারছো। শুনেছি তিনি লোমন্ড-এর ডিউককে বিয়ে করতে চান—যিনি বয়সে তাঁর পুত্রতুল্য। বয়সের তারতম্যটা হয়তো ডিউকের মা উপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু তাই বলে এতো বড়ো একটা কেলেঙ্কারি, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।

ওয়েস্ট এন্ড-এর একটা সেরা মোড়ের বাড়ি সেটা। এক ভৃত্য যন্ত্রের মতো আমাদের কার্ড নিয়ে ভিতরে গেল। কিন্তু ফিরে এল এই খবর নিয়ে যে তিনি বাড়ি নেই।

আনন্দের সঙ্গে হোম্‌স্ বললেন, তাহলে অপেক্ষা করছ যতোক্ষণ না ফিরচেন!

ভৃত্যটি রেগেমেগে বলল, বাড়ি নেই বলতে, মানে তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন না।

হোম্‌স্ বললেন, বেশ, তাহলে আর অপেক্ষা করতে হলো না। এই লেখাটা নিয়ে দেখাও তাঁকে। নোটবুকের একটা কাগজ নিয়ে দু-তিনটে কথা তাতে লিখে, কাগজটা মুড়ে তার হাতে দিলেন।

ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন, কী লিখলে হোম্‌স্?

লিখে দিলাম 'তাহলে কি মামলাটা পুলিশের হাতে যাবে?' হোম্‌স্ বললেন, বোধ হয় এবার ঠিক কাজ হবে।

হ্যাঁ, ঠিক মন্ত্রের মতোই কাজ হলো। মিনিটখানেক পরেই যে বসবার ঘরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, সে যেন আরব্যরজনীর কোনো ঘর! যেমন চওড়া তেমনি অপূর্ব চমৎকার। প্রায় অন্ধকার সে ঘর। সেই ঘরের এখানে ওখানে গোলাপি বৈদ্যুতিক বাতির আভা। তিনি অবশেষে এলেন। দীর্ঘ, নিখুঁত, সম্রাজ্ঞীসুলভ চেহারা, সুন্দর মুখখানা যেন মুখোস একটা। অপূর্ব দুই

চোখের স্পেনীয় সুলভ দৃষ্টিতে হোম্‌স্‌দের দিকে তাকালেন। সে দৃষ্টিতে জিঘাংসা।

কেন এই অনধিকার চর্চা? এই অপমানকর চিঠিটা কেন দিয়েছেন? কাগজটা তুলে ধরে ইসাডোরা ক্লিন কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

হোম্‌স পাইপ টানতে টানতে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলেন—আপনার বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার যা বিশ্বাস তাতে তো মনে হয় না, আপনাকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে? তবে একটু ভুল করে ফেলেছেন।

কি বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন—ক্লিন-এর রূঢ় প্রশ্ন।

হোম্‌স্‌ মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে বললেন,—মিসেস ক্লিন ভণ্ডামী করার একটা সীমা আছে। আপনি ভেবেছিলেন আপনার গুণ্ডারা ভয় দেখিয়ে আমায় কর্তব্য থেকে চ্যুত করবেন। আপনিই আমায় বাধ্য করেছেন তরুণ ডগলাস মেবার্লির এই মামলাটা হাতে নিতে। বলেই হোম্‌স্‌ এবং ওয়াটসন উঠে পড়লেন—বিদায়, খুব শিগগির আবার দেখা হবে।

মিসেস ক্লিন আঁৎকে উঠলেন। ব্যাপারটা সামলাবার জন্যে হঠাৎ তাঁর ভেলভেটের মতো নরম হাত দিয়ে হোম্‌সের হাত চেপে ধরে বললেন, বসুন, বসুন, মি. হোম্‌স্‌। ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মানে, বন্ধু বলেই আপনাকে বিশ্বাস করছি। হোম্‌স্‌ মনে মনে হাসলেন। ক্লিন বললেন, আমি স্বীকার করছি আপনার মতো সাহসী লোককে ভয় দেখানোর চেষ্টা করাটা বোকামি হয়েছে।

হোমস বললেন—না—না, কিন্তু সত্যি যা বোকামি হয়েছে তা হল, এমন এক শয়তানের দলের আওতার মধ্যে আপনি পড়েছেন যারা আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারে বা ফাঁস করে দিতে পারে!

ইসাডোরা ক্লিন-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বুক ফুলিয়ে বলল, না-না, অতোটা বোকা আমি নই। বলেইছি তো স্পষ্ট কথা বলবো, তাই বলছি—বার্নি স্টকডেল আর তার স্ত্রী সুসান ছাড়া আর কেউ জানে না কে তাদের কাজে লাগিয়েছে। আর তারাও,—মানে এই প্রথম নয়—এই পর্যন্ত বলে মাথা নেড়ে অর্থপূর্ণভাবে সুন্দর ভঙ্গীতে লোভনীয় হাসি হেসে উঠলেন।

হোম্‌স্‌ ঘাড় নেড়ে বললেন,—বুঝলাম। আগেও তাদের বিশ্বাস করে দেখেছেন, ঠকেন নি।

মিসেস ক্লিন বললেন, শিকারি কুকুর হিসেবে তারা ভালো নীরবে কাজ করে।

হোমস পরিষ্কার করে বললেন, এইসব ককুররা কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে সেই হাতকেই কামড়াতে চায় যে হাত তাদের খাইয়েছে। এই ডাকাতির দায়ে ধরা পড়বে তারা, ইতিমধ্যে পুলিশ তাদের পিছু নিয়েছে।

ওদের ভাগ্যে যা আছে তা ওরা নিজেরাই গ্রহণ করবে। এই শর্তেই ওদের টাকা দেওয়া হয়েছে। আমি এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি না—ক্লীন সাফাই গেয়ে বললেন।

হোমস মুচকি হেসে বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু আমি যদি আপনাকে জড়াই?

না-না, আপনি নিশ্চয়ই তা করবেন না। আপনি ভদ্রলোক। এ হলো এক নারীর গোপন কথা।

তবে আমার প্রথম শর্ত আপনাকে মানতেই হবে, মানে, গল্পের পাণ্ডুলিপিটা আমাকে ফেরৎ দিন—হোম্‌স্‌-এর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন।

ঢেউ খেলানো হাসিতে ফেটে পড়লেন মিসেস ক্লিন। এগিয়ে গেলেন অগ্নিস্থানের দিকে। একরাশ পোড়া জিনিস সেখানে ছিল, শিক ঠুকে ঠুকে গুঁড়িয়ে ফেললেন ওগুলো। বললেন, ফেরত দেব এগুলো? এমন এক শয়তানি আর অপূর্ব রূপ তখন তাঁর মধ্যে ফুটে উঠল, আর এমন একটা বেপরোয়া হাসি, যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

হোমস ঠাণ্ডা গলায় বললেন,—আপনার ভাগ্য তাহলে ওখানেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কাজ সারার ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত তৎপর সন্দেহ নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আর অপরাধটা আপনার এক তা গোড়া থেকেই।

মিসেস ক্লিন স্বীকার করলেন, তা বটে। চমৎকার ছেলে এই ডগলাস, কিন্তু দেখা গেল আমার মতলবের সঙ্গে সে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। সে চায় আমাকে বিয়ে করতে। মি. হোম্‌স্—এক কপর্দকহীন সাধারণ লোককে কি করে বিয়ে করি আমি? কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। বিয়ে না করে তার তৃপ্তি নেই। একবার দেহটা দিয়েছিলাম তার অনুনয় বিনয় রক্ষা করতে। কিন্তু ওর নেশা পেয়ে বসেছিল। একবার দিয়েছি বলে সে ভেবেছিল চিরকালই দেব; এবং দেব কেবল তাকেই। এ সহ্য করা সম্ভব হল না, তাই শেষ পর্যন্ত তা বোঝাতে বাধ্য হলাম তাকে।

হ্যাঁ, ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে, আপনারই বাড়ির নিচে—হোমস তির্যক ভঙ্গিতে বললেন।

মিসেস ক্লিন একবার কেঁপে উঠলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আপনি তো তাহলে সবই জানেন। বার্নি আর তার দলবল ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং আমি স্বীকার করছি, একটু রুক্ষভাবেই তা করেছিল। কিন্তু ও তখন কী করল সেটা দেখুন। কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে কখনও ওরকম করা সম্ভব? একটা বইয়ে ও ওর জীবনের কাহিনী লিখল আমাকে জড়িয়ে। অবশ্য নামধাম সব পাল্টে দিয়েছিল। কিন্তু লণ্ডনে এমন কে আছে যে বুঝবে না? আপনার কী মনে হয় মি. হোমস। বইটার একটি অবিকল নকল কপি আমার কাছে পাঠিয়ে লিখেছিল যাতে আগে থেকেই আমায় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। লিখেছিল লেখাটার আর একটা নকল আছে, সেটা প্রকাশ করার জন্যে। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তবে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে, কোনো প্রকাশকই ওই গল্পটি ছাপতে চায় নি। কিন্তু তারপরেই হয় ডগলাসের আকস্মিক মৃত্যু। কিন্তু যতোদিন না পাণ্ডুলিপিটার সেই নকলটা ধ্বংস হচ্ছে ততোদিন আমার নিরাপত্তা নেই। সেটা তার অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যেই থাকবে এবং সেগুলো তার মার কাছে আসবে জানতাম। তখন আমি দলটাকে কাজে লাগালাম। তাদের একজন ভৃত্য হয়ে বাড়িতে চাকরি নিল। কাজটা আমি সৎভাবেই হাসিল করতে চেষ্টা করেছিলাম। বাড়িটা আমি প্রথমে সমস্ত মালপত্র-সহ কিনতে চেয়েছিলাম, যে কোনো দামে। কিন্তু, আপনি তো জানেন আমার সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। তখন আমি এই উপায় নিতে বাধ্য হলাম। স্বীকার করছি, মি. হোমস ডগলাসের ওপর আমি বড় নিষ্ঠুর হয়েছি এবং ঈশ্বর জানেন আমি তার জন্যে দুঃখিত। আমি আমার ভবিষ্যৎ তো আর নষ্ট করতে পারি না! কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন শার্লক হোমস, তারপর বললেন, হুঁ এবারও দেখছি আমায় একটা অপরাধের সঙ্গে আপোস করতে হচ্ছে। আচ্ছা, খুব আরামে পৃথিবী ভ্রমণ করতে কীরকম খরচ পড়তে পারে?

অবাক বিস্ময়ে ভদ্রমহিলা হোম্‌সের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন।

হোম্‌স্ বললেন, হাজার দশেক পাউন্ড বোধ হয়, তাই না? মিসেস ক্লিন বললেন আসছি। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে এসে একটি দশ হাজার পাউন্ডের চেক লিখে হোম্‌সের হাতে দিয়ে বললেন, মি. হোমস এটি ডগলাসের মায়ের হাতে দিয়ে দেবেন। আমি তাঁর পৃথিবী ভ্রমণের দায়িত্ব নিলাম। আরও যদি কিছু লাগে তাহলেও দেব।

হোম্‌স্ মিসেস্ ক্লিনকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ,—আপনার বুদ্ধির পরিচয় আবার পেলাম। তবে হ্যাঁ, সাবধান, মনে রাখবেন ধারালো অস্ত্র নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে গেলে নিজের কমনীয় হাতটাই কোনোদিন কেটে ফেলবেন কিন্তু। এবার থেকে একটু সমঝে চলবেন। আচ্ছা চলি। মি. হোমস এবং ড. ওয়াটসন বিদায় জানিয়ে উঠে পড়লেন এবং সেখান থেকে সোজা মিসেস মেরি মেবার্লির বাড়িতে।

## সিংহের কেশর

ফিটসরয় ম্যাকফারসন হলেন বিজ্ঞানের শিক্ষক। সুন্দর এই তরুণটি, কিন্তু তাঁর জীবনে উন্নতির পথ বাত-জ্বরের পরেই হৃৎপিণ্ডের রোগের ফলে রুদ্ধ হয়ে গেছে। খেলায় ধুলোয় একটা স্বাভাবিক নৈপুণ্য তাঁর আছে। এবং যেসব খেলা খুব বেশি শ্রমসাপেক্ষ নয় সেগুলোয় অত্যন্ত পারদর্শী তিনি। শীত, গ্রীষ্ম নির্বিশেষে তিনি সাঁতরাতে যেতেন এবং যেহেতু হোমস নিজেও

একজন পাক্কা সাঁতারু, তাই প্রায়ই একসঙ্গে সাঁতার কাটতেন ওয়াটসনও।

এমন সময় ভদ্রলোককে দেখা গেল। ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের ধারে যেখানে পথ শেষ হয়েছে, সেখানে তাঁর মাথাটা ওয়াটসনের চোখে পড়ল। তারপর সমস্ত শরীরটাই তার উপরে উঠে এল। মাতাল মানুষের মতো টলমল করছেন তিনি। পরমুহূর্তেই তিনি দু-হাত মাথার ওপর তুলে, ভয়ঙ্কর চিৎকার করে পড়ে গেলেন মুখ থুবড়ে। স্ট্যাকহার্স্ট আর হোমস দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে চিত করে শুইয়ে দিলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল তিনি আর বাঁচবেন না। কোটরাগত চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি আর ভয়াল বিবর্ণ গাল লক্ষ্য করে বোঝা গেল তার জীবনের পরিচয়। তারপর সাবধানতাসূচক দু-একটা কথা তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। জড়ানো, অস্পষ্ট সে কথা, কিন্তু তাহলেও শেষ যে কথাটা প্রায় চিৎকারের মতো তার বিকৃত মুখ থেকে বেরিয়ে এল সেটা হোমসরা শুনলেন—'সিংহের কেশর।' কথাটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক, দুর্বোধ্য এবং অবোধ্যও বলা চলে। হোমস অনেক চেষ্টা করেও কথাটার অর্থ খুঁজে পেলেন না। তারপর ম্যাকফারসন তার অর্ধেকটা শরীর মাটি থেকে তুলে, মুহূর্তের মধ্যে দু-হাত আকাশে ছুড়লেন, তারপর পড়ে গেলেন কাৎ হয়ে। মৃত্যু হল তাঁর।

ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আকস্মিকতায় হোম্‌সের সঙ্গী স্ট্যাকহার্স্ট হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু হোমসের সমগ্র অনুভূতিই হয়ে উঠল অত্যন্ত সজাগ। এবং তিনি বুঝতে পাররেন যে এক অসাধারণ ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি।

মৃত ম্যাকফারসনের পরণে ছিল বারবেরি ওভারকোট আর প্যান্ট, পায়ে ফিতে না দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতো। ওভারকোটটা কেবলমাত্র তাঁর কাঁধে লাগানো থাকায় পড়ে যাওয়ার সময় তা খসে গিয়ে তাঁর খোলা পিঠটা দেখা যাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন হোমস—পিঠে যেন কোনো পাতলা চাবুকের দাগ আর তা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। বীভৎস ক্ষতগুলো তার কাঁধ আর পাঁজর ঘিরে দেখা যাচ্ছে। থুতনি বেয়ে রক্ত পড়ছে। কারণ যন্ত্রণার চোটে তাঁর নিচের ঠোঁট কামড়ে ফেলেছিলেন তিনি।

হোম্‌স মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন, আর স্ট্যাকহার্স্ট দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ ঐ প্রতিষ্ঠানের অঙ্কের মাস্টারমশাই আয়ান মার্ডাক সেখানে হাজির হলেন। ভদ্রলোক লম্বা, কালচে, রোগা এবং এতোই স্বল্পভাষী আর অমিশুকে যে তার কোনো বন্ধু ছিল না। তিনি সবসময় নিজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। ছাত্রেরা তাঁকে একটু অদ্ভুত বলে মনে করত। মাঝে মাঝে রেগে গেলে তার কয়লাকালো চোখের দৃষ্টিতে তাঁর কালো মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত। একবার ম্যাকফারসনের ছোট কুকুরটার পর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কুকুরটাকে তুলে কাচের জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে খুবই পারদর্শী ছিলেন বলে তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। এই অদ্ভুত জটিল চরিত্রের মানুষটি তখন হোম্‌সদের পাশে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বলল—আহা, বেচারা। কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি। এদৃশ্যে তাকে বড়ই বিচলিত বলে মনে হল। বলা বাহুল্য সেই কুকুরের ঘটনার পর থেকে এদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল না।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি ছিলেন ওর সঙ্গে? বলতে পারেন কী হয়েছিল?

না না, আজ সকালে আমার দেরী হয়ে গেছিল। আদৌ নদীর তীরে আসিনি। সোজা 'গেবলস্' থেকে আসছি। কী করতে পারি এখন? আয়ান মার্ডাক বলল।

হোম্‌স্ বললেন, তাড়াতাড়ি ফুলওয়ার্থে চলে গিয়ে পুলিশে খবর দিন।

একটাও কথা না বলে দৌড়ে তিনি চলে গেলেন। স্ট্যাকহার্স্টের ঘোর তখনও কাটে নি, তিনি মৃতের কাছেই রইলেন। আর হোমস রাস্তার ওপরে উঠে একদৃষ্টিতে সমস্ত অঞ্চলটা দেখে নিলেন। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। শুধু অনেক দূরে দু-একটা কালো মূর্তি ফুলওয়ার্থ গ্রামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল।

মামলাটার গভীরে প্রবেশ করেছেন হোম্‌স্‌। এরকম আশ্চর্য মামলা তার মুখ কমই এসেছে। বড়জোর পনেরো মিনিট, তার বেশিক্ষণ ম্যাকফারসন সমুদ্রতীরে থাকেন কি। স্ট্যাকহার্স্ট, গেবলস থেকে তাঁর পিছু পিছু আসছিলেন, অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি স্নান করতে গিয়েছিলেন, পোশাক ছেড়েছিলেন, খালি পায়ের ছাপই তার প্রমাণ। তারপর হঠাৎ তাড়াতাড়িতে কোনরকমে পোশাক পরে নেন। পোশাকগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেল ওগুলো সব কোঁকড়ানো, মোচড়ানো এবং বোতাম না লাগানো। আর ফিরে এসেছেন স্নান না করেই আর যদি বা স্নান করে থাকেন, গা না মুছে। এই মতলব পাল্টাবার কারণ হলো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অমানুষিক কোনো আতঙ্ক। সেই আতঙ্কের বিভীষিকায় নিজের ঠোঁট কামড়ে ফেলেছিলেন। এবং যেটুকু ক্ষমতা তখনও অবশিষ্ট ছিল তাতে করে গুঁড়ি মেরে এগোতে গিয়ে মারা পড়েছেন। কার এই বর্বরোচিত কাজ? অবশ্য পাহাড়ের নিচে কয়েকটা গুহা আছে, কিন্তু সূর্য তখনো নিচে, সূর্যের আলোয় গুহাগুলোর ভেতরটাও বেশ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সেখানে কারও লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। সমুদ্রে গোটা দুই তনি মাছ ধরার নৌকো, খুব বেশি দূরে নয় সেগুলো। নৌকোর যাত্রীদের পরীক্ষা করা যেতে পারে।

শেষপর্যন্ত মৃতদেহের কাছে যখন ফিরে এলেন, দেখলেন বেড়াতে আসা মানুষের একটা ছোটখাটো দল সেখানে ভীড় জমিয়েছে। আয়ান মার্ডাক গ্রামের পুলিশ অ্যান্ডারসনকে নিয়ে ঠিক সেই সময়েই ফিরে এসেছেন। লোকটি বলিষ্ঠ, গুম্ফবিশিষ্ট, সাসেক্সের মানুষের মতো একটু মন্থর। কম কথা বলেন, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সবকিছু সে শুনল এবং নোট করল। তারপর সে মি. হোমসকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বলল—আপনার উপদেশ পেলে উপকৃত হব মি. হোম্‌স্‌। এতো বড়ো একটা ব্যাপারের কিনারা করা আমার পক্ষে কঠিন, এবং না পারলে আমাকে লিউইসের কাছে কথা শুনতে হবে।

হোম্‌স্‌ তাকে একজন তার ওপরওয়ালা আর একজন ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। আর নির্দেশ দিলেন, কোনো কিছুই যেন নড়াচড়া করা না হয় এবং যেন নতুন পায়ের ছাপ বেশি না পড়ে যতোক্ষণ না তাঁরা আসছেন। ইতিমধ্যে হোম্‌স্‌ মৃতদেহের পকেট খুঁজে রুমাল, একটা ছোট আর একটা মস্ত বড় ছুড়ি, ভাজ করা কার্ডের বাক্স পেলেন। কার্ডের বাক্স থেকে একটুকরো কাগজ বেরিয়ে ছিল। হোমস তা নিয়ে পুলিশটির হাতে দিলেন। আঁকাবাঁকা মেয়েলি হাতে তাতে লেখা : 'অতি অবশ্যই আমি ওখানে থাকব—মডি'। প্রেমের ব্যাপার বলেই মনে হল, কোথায় এবং কখন, তা জানা গেল না। কার্ডের বাক্সে পুনরায় সেটা রেখে দিয়ে, তারপর অন্যসব জিনিসের সঙ্গে সেটাও মৃতের পকেটে রেখে দেয়া হল। হোমস প্রাতরাশের জন্যে বাড়ি ফিরে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, যাতে গুহাগুলো ভালো করে খোঁজ করে দেখা হয়।

দুই তিনঘণ্টা বাদে বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে স্ট্যাকহার্স্ট এসে খবর দিলেন মৃতদেহ গেবলসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে করোনারের বিচার হবে। গুহাগুলোতে কিছু পাওয়া যায় নি। তবে ম্যাকফারসনের ডেস্কের কাগজগুলো পরীক্ষা করে জানা গেছে, ফুলওয়ার্থের মিস্ মড বেলামির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। চিঠিগুলো পুলিশের কাছে আছে।

হোম্‌স্‌ অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, তাহলে তো এখন মেয়েটির খোঁজ করে দেখতে হবে। চেনেন তাঁকে?

স্ট্যাক্‌হার্স্ট সানন্দে বললেন, সকলেই তাঁকে চেনে। ও অঞ্চলের সবচেয়ে সুন্দরী সে। সত্যিকারের সুন্দরী। অনেক লোকের ভিড়ে তাঁকেই প্রথমে চোখে পড়ে। জানতাম ম্যাকফারসন তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু জানতাম না, তা এতো দূর গড়িয়েছে?

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু কে সেই মহিলা?

স্ট্যাক্‌হার্স্ট উত্তর দিলেন—সে হল বুড়ো মি. টম বেলামির কন্যা। ফুলওয়ার্থের যাবতীয় নৌকার মালিক তিনি। জীবন শুরু করেছিলেন জেলে হিসেবে। এখন মোটা টাকা করেছেন।

ওর ছেলের চিনির কল আছে। চলুন আমিই নিয়ে যাব আপনাকে।

মি. বেলামিকে মনে হল মধ্যবয়সী। তাঁর মাথার চুল জ্বলজ্বলে লাল। অত্যন্ত খারাপ মেজাজে ছিলেন তিনি। মুখের রঙও মাথার চুলের মতো হয়ে উঠেছে। বলে উঠলেন, তনা মশাই, কোনো খুঁটিনাটি বিষয় আমি জানাতে চাই না। আমার এই ছেলেও—এই বলে, এক স্বাস্থ্যবান গোমড়ামুখো প্রকাণ্ড মাথার এক তরুণ বসবার ঘরের এক কোণে ছিল—তাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে একমত যে, মি. ম্যাকফারসন যেভাবে মড্-এর সঙ্গে ব্যবসার করতেন তা রীতিমতো অপমানকর। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে করবেন একথা তিনি একবারও বলেন নি, অথচ তবুও চিঠি লিখতেন, ওর সঙ্গে দেখা করতেন। তাছাড়াও এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে আমরা তার অভিভাবক হিসেবে কিছুতেই মানতে পারছি না। ওর মা নেই, আমরা ঠিক করেছি—

ঠিক এমন সময় মেয়েটি স্বয়ং এসে তার বাবার কথাটা কেড়ে নিয়ে স্ট্যাকহার্স্টের সামনে দাঁড়াল।

হোমস তাঁর সৌন্দর্যে প্রথমটায় একটু অভিভূত হলেও মস্তিষ্কের দ্বারা তিনি হৃদয়াবেগকে সংবরণ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, মি. ম্যাকফারসন মারা গেছেন। অতএব সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলতে ইতস্তত করবেন না।

মি. বেলামির ছেলে উইলিয়াম গাঁক্, গাঁক্ করে বলল—আমার বোন্‌কে কেন এ ব্যাপারে জড়ানো হচ্ছে?

তীক্ষ্ণ, কঠিন দৃষ্টিতে মেয়েটি তাকাল ভাইয়ের দিকে। সেটা আমি বুঝবো, উইলিয়াম। তুমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলালে খুশি হবো। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, একটা অপরাধ ঘটে গেছে। যদি অপরাধীকে খুঁজে বার করার ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারি তো মৃতের পক্ষে কিছু কাজ করা হবে বলে আমি মনে করি।

স্ট্যাকহার্স্টের মুখে মিস্‌ট মড সব শুনল সংক্ষেপে। এমন সংযত হয়ে মনোযোগ সহকারে শুনল যে আমার মনে হল যে, কেবল অপরূপ রূপই নয়, প্রচুর চরিত্র বলও তার আছে। মড বেলমিকে দেখে মনে হলো হোমসকে সে চিনেছে। কারণ শেষ পর্যন্ত সে হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারপর ভগ্নস্বরে বলল, ওদের বিচারের ব্যবস্থা করুন মি. হোমস। এ ব্যাপারে আমার সহানুভূতি, আমার সাহায্য আপনি পাবেন। মনে হল কথাটা যেন বলবার সময় সে অবজ্ঞার চোখে বাবার আর ভাইয়ের দিকে তাকাল।

হোমস বললেন, ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনি বললেন, 'ওদের'? মানে আপনি কি তাহলে মনে করেন এ ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তির হাত আছে? .

মেয়েটি বলল—মি. ম্যাকফারসনকে আমি ভালো করেই জানতাম। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে তাঁকে অমন আঘাত করা অসম্ভব।

হোম্‌স্ বললেন—আপনার সঙ্গে আড়ালে একটু কথা বলতে পারি?

ঠিক তখনই মেয়েটির বাবা ধমক দিয়ে তাকে বলল—খবরদার এসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বি না।

অসহায়ভাবে মিস মড হোম্‌সের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী করব তাহলে?

হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, ক-দিনের মধ্যেই তো পৃথিবীসুদ্ধ লোক সব কিছু জানতে পারবে। সকলের সামনে আলোচনা করলেও কিছু যায় আসে না। অবশ্য আলোচনাটা গোপনে হলেই ভালো হত। কিন্তু আপনার বাবা যখন আপত্তি করছেন, তখন তিনিও শুনুন। হোমস মৃতের পকেটে পাওয়া চিঠিটার কথা উল্লেখ করে বললেন—এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য জানতে চাই প্রথমে।

মড বলল—রহস্যের তো কোনো কারণ দেখি না। আমাদের বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছিল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করি নি কারণ ম্যাকফারসনের কাকা খুব বুড়ো হয়েছেন। বোধ হয়

আর বেশিদিন বাঁচবেন না। হয়তো তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করলে তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। এ ছাড়া আর কোনো কারণ ছিল না।

সেকথা তো বলতে পারতিস আমাদের—গর্জে উঠলেন বাবা। মেয়েটি বলল—তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের অহেতুক খারাপ ধারণার জন্যেই আমি বলিনি। আর, ওই দেখা করার কথা যেটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে, এই বলে সে তার জামার মধ্যে হাত চালিয়ে একটা দোমড়ানো কাগজ বার করল। বলল—সেটা হচ্ছে এই চিঠিটার উত্তর। চিঠিটা হল—প্রিয়তমে, মঙ্গলবার ঠিক সূর্যাস্তের পরে, সমুদ্রতীরের সেই পুরোনো জায়গাটায়। একমাত্র ওই সময়েই আমি দেখা করতে পারব। এফ. এম.। আজই হচ্ছে মঙ্গলবার, আজ সন্ধ্যায়, আমি দেখা করতে যাব ঠিক করেছিলাম।

হোম্‌স্ চিঠিটা পরীক্ষা করে বললেন, এটাতো ডাকে আসে নি, কী করে এটা পেলেন?

মেয়েটি সোজাসুজি বলল—এ কথার আমি উত্তার দেব না। আপনার তদন্তের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে ওই মৃত্যুর ব্যাপারে সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন যে-কোনো প্রশ্নের আমি মন খুলে উত্তর দেব।

কথাটা সে রেখেছিল। কিন্তু এমন কিছু জানা গেল না যাতে তদন্তের ব্যাপারে কোনো সুবিধা হতে পারে। এমন কিছু তার মনে পড়ে না যা থেকে মনে হতে পারে মি. ম্যাকফারসনের কোনো গুপ্ত শত্রু আছে। তবে একথা স্বীকার করল যে তার নিজের অনেক স্তাবক ছিল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, মি. মার্ডক কি তাদের মধ্যে পড়ে? সেও কি তার স্তাবক ছিল?

এ কথায় মেয়েটি লজ্জার হাসি হাসল। মনে হল কী বলবে ঠিক করতে পারছে না। তারপর বলল, একসময় মনে হতো তাই। কিন্তু যখন তিনি আমাদের আসল সম্বন্ধটা বুঝলেন, তারপর থেকে তাঁর মনে সে ভাব আর জেগে ওঠে নি।

মি. মার্ডক-এর ওপরে যে ছায়া ছায়া ভাব হোম্‌সের মনে ছিল তা যেন ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হোম্‌স্ ভাবলেন তাঁর অতীতটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাঁর ঘরগুলোও। এ ব্যাপারে স্ট্যাকহার্স্টের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্য পাব, কারণ তার মনেও সন্দেহ দানা বাঁধছিল মার্ডক-এর উপর। হোম্‌স্‌রা ফিরে এলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। করোনারের তদন্তে কোনো আলোকপাত না হওয়ায় মুলতুবি রইল, ভবিষ্যতে আরও সাক্ষ্যের আশায়। স্ট্যাকহার্স্ট খুব সাবধানে তাঁর এই কর্মচারীটি সম্বন্ধে খোঁজখবর করলেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। হোম্‌স্ একা সমস্ত জায়গাটা ঘুরে ফিরে দেখলেন সশরীরে এবং মনে মনে কিন্তু নোতুন কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারলেন না। আর কোনো মামলাতেই হোমসকে তার ক্ষমতার শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছতে হয় নি। এমনকি মনে মনেও কোনো সমাধান করতে পারলেন না। আর তারপরেই এল কুকুরের ব্যাপারটা।

হোমসের এক বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী খবর দিলে, মি. ম্যাকফারসনের কুকুরটা মারা গেছে।

এ ধরনের কথা শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না হোমস। প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছিল কুকুরটার?

মনিবের শোকে মারা গেছে—বৃদ্ধটি বলল। আর আশ্চর্যের কথা কুকুরটি এতোই প্রভুভক্ত ছিল যে, সমুদ্রতীরে ঠিক যে জায়গাটায় তার মনিব মারা গেছিল, ঠিক সেই জায়গায় কুকুরটিকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে—সবাই এই কথাই বলছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে হোমস বেরিয়ে পড়লেন। পড়ার ঘরে ছিলেন স্ট্যাকহার্স্ট। হোমসের অনুরোধে তিনি মাডবেরি আর ব্লাউন্টকে ডেকে পাঠালেন, এই দুই ছাত্রই মরা কুকুরটাকে দেখতে পেয়েছিল। ওদের একজন বলল, জলাশয়ের ঠিক ধারটায় পড়েছিল ওটা। হোমস প্রভুভক্ত ছোট্ট প্রাণীটিকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন। হলঘরের মাদুরের ওপরে কুকুরটা শোয়ানো ছিল। শরীরটা একেবারে শক্ত হয়ে গেছে। চোখদুটো যেন বেরিয়ে আসছে কোটর

থেকে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দোমড়ানো, মোচড়ানো, সমস্ত শরীর দিয়ে যন্ত্রণা ফুটে বেরোচ্ছে।

গেবলস থেকে হাঁটতে হাঁটতে হোমস জলাশয়টার কাছে এলেন। সূর্য অস্ত গেছে, পাহাড়ের ক্ষওয়া ডালের ওপর কালো হয়ে পড়েছে। কোথাও জনমানব নেই, জীবনের কোনো সাড়া নেই কেবল দুটো সামুদ্রিক পাখি ছাড়া। মাথার ওপরে তারা ঘুরে ঘুরে চিৎকার করছে। কমে আসা আলোয় অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ল বালির ওপর কুকুরটার পায়ের ছাপ, যে পাথরটার ওপর তার প্রভুর তোয়ালেটি পড়েছিল সেটা ঘিরে এই পায়ের ছাপগুলো। অনেকক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন। ক্রমেই ছায়া আরো নিবিড় হয়ে হোম্‌স্‌কে ঘিরে ফেলতে লাগল। শেষপর্যন্ত বাড়ির পথ ধরলেন হোমস। রাস্তাটার ঠিক মোড়ের কাছটায় এসে হোমসের মাথায় বিদ্যুৎচমকানোর মতো একটা ব্যাপার মনে এল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে ছাদে একটা চিলকোঠার বইভর্তি ঘরে চলে এসে ঘন্টাখানেক ধরে খানা তল্লাসের পর চকোলেট আর রুপালি মলাটের একটা বই নিয়ে বেরিয়ে এলেন। এই বইটার একটা বিশেষ অধ্যায় বারবার পড়তে লাগলেন হোম্‌স্‌। ব্যগ্রভাবে খুঁজতে লাগলেন সেটা। অবশেষে মুখে হাসি ফুটে উঠল তার। অনেক রাতে শুতে গেলেন পরের দিনের জন্য মনে প্রচুর ঔৎসুক্য নিয়ে।

পরদিন সকালে চা-পর্ব সেরে সমুদ্রতীরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন হোম্‌স্‌ এলেন দেখা করতে। ভদ্রলোক ধীর স্থির, শক্ত সমর্থ, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে গভীর চিন্তা। বললেন, আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, মানে অভয় যদি দেন একান্ত ব্যক্তিগত কয়েকটা কথা তাহলে বলি।

হোম্‌স্‌ আশ্বাস দিলেন, মি. বার্ডল বললেন, স্যার, আমি ম্যাকফারসনের মামলায় অনেকখানি এগিয়েছি, এখন বুঝে উঠতে পারছি না গ্রেপ্তার করবো কিনা অপরাধীকে?

মানে, আয়ান মার্ডককে?—হোম্‌সের প্রশ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিশ অফিসার বললেন, ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝবেন অন্য কারো পক্ষে এ সম্ভব হতে পারে না। হোমস বললেন, আমি যে পথে তদন্ত করছিলাম আপনিও সেই একইপথে চলেছেন দেখছি। মি. মার্ডকের চরিত্রের মধ্যে যে রহস্য আছে তার কথা ভাবলে তাকে অপরাধী মনে করা স্বাভাবিক। ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফেটে পড়েন তিনি, যেমনটি দেখা গেছে কুকুরটার ব্যাপারে। অতীতে ম্যাকফারসনের সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কথা আর মিস মড বেলামির প্রতি ম্যাকফারসনের আকর্ষণের ফলে হয়তো তাঁর আপত্তি, এসবও সেই দিকেই নির্দেশ করে সন্দেহ নেই। আর সন্দেহের চূড়ান্তের কারণ হল, সে মার্ডক খুব সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে সবরকম বন্দোবস্ত করছেন।

পুলিশ ইন্সপেক্টর বার্ডল উত্তেজিত হয়ে বললেন—এরকম একটা প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও যদি ওঁর পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে না পারি তো আমাদের খুবই মুশকিলে পড়তে হবে। হোম্‌স্‌ শ্লেষ মিশ্রিতস্বরে বললেন, ভেবে দেখুন তাহলে, আপনার মামলায় কতো ফাঁক রয়ে গেছে। অপরাধের দিন সকালবেলা যে উনি অন্যত্র ছিলেন এ প্রমাণ করা তাঁর পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হবে না। শেষমুহূর্তেও তিনি তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে ছিলেন, এবং ম্যাকফারসনকে যখন শেষ দেখা গিয়েছিল তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি পেছন দিক থেকে আমাদের কাছে আসেন। আরো ভেবে দেখুন, তাঁর মতো বলিষ্ঠ এক ব্যক্তিকে কারো সাহায্য না নিয়ে অমন আঘাত করা কি একেবারেই অসম্ভব নয়? আর, যে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল সেটার কথা ভেবে দেখুন।

তা কোনও রকমের চাবুক ছাড়া আর কী-ই বা হবে? বার্ডল বললেন। হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, পরীক্ষা করে দেখেছেন আঘাতগুলো? বার্ডল উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তারও পরীক্ষা করে দেখেছেন। হোম্‌স গভীর স্বরে বললেন,—আমি আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি, ওই দাগগুলো খুবই অস্বাভাবিক। তাক থেকে একটা বড়ো করে ছাপানো ফটো নিয়ে এসে বার্ডলকে দেখিয়ে বললেন, এসব ব্যাপারে আমি এইভাবেই কাজ করে থাকি। এবার

দেখুন এই ক্ষতচিহ্নটার কথা ধরা যাক। এটা ওঁর ডান কাঁধ ঘিরে দেখা গেছে। কিছু বুঝতে পারছেন?

পুলিশ ইন্সপেক্টর মাথা নেড়ে বললেন—না তো। হোম্‌স্ বলতে লাগলেন, এইকথা জায়গায় রক্ত উপছে পড়েছে, এই আবার আর এক জায়গায় অনেকটা এই ধরনের চিহ্ন এই ক্ষতচিহ্নটাতেও। এর কী অর্থ বলতে পারেন? বার্ডলের কাছ থেকে কোনো জবাব না পেয়ে হোম্‌স্ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে গিয়ে বললেন, খুব শিগগিরি এসব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবো। যখনই জানতে পারবো কী থেকে ঐ ক্ষতের সৃষ্ট হয়েছে তখনই আমরা অপরাধীর অনেকটা কাছাকাছি হয়ে পড়ব।

পুলিশটি বললেন, আমার এই মুহূর্তে একটা ধারণা মনে জাগছে, হয়তো অসম্ভব। সেটা ধরুন যদি গনগনে গরম কোনো তারের জাল ওঁর পিঠে লাগানো হয় তাহলে এই যে কোনো কোনো জায়গায় বেশি করে রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর কারণ হয়তো এই যে, সেইসব জায়গাতেই তারগুলো পরস্পর মিলিত হয়েছে।

হোমস সোল্লাসে চিৎকার করে বললেন, চমৎকার! চমৎকার! আপনি সমস্যার কাছাকাছি আসতে সমর্থ হয়েছেন।

এমন আলোচনা যখন চলছিল, হঠাৎ বাইরের দরোজাটা সশব্দে খুলে গেল। গলিপথে অসমান পথের আওয়াজ। টলতে টলতে প্রবেশ করলেন আয়ান মার্ডাক—মুখে রক্ত নেই, চুল উস্কোখুস্কো, পোশাক অসংবৃত। হাড়সার হাতে চেয়ার ধরে সিধে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। খাবি খেতে খেতে বলে উঠলেন, ব্র্যান্ডি! ব্র্যান্ডি! তারপরেই আর্ত আওয়াজ তুলে সোফার ওপর পড়ে গেলেন। পেছন পেছন স্ট্যাকহার্স্ট ঘরে ঢুকলেন। মাথায় টুপি নেই, ভীষণ হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছেন। তিনিও বলে উঠলেন হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্র্যান্ডি! প্রায় শেষ অবস্থা ওঁর। কোনো রকমে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছি, দু-দু'বার পথে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন—স্ট্যাকহার্স্ট বললেন।

নির্জলা ব্র্যান্ডি আধ গেলাস মতো খাওয়ানোর ফলে এক আশ্চর্য পরিবর্তন তাঁর মধ্যে এল। এক হাতে ভর দিয়ে উঠে কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কাঁধ থেকে। চিৎকার করে উঠলেন—ঈশ্বরের দোহাই—তেল, আফিম, মর্ফিন—যা আছে দিন। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না।

দৃশ্যটা দেখে চিৎকার করে উঠলেন মি. হোমস এবং পুলিশ ইন্সপেক্টর। ভদ্রলোকের খালি পিঠের ওপর সেই একই ধরনের লাল, জ্বলন্ত রেখার কাটাকাটি যার ফলে মি. ফিটসরয় ম্যাকফারসনের মৃত্যু হয়।

যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি হচ্ছিল, এবং কেবলমাত্র ক্ষতস্থানেই সীমিত ছিল না, কারণ মাঝে মাঝেই তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যে-কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। যতোবার মুখে ব্র্যান্ডি ঢেলে দেওয়া হলো প্রত্যেকবারই তাঁর মধ্যে জীবনের আভাস সঞ্চার হতে লাগল। তুলোয় ভিজিয়ে স্যালাড তেল ক্ষতস্থানগুলিতে লাগাবার পর মনে হলো যন্ত্রণার কিছু উপশম হল। শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথাটা ভারী হয়ে সোফায় ঢলে পড়ল। জীবনী শক্তির শেষবিন্দু পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেল—আধো ঘুম আর আধো অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে থেকে অন্তর যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেলেন তিনি।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় পেলেন ওঁকে? স্ট্যাকহার্স্ট বললেন, সমুদ্রের তীরে ঠিক যে জায়গাটায় বেচারা ম্যাকফরসন মারা পড়েন। এঁর হৃৎপিণ্ডটা যদি মি. ম্যাকফরসনের মতো দুর্বল হত এঁকেও আর তাহলে রক্ষা পেতে হত না। নিয়ে আসতে আসতে একাধিকবার আমার মনে হয়েছে আর বুঝি বাঁচানো যাবে না। ওখান থেকে অনেক দূর বলে গেবলস্-এ না গিয়ে এখানে নিয়ে এলাম। একটু দম নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, পাহাড়টার ওপর বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ওঁর চিৎকার শুনতে পাই। জলের ধারে উনি মাতালের মতো গড়াচ্ছিলেন। দৌড়ে কাছে গিয়ে কিছু পোশাক ওঁর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আমি নিয়ে এলাম ওঁকে। ঈশ্বরের

দোহাই মি. হোম্‌স্‌ আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন আমাদের এ অঞ্চলকে। জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সারা জগৎ জুড়ে আপনার সুনাম, আর আপনি আমাদের জন্যে এটুকু করতে পারবেন না?

হোমস আশ্বাস দিয়ে বললেন, মনে হয় পারব, মি. স্ট্যাকহার্স্ট। আসুন আমার সঙ্গে, আর আপনিও আসুন ইন্সপেক্টর, দেখা যাক এই খুনেকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারি কি না।

অচেতন মার্ডাককে গৃহকর্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রেখে ওরা তিনজন সেই খুনে জলাশয়ের কাছে এলেন। নুড়িপাথরের ওপর এক জায়গায় কিছু পোশাক আর তোয়ালে মার্ডাক জড়ো করে রেখেছিলেন। হোমসের সঙ্গীরা তাঁর পেছনে পেছন ঘুরছিলেন। জলাশয়ের বেশিরভাগ জায়গাতেই জল খুব কম, কিন্তু পাহাড়টার নিচে যে যে জায়গাটা গর্ত মতো, যেখানকার গভীরতা হবে চার কি পাঁচ ফুট। যে কোনো সাঁতারুই এখানটায় যাবে, কারণ এখানকার জল টলটলে, সবুজ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। এর উপরে পাহাড়টার নিচে একসার পাথর। এগিয়ে চললেন হোমস সেই বরাবর, নিচের গভীরতার দিকে তাকেতে তাকাতে। সবচেয়ে গভীর আর শান্ত জলের ওপর আসতে সেই বস্তু হোম্‌সের চোখে পড়তেই তিনি চিৎকার করে বললেন, সায়ানিয়া, সায়ানিয়া! দেখুন দেখুন, সিংহের কেশর দেখুন।

হোমস যে আশ্চর্য বস্তুটির দিকে নির্দেশ করলেন সত্যিই যেন সেটা কোনো সিংহের কেশর থেকে কেটে নেওয়া, জট পাকিয়ে গেছে। জলের ফুট তিনেক নিচে একটা পাথুরে তাক মতো, সেখানে ছিল সেটা। রোমশ একটা প্রাণী। অদ্ভুতভাবে দুলছে। আর থরথর করে কাঁপছে। হলদে কেশরগুলোর মধ্যে সাদা সাদা রেখা। ধীরে ধীরে কখনও ফুলে উঠছে, কখনও বা কুঁকড়ে যাচ্ছে।

হোম্‌স্‌ বলে উঠলেন, অনেক অনিষ্ট ও করেছে, ওর দিন শেষ! আসুন তো মি. স্ট্যাকহার্স্ট, সাহায্য করুন দেখি, খুনেটাকে একেবারে খতম করে দিই—বলে একটা প্রকাণ্ড পাথর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে দিলেন। প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করে পাথরটা সেই তাকের ওপর গিয়ে পড়ল। হলদে ঝিল্লির এক প্রান্তের ঝাপটানি দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না যে প্রাণীটি এই পাথরের নিচে চাপা পড়েছে। একটা পুরু তৈলাক্ত বস্তু পাথরটার তলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে চারিদিকে ছড়াতে ছড়াতে ওপর দিকে উঠতে লাগল।

ইন্সপেক্টর বললেন—এ তো কিছুই বুঝছি না। কী মি. হোমস? আমার জন্ম-কর্ম তো সবই এই অঞ্চলে, কিন্তু তবুও এমনটি তো কখনোই দেখিনি। সাসেক্সের জিনিস এ নয়।

হোমস বললেন—সাসেক্সের সৌভাগ্য এটা। মনে হয় দক্ষিণ পশ্চিমের ঝড়ের তোড়ে হয়তো এসে পড়ে থাকবে। আসুন আপনারা আমার বাড়ি। এমন একজনের মারাত্মক অভিজ্ঞতার কথা শোনাবো, সমুদ্রের এই ভয়াল প্রাণীর সঙ্গে যাঁর মোলাকাত কোনোদিন তিনি ভুলতে পারেন নি।

সবাই যখন হোম্‌সের পড়বার ঘরে পৌঁছলেন তখন মার্ডাক অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, উঠে বসেছেন। তাঁর হতবুদ্ধিভাব তখনও কাটে নি। থেকে থেকে কেঁপে উঠছেন। ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন কী তার হয়েছিল কিছুই মনে করতে পারছেন না। শুধু মনে আছে অসহ্য যন্ত্রণা হয়েছিল, তাঁর সমস্ত শক্তি আর ধৈর্য প্রয়োগ করে তবে তিনি তীরে আসতে পেরেছেন।

হোম্‌স্‌ একটা ছোট্ট বই তুলে নিয়ে বললেন, বিখ্যাত পর্যবেক্ষক মি. জে. জে. উড-এর লেখা এ বইয়ের নাম "ঘরের বাইরে"। এই কুৎসিত প্রাণীর কবলে পড়ে মি উড প্রায় মরতে বসেছিলেন, তাই এই বিষয়ে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে তিনি বইটা লিখেছেন। এই প্রাণীটার পুরোনাম হচ্ছে সায়ানিয়া ক্যাপিলেট। এ আক্রমণ কেউটের ছোবলের মতোই মারাত্মক। একটু পড়ে শোনাই আপনাদের—"স্নান করতে করতে যদি কখনও এমন কোনো বস্তুর দেখা পান যার রঙ সিংহের কেশরের মতো আর তাতে সাদা সাদা রেখা, খুব সাবধান! এ হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণী, সায়ানিয়া ক্যাপিলেটা, অত্যন্ত মারাত্মক তারজালের মতো তার হুল... আঘাতের

জায়গায় যে যন্ত্রণা, সেই মারাত্মক যন্ত্রণার সামাগ্রিকতার কাছে কিছুই নয় তা। সে যন্ত্রণা এমনভাবে বুক ভেদ করে যায় ছিটা গুলির মতো যে হৃৎপিণ্ড ছয় সাতবার এমনভাবে লাফিয়ে উঠলো, যেন বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। পুরো একবোতল ব্র্যান্ডি খেয়ে তবে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। বইটা আপনাকে দিচ্ছি ইন্সপেক্টর—এই বই পড়ে আপনি ম্যাকফারসনের দুর্ভাগ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ পেয়ে যাবেন।

এবার মি. মার্ডাক বাঁকা হাসি হেসে বললেন, যাই হোক তাহলে আমার ওপর থেকে আপনাদের সন্দেহটা গেল। ইন্সপেক্টর, আপনাকে বা মি. হোমসকে দোষ দিচ্ছি না, কারণ এহেন ক্ষেত্রে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

হোমস বললেন, না মি. মার্ডাক তার আগেই আমি পথ খুঁজে পেয়েছিলাম। এবং যদি যতোটা ভোরে বেরোতে চেয়েছিলাম তা পারতাম নিশ্চয়ই তাহলে আপনাকে ওই বীভৎস অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়তে হত না।

## সাসেক্স ভ্যামপায়ার

একটা চিঠির ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছিলেন হোম্‌স্। অনেকক্ষণ পর পড়া শেষ হলে কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন হোম্‌স্। শেষ পর্যন্ত ভাবাবেশ কাটিয়ে চম্‌কে উঠলেন তিনি। ড. ওয়াটিসনকে সামনে দেখে বললেন, আচ্ছা! চিঠিতে লেখা আছে চিজম্যান্‌স, ল্যাম্বার্লি। ল্যাম্বার্লি কোথায় ওঁয়াটসন?

ওয়াটসন বললেন—সাসেক্সে, হর্সহ্যাসের দক্ষিণে। হোম্‌সের প্রশ্ন খুব বেশি দূরে তাহলে নয়, তাই না? আর চিজম্যানস? ও অঞ্চলটা আমার জানা হোমস—ওয়াটসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর—অনেক পুরোনো বাড়ি ও অঞ্চলে, শত শত বছর আগে যারা তৈরি করেছিল তাদের নাম বহন করে আসছে। দেখবে—অডলি, হার্ভে আর ক্যারিটন্‌স্। লোকগুলোকে ভুলে গেলেও তাদের নামগুলো এখনও বাড়ির সঙ্গে রয়ে গেছে।

ঠিক বলেছো ওয়াটসন, নিরুত্তাপ গলায় হোম্‌স্ বললেন, যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ল্যাম্বার্লির চিজম্যানস সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য জানা যাবো। আর যা ভেবেছিলাম, চিঠিটা রবার্ট ফার্গুসনেরই বটে। ভালো কথা, উনি তোমার পরিচিত বলে দাবি করছেন হে।

ওয়াটসন বললেন, আমার পরিচিত!

পড়েই দেখোনো—বলে হোম্‌স, ওয়াটসনের হাতি চিঠিটা দিলেন। চিঠিটা পড়তে লাগলেন হোম্‌স—'প্রিয় মি. হোম্‌স্ আমার উকিলরা এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই গোপনীয় যে এ নিয়ে আলোচনা করাই কঠিন। ব্যাপারটা আমা রএক বন্ধুর, তাঁর হয়েই আজি কাজ করছি। বছর পাঁচেক আগে তিনি এক পেরুদেশীয় মহিলাকে বিয়ে করেন। অপূর্ব সুন্দরী মহিলাটি, কিন্তু বিদেশী বলে এবং অন্য ধর্মাবলম্বী বলে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে স্বার্থ নিয়ে প্রায়ই গরমিল হত এবং ফলে কিছুকাল পরে হয়তো মহিলাটির প্রতি তাঁর ভালোবাসায় ঘাটতি পড়ে, মনে হয় বিয়েটা ভুল হয়েছে। তিনি অনুভব করতেন তাঁর স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা তিনি কোনোদিন বুঝতে পারবেন না। ব্যাপার অত্যন্ত দুঃখের, কারণ তাঁর মন স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল, স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ উৎসর্গীকৃত বলে তাঁকে মনে হত।

আসলে এ চিঠির উদ্দেশ্য হল, আপনাকে পিরিস্থিতিটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করানো এবং এ বিষয়ে আপনার কোনো কৌতূহল জাগছে কিনা সেটা জানা। মহিলাটির মধ্যে অত্যন্ত অদ্ভুত কিছু লক্ষণ দেখা দিতে লাগল, যেমনটি তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ, কারণ এমনিতে অত্যন্ত শান্ত আর মিষ্টি স্বভাবের তিনি। ভদ্রলোকের দুটো বিয়ে। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটি পনেরো বছরের ছেলে আছে। তবে ছেলেবোয় এক দুর্ঘটনার ফলে বেচারা পঙ্গু। দু-একবার দেখা গেছে তাঁর স্ত্রী

সম্পূর্ণ বিনা কারণে ছেলেটিকে মেরেছেন। একবার লাঠি দিয়ে মারের চোটে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে গেছিল। মহিলাটির নিজেরও একটি ছেলে হয়েছিল। চমৎকার শিশুটি, বয়স তাঁর এক বছরের কাছাকাছি। মাস খানেক আগের ঘটনা। তার নার্স কয়েক মিনিটের জন্যে ছেলেটির কাছে ছিল না, হঠাৎ তার যন্ত্রণাসূচক চিৎকার শুনে সে দৌড়ে যায় সেখানে। ঘরে গিয়ে দেখে ভদ্রমহিলা ছেলেটির ওপর ঝুঁকে পড়েছেন এবং স্পষ্টতই শিশুটির রক্তপান করে চলেছেন। ঘাড়ে একটা ছোট ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, রক্তের ধারা সেখান থেকে গড়াচ্ছে। দেখে নার্স এমন ঘাবড়ে যায় যে সে কভর দিতে যায় তার মনিবকে। কিন্তু ভদ্রমহিলার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বিরত হয়। ভদ্রমহিলা তাকে পাঁচটি টাকাও দেন ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্যে। তখনকার মতো ব্যাপারটার ওখানেই সমাপ্তি ঘটে। এর ফলে কিন্তু নার্সের মনে একটা আতঙ্কের ছাপ পড়ে এবং সেই থেকে সে ভালো করে ভদ্রমহিলাকে লক্ষ করতে থাকে আর শিশুটকে চোখে চোখে রাখে—শিশুটাকে অত্যন্ত ভালোবাসে সে। তার মনে হয় সে যেমন ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করছে, ভদ্রমহিলাও তেমনি লক্ষ করছেন তাকে এবং যখনই সে কোনো কারণে শিশুটিকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, দেখেছে তার মা শিশুটির কাছে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছেন। দিন নেই রাত নেই নার্স আগলে রাখে শিশুটিকে এবং দিন নেই রাত নেই মা-ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। কোনো নেকড়ে যেন ভেড়ার ছানার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে। ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে নিতান্ত অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু আমার অনুরোধ আপনি দয়া করে ব্যাপারটা হাল্কা করে দেখবেন না, কারণ একটি শিশুর জীবন ও একটি পুরুষের মতি স্থিরতা এর ওপর নির্ভর করে আছে।

তারপর এমন একটা ভয়ঙ্কর দিন এল যখন আর ভদ্রলোকটির কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখা সম্ভব হলো না। নার্ভের স্নায়ুতন্ত্রী একেবারে অচল হয়ে এসেছিল নার্সটির। এ উত্তেজনা আর তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। সবকিছু সে একদিন তার মনিবকে সেদিন খুলে বললে। স্ত্রীকে পত্নী হিসেবে ও মা হিসেবে তিনি স্নেহময়ী হিসেবেই জানতেন। কেবল সৎ ছেলেকে সেই আঘাতের কথা বাদ দিলে। সুতরাং কেন তিনি তার নিজের অমন চমৎকার শিশুটিকে আঘাত করবেন? নার্সকে ভদ্রলোক বললেন, এরকম সন্দেহ নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়, বললেন, মনিবের প্রতি এহেন আপমানকর উক্তি তিনি সহ্য করবেন না। এইসব কথাবার্তা হচ্ছে—এমন সময় হঠাৎ যন্ত্রণাসূচক চিৎকার শোনা গেল, নার্স আর মনিব ছুটে গেল শিশুটার ঘরে। কল্পনা করুন মি. হোম্‌স্ মনিবের মনের ভাব—যখন দেখলেন তার স্ত্রী হাঁটু গেড়ে ছেলেটির ওপর ঝুঁকে ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন সেই অবস্থা থেকে। আর ছেলেটির ঘাড়ে আর বিছানার চাদরে রক্ত রেগে রয়েছে। আর্ত চিৎকার করে তিনি তখন তার স্ত্রীর মুখের ওপর আলো ধরলেন। দেখা গেল তাঁর ঠোঁট ঘিরে রক্ত লেগে রয়েছে। আর কোনো সন্দেহই রইলো না, ভদ্রমহিলাই শিশুটির রক্ত পান করছিলেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনো জবাবদিহি করতে রাজি হলেন না। ভদ্রলোকটির প্রায় উন্মাদ অবস্থা এখন।

ভ্যাম্পায়ার তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বা আমি কিছুই জানি না। নামটা শুনেছি এই পর্যন্ত। অনেক আলোচনা করার ইচ্ছা আছে এ ব্যাপার। এ বিপদ থেকে ভদ্রলোককে উদ্ধার করতেই হবে আপনাকে। আমি কাল সকালবেলায় সাক্ষাতে আরো সব সবিস্তারে বলবো। আপনি এ কেসটা নিতে রাজি হলে টেলিগ্রাম পাঠাবেন—ফার্গুসেন চিজ্‌ম্যানস্ ল্যাম্বার্লি, তাহলেই আমি কাল বেলা দশটা নাগাদ আপনার বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় চলে আসব।

চিন্তাগ্রস্তভাবে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে হোম্‌স্ মাথা নাড়লেন। বললেন, তোমার পূর্ণ পরিচয় আমি কোনোদিনই পেলাম না ওয়াটসন, প্রচুর সম্ভাবনা তোমার মধ্যে রয়ে গেছে যার ঠিকমতো চর্চা করা হয়নি। যাও তো লক্ষ্মী ছেলের মতো, টেলিগ্রামটা করে এসো—লিখে দাও আনন্দের সঙ্গেই আপনার মামলা গ্রহণ করলাম।

পরদিন দশটার সময় ফার্গুসন লম্বা লম্বা পা ফেলে হাজির হলেন, ওঁর গলার আওয়াজ অবশ্য এখনও গম্ভীর ও আন্তরিকতায় ভরা। বললেন, 'মি. হোম্‌স্‌, আপনার টেলিগ্রাম থেকে বুঝেছি, ব্যাপারটা আর পরের বলে চালানো যাবে না।

হ্যাঁ, সোজাসুজি আলোচনা করাই সুবিধে—হোমস বললেন।

ঠিক বলেছেন—ফার্গুসন বললেন, কিন্তু বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা কতো কঠিন হয়ে ওঠে, যখন সেই একমাত্র নারী সম্বন্ধে কথা কইতে হয় যাকে রক্ষা আর সাহায্য করার দায়িত্ব আমারই। কী করব বলুন? এমন একটা কাহিনী নিয়ে পুলিশেও খবর দিতে পারছি না। অথচ বাচ্চাদুটোকে তো বাঁচাতে হবে। একেবারে পাগলামি মি. হোম্‌স্‌—একি রক্তের সঙ্গে মিশে থাকা কিছু? এমন ঘটনা কি আপনার অভিজ্ঞতায় আর ঘটেছে? ঈশ্বরের দোহাই, কিছু উপদেশ আমায় দিন, আমিএর কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না।

হোমস আশ্বাস দিয়ে বললেন, আচ্ছা, এবার বসে নিজেকে সামলে নিন একটু, তারপর আমার কয়েকটি প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেবেন। ঘাবড়াবেন না। কূলকিনারা হারাবার মতো কিছুই হয়নি। সমাধান একটা নিশ্চয়ই করতে পারবো। প্রথমে বলুন আপনি কী ব্যবস্থা করছেন? ছেলেরা কি এখনও আপনার স্ত্রীর কাছে আছে? ফার্গুসন বললেন, সে এক অতি বিশ্রী কাণ্ড মি. হোম্‌স্‌। আমার স্ত্রী অত্যন্ত প্রেমপরায়ণা, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি আমায় ভালোবাসেন। তাই তাঁর এই ভয়ঙ্কর রহস্য আমার কাছে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছেন না। আমার ধমকের উত্তরে একটা কথাও তিনি বললেন না। এক বন্য, হতাশা মাখা দৃষ্টিতে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন শুধু। তারপর রেগে চলে গেলেন। নিজের ঘরে, ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিলেন। সেই থেকে একবারও তিনি আমায় তার সঙ্গে দেখা করতে দেন নি। এক দাসী ছিল তার যে বিয়ের সময় তার সঙ্গে এসেছিল—মেয়েটির নাম ডোলোরাস। দাসী না বলে বান্ধবীই বলা চলে, সেই-ই তার খাবার দাবার নিয়ে যায়।

হোম্‌স্‌ বললেন, তাহলে তো আপাতত. ছেলেদের কোনো ভয় নেই? ফার্গুসন বললেন—না, আপাতত নেই। নার্স মিসেস মেসন বলেছে দিনে রাত্রে কোনো সময়েই সে বাচ্চাটার কাছছাড়া হবে না। আমি তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু বেচারা জ্যাকের জন্যে দুশ্চিন্তায় আছে। আপনাকে তো লিখেইছি, দুবার তিনি জ্যাককে প্রচণ্ডভাবে মেরেছেন।

গতদিনের চিঠিটা তুলে নিয়ে বার বার পড়লেন হোমস। এ ছাড়া আর কতোজন লোক আপনার বাড়িতে আছে মি. ফার্গুসন?

দুটি চাকর, বেশি পুরোনো নয় এরা—ফার্গুসন বললেন। আস্তাবলের কাজে সাহায্য করে একজন তার নাম মাইকেল, সে আমাদের বাড়িতেই শোয়, আমার স্ত্রী, আমি, আমার ছেলে জ্যাক, শিশুটি, ডোলোরাস আর মিসেস মেসন—ব্যাস আর কেউ নয়।

হোম্‌স্‌ মন্তব্য করলেন—তাহলে দেখছি বিয়ের আগে আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালো করে চিনতেন না, আচ্ছা, এই ডোলোরাস নামে দাসীটি তার কাছে কতোদিন ছিল?

ফার্গুসনের সংক্ষিপ্ত উত্তর—সাত বছর।

হোম্‌স্‌ বললেন, তাহলে তো আপনার স্ত্রীকে আপনার চেয়ে আরো বেশি জানে ডোলোরাস। বলেই কী একটা নোট করে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, মনে হচ্ছে এখানে না থেকে ল্যাম্বার্লিতে গেলে আমার কাজের সুবিধা হবে। ভদ্রমহিলা যখন ঘরের মধ্যেই থাকতেন তখন আমাদের উপস্থিতি তার বিরক্তির উদ্রেক বা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অবশ্য আমরা কোনো সরাইখানায় গিয়েই উঠব।

মি. ফার্গুসন খুবই খুশি হয়ে বললেন—আমিও এই কথাই ভাবছিলাম। বেলা দুটোয় ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে একটা চমৎকার ট্রেন পেয়ে যাবেন।

কুয়াশা ছাওয়া এক নিরানন্দ নভেম্বরের দিনে ল্যাম্বার্লির চেকার্সে মালপত্র রেখে সাসেক্সের কাদামাটি ভরা এক দীর্ঘ সর্পিল গলিপথ ধরে শেষ পর্যন্ত ফার্গুসনের নির্জন প্রাচীরঘেরা গোলাবাড়িতে হোম্‌স্ আর ওয়াটসন পৌছুলেন। প্রকাণ্ড বাড়ি, আশেপাশে বাড়ি ঘর নেই। বাড়ির মাঝখানটা একটা মস্ত বড় ঘরে ফার্গুসন হোম্‌সদের নিয়ে গেলেন। কাঠের আগুন চমৎকার জ্বলছিল সেখানে।

ঘরটার চারদিকে তাকাতে বিভিন্ন তারিখের আর বিভিন্ন জায়গার এক অদ্ভুত সমাবেশ চোখে পড়ল। কিন্তু নীচের অংশটার আধুনিক ধরনের সুনির্বাচতি জলরঙে ছবি আঁকা। কিছু দক্ষিণ আফ্রিকার চমৎকার বাসনপত্র আর অস্ত্রশস্ত্র—নিশ্চয়ই উপরের ঘরের পেরু দেশীয় ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে করে এনেছিলেন। হোম্‌স্ বেশ যত্নের সঙ্গে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলেন। ফিরে এলেন দুচোখে চিন্তা নিয়ে।

হঠাৎ বলে উঠলেন, আরে, আরে! এক কোণে একটা ঝুড়ির মধ্যে একটা কুকুর শুয়েছিল। আস্তে আস্তে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে তার মনিবের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। দেখা গেল হাঁটতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। পেছনের পা দুটো ঠিক নিয়মিত মাটিতে পড়ছে না, ল্যাজ মাটিতে লুটাচ্ছে। এসে ফার্গুসনের হাত চাটতে লাগল কুকুরটা। হোম্‌স্ বললেন, কী হয়েছে কুকুরটার?

ভেটেরিনারি ডাক্তার ঠিক ধরতে পারছেন না, ফার্গুসন বললেন—এক ধরনের পক্ষাঘাত হবে হয়তো, মেরুদণ্ডে রক্তক্ষরণ সন্দেহ করছেন। তবে, সেরে যাচ্ছে ক্রমশ, শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে।

হোম্‌স্ প্রশ্ন করলেন এবার—অসুখটা কি ওর হঠাৎই হয়েছিল?

হ্যাঁ মাত্র মাস চারেক আগে,—এক রাতের মধ্যে—ফার্গুসন বললেন।

হোস বললেন, উল্লেখযোগ্য, অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

ফার্গুসন অবাক হয়ে বললেন,—এর মধ্যে আপনি উল্লেখযোগ্য কী দেখলেন মি. হোম্‌স?

যা আমি আগে থেকেই ধারণা করেছিলাম তারই সমর্থন—হোম্‌স্ নিরুত্তাপ স্বরে বললেন।

ফার্গুসন অধৈর্যের সঙ্গে বললেন—দোহাই আপনার মি. হোম্‌স্, বলুন কী আপনার ধারণা! আপনার কাছে হয়তো ব্যাপারটা একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্যা মাত্র, কিন্তু আমার জীবন মরণ নির্ভর করছে এর ওপর—স্ত্রী একটি খুনে হয়ে উঠেছেন, ছেলে সকল সময় বিপদের সম্মুখীন। এ অবস্থায় আমাকে নিয়ে খেলা করবেন না মি. হোম্‌স্। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এটা।

বিরাট আকৃতি প্রাক্তন রাগবি খেলোয়াড় থ্রি-কোয়ার্টার ভদ্রলোকের সারা শরীর কাঁপছে। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে হোমস তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, সমাধান যাই হোক আপনার পক্ষে তা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হবে মি. ফার্গুসন। তাই সে যন্ত্রণা থেকে যথাসম্ভব আপনাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবো। এর বেশি কিছু আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তবে, এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে হয়তো নিশ্চিত করে কিছু জানাতে পারব।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা—তাই যেন হয়, ফার্গুসন বললেন—যদি অনুমতি দেন তো ওপরে আমার ঘরে একটু যাচ্ছি, নোতুন কিছু ঘটেছে কি না জেনে আসি।

কয়েক মিনিট হয়েছে তিনি চলে গেছেন—হোম্‌স আবার দেয়ালের কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। ফার্গুসন যখন ফিরে এলেন তাঁর বিমর্ষ ভাব দেখে মনে হল না যে কোনো উন্নতি তিনি লক্ষ করেছেন। একটি লম্বা, একহারা তামাটে রঙের মেয়ে তাঁর সঙ্গে এসেছে।

ঘৃণার দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি ভাঙা ইংরেজিতে বলল, তিনি খুব অসুস্থ। কিছুই খেতে চাইছেন না। ডাক্তার ডাকা দরকার, না হলে একা আমি ওঁর কাছে থাকতে ভরসা করছি না।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফার্গুসন হোমসের দিকে তাকালেন। হোমস বললেন, আমার সঙ্গী ড. ওয়াটসনকে দেখতে দেবেন তিনি? মেয়েটি বলল—ওঁর মত নেবার দরকার নেই, ডাক্তার সাহেবকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, ডাক্তার দেখানো খুব জরুরি।

মেয়েটির পেছন পেছন ওয়াটসন গেলেন সেই ঘরে। বিছানায় যে মহিলাটি শুয়ে ছিলেন দেখেই বোঝা গেল প্রচুর জ্বর তার, অর্ধচেতন অবস্থা। তবুও ডা. ওয়াটসন প্রবেশ করতেই তিনি ভীত অথচ সুন্দর চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে ওয়াটসনের দিকে তাকাল। তারপর ওয়াটসনকে অপরিচিত লক্ষ করে স্বস্তি পেলেন, আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন। তাকে এমন কতোগুলো কথায় আশ্বাস দিতে লাগলেন ওয়াটসন যাতে সে আশ্বস্ত হয়। স্থির হয়ে শুয়ে রইলেন তিনি। ওয়াটসন তার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, জ্বর নিলেন। নাড়ী চঞ্চল, জ্বরও বেশি বটে, কিন্তু তাহলেও ওয়াটসনের মনে হলো, তাঁর এ অবস্থার কারণ শারীরিক ততোটা নয়—যতোটা মানসিক বা স্নায়বিক কারণ।

মেয়েটি বললো—দুই তিন দিন হল ওঁর এই অবস্থা। ভয় হচ্ছে আর হয়তো বাঁচানো যাবে না তাকে।

রক্তিম, সুন্দর মুখে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, আমার স্বামী কোথায়?

ওয়াটসন বললেন—নিচে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি। ভদ্রমহিলা হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে বললেন, দেখা করবো না—কিছুতেই দেখা করবো না। তারপরই তিনি জ্বরের ঘোরে ভুল বকা শুরু করলেন—শয়তান, মূর্তিমান শয়তান একটা হায় হায়, এই শয়তানের সঙ্গে আমি কী করে পেরে উঠব?

ওয়াটসন আশ্বাস দিয়ে বললেন, দেখুন আমি কি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি?

ভদ্রমহিলা দৃঢ়স্বরে বললেন, না, আমায় কোনরকম সাহায্য করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। সব শেষ, সব নষ্ট হয়ে গেছে। আর এখন কিছুই করার নেই।

ওয়াটসন বললেন, দেখুন আপনার স্বামী আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, এসব ব্যাপারে তিনিও খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

ভদ্রমহিলা অপূর্ব চোখ তুলে ওয়াটসনের দিকে এবার তাকালেন। রুদ্ধস্বরে বললেন, জানি সে আমায় ভালোবাসে। কিন্তু আমি কি তাকে ভালোবাসি না? ভালোবাসি বলেই তো পাছে তাঁর বুক ভেঙে যায় তাই নিজের শতকষ্ট হলেও তাকে কিছু বলি নি। অথচ তা সত্ত্বেও সে আমার সম্বন্ধে অমন ধারণা পোষণ করে, অমন করে আমার সঙ্গে কথা কইতে পারে!

ওয়াটসন পুনরায় আশ্বাস দিয়ে বললেন—এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা।

ভদ্রমহিলা অভিমান মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, ঠিক বুঝতে পারছেন না। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করা তো উচিত ছিল তার!

ওয়াটসন বললেন—ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করুন, দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভদ্রমহিলা ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন, না, না! সেই ভয়ঙ্কর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, ভুলতে পারি না যে দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমার কোনো উপকার করাই আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, যান আপনি। শুধু একটা কথাই আমার স্বামীকে বলবেন, আমার ছেলেকে আমি চাই, তার ওপর সম্পূর্ণ অধিকার আমার। কেবল এইটুকু খবরই আমি আমার স্বামীকে পাঠাতে পারি। এই বলে তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরালেন, আর ওয়াটসনের সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।

ওয়াটসন নিচের ঘরে ফিরে এলেন, যেখানে হোম্‌স্ এবং ফার্গুসন তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বিষণ্ণভাবে ফার্গুসন ওয়াটসনের মুখ থেকে সব শুনলেন, তারপর বললেন, কী করে আমি বাচ্চাটাকে ওঁর কাছে পাঠাই বলুন? কেমন করে জানব কী উদ্ভট খেয়াল কখন ওঁর মাথায়

আসবে? বাচ্চাটার শরীরের উপর থেকে যখন উঠে আসেন, ওঁর ঠোঁটে তখন বাচ্চাটার রক্ত যে আমি নিজে চোখে দেখেছি—তা কি আমি জীবনে ভুলতে পারব? শিউরে উঠলেন কথাটা মনে পড়তে—মিসেস মেসনের কাছে নিরাপদে আছে সে, সেখানেই থাকবে।

একটা খুব স্মার্ট দাসী, বলতে গেলে সেইই হলো এ বাড়ির একমাত্র প্রাণী যাকে এ যুগের বলে মনে হয়—আমাদের জন্যে চা নিয়ে এসেছিল। সে চা পরিবেশন করছে, এমন সময় এক কিশোর সেই ঘরে প্রবেশ করলো।

লক্ষ্য করে দেখবার মতো ছেলেটিকে। তার মুখ ফ্যাকাশে, সুন্দর মাথার চুল। হালকা নীল চোখ তার পিতার ওপর পড়তে ভাবাবেগে আর আনন্দের আতিশয্যে একেবারে জ্বলজ্বল করে উঠল। দৌড়ে দিয়ে সে বাবার গলা জড়িয়ে ধরল। নরম হাতে ফার্গুসন কিছুটা অপ্রতিভভাবে নিজেকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে আদর করে তার রেশমি চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, এসো আমার দুই বন্ধু মি. হোম্‌স্‌ আর ড. ওয়াটসনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

ছেলেটি হোম্‌সের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। হোমস বললেন, আপনার অন্য ছেলেটির কী ব্যাপার মি. ফার্গুসন? তার সঙ্গে একটু আলাপ করা যায় না?

ফার্গুসন জ্যাক্‌কে বললেন, যা তো, মিসেস মেসনকে গিয়ে বলো তো খোকাকে নিয়ে আসতে। টলতে টলতে অদ্ভুত ভঙ্গিতে যেভাবে ছেলেটি চলে গেল, ডাক্তারের চোখে ওয়াটসনের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে ছেলেটির মেরুদণ্ড দুর্বল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরেএল আর তার পেছন পেছন এক রোগা লম্বা স্ত্রীলোক প্রবেশ করলো, তার কোলে অপূর্ব সুন্দর এক শিশু। শিশুটির চোখ কালো, চুল সোনালি—স্যাক্সন আর ল্যাটিন দু-জগতের আশ্চর্য সমন্বয় তার মধ্যে। বুঝতে অসুবিধা হয় না সে ফার্গসনের অত্যন্ত প্রিয়, কোলে নিয়ে খুব তাকে আদর করতে লাগলেন। বিড়বিড় করে বলেন, ভাবুন তো, এমন ছেলেকেও কি কখনও আঘাত করা সম্ভব? তার ছোট্ট দেবশিশুর মতো লাল ভাঁজ খাওয়া গলার ওপর তাকালেন তিনি।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ ওয়াটসনের দৃষ্টি হোম্‌সের দিকে পড়ল। দেখলাম এক অদ্ভুত ঔৎসুক্য তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে। হাতির দাঁতে কোঁদা মূর্তির মতো হয়ে উঠেছেন, আর তাঁর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে ফার্গুসনের আর শিশুটির ওপর থেকে সরে এখন ব্যগ্র কৌতুহলের সঙ্গে ঘরের অন্য কোণে নিবদ্ধ হলো। সে দৃষ্টি অনুসরণ করে ওয়াটসনের শুধু এইটুকুই মনে হল, হয়তো তিনি জানলা দিয়ে বাইরের বিষণ্ণ ভিজে বাগানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। একটা শার্সি অবশ্য বাইরের থেকে অর্ধেকটা বন্ধ থাকায় দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছিল, কিন্তু তাহলেও হোম্‌স্‌ যে অনন্য মনে সেখানে তাকিয়ে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তারপর একটু মুচকি হাসলেন তিনি। আবার তাঁর দৃষ্টি শিশুটির ওপর ফিরে এলো। তার পুষ্ট গলায় একটু কোঁচকানো দাগ দেখা যাচ্ছে। তারপর, তার টোল খাওয়া মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো সামনের দিকে বাড়ানো ছিল তাতে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, বিদায়, অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে তুমি জীবন শুরু করলে। নার্স তোমার সঙ্গে একটু গোপনে কথা বলতে চাই।

একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে নার্সকে হোম্‌স্‌ আন্তরিকতার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বললেন। তা থেকে শুধু শেষের কয়েকটা কথা ওয়াটসনের কানে এলো। আশা করি তোমার দুর্ভাবনা কিছুক্ষণের মধ্যেই কেটে যাবে। বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে গেল সে।

হোম্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লোক এই মিসেস মেসন? ফার্গুসন বললেন, এমনি দেখলে ওকে বিশেষ স্নেহশীলা বলে মনে হবে না, ওর মনটা কিন্তু একেবারে সোনার এবং শিশুটির ওপর অত্যন্ত অনুরক্ত।

হঠাৎ ছেলেটির দিকে ফিরে হোম্‌স্‌ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মাথা নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস মেসনকে তোমার ভালো লাগে জ্যাক?

পুত্রস্নেহে অন্ধ ফার্গুসন দুহাতে জ্যাককে জড়িয়ে ধরে বললেন—জ্যাকের আবার প্রচুর

পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে। আমার সৌভাগ্য আমি ওর পছন্দের মধে পড়ি।

অস্ফুট আওয়াজ করে ছেলেটি তার বাবার বুকে মাথা রাখল। ধীরে ধীরে ফার্গুসন সরিয়ে দিলেন তাকে।

জলদগম্ভীর স্বরে হোম্‌স্ এবার মুখ খুললেন—সমাধানের দোর গোড়ায় পৌঁছে গেছি। অবশ্য বলতে বাধা নেই যে, সেই সমাধানে পৌঁছে গেছিলাম বেকার স্ট্রিটে থাকতেই। পরবর্তী ঘটনাগুলো কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণের আর সমাধানের সহায়ক হয়েছে।

বলিরেখাঙ্কিত কপালে হাত রেখে ফার্গুসন ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, যদি রহস্য ভেদ করে থাকেন তো আর আমাকে এই উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখবেন না। বলুন আপনি ব্যাপারটা কী,—আর কীভাবে তা জানলেন সেটা না হয় নাই বা বললেন।

হোমস বললেন, অবশ্যই আমি আপনার কাছে ব্যাপারটার বিশ্লেষণ করব। কিন্তু আমার নিজস্ব উপায়ে ফয়সালার ভার দিচ্ছেন তো? ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওয়াটসন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কি কথা বলার অবস্থা আছে?

ওয়াটসন বললেন, উনি অসুস্থ ঠিকই, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি বৃত্তি ঠিক আছে।

বেশ, একমাত্র তাঁর উপস্থিতিতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়া সম্ভব, হোম্‌স্ বললেন—চলুন আমরা সকলে তাঁর ঘরে যাই।

ফার্গুসন বললেন, কিন্তু উনি তো আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। হোমস দৃঢ়স্বরে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আলবাৎ দেখা করবেন। একটা কাগজে কয়েক লাইন লিখে বললেন, ওয়াটসন, অন্তত তুমি তো প্রবেশের অধিকার পেয়েছো। তুমিই এই চিঠি ভদ্রমহিলাকে দিয়ে আসবে।

অগত্যা ওয়াটসন উপরে গিয়ে ডোলোরাসের হাতে হোমসের পাঠানো চিঠিটা দিলেন। সন্তর্পণে দরোজা খুলে সে ভিতরে প্রবেশ করল। কয়েক মিনিট পরেই ভিতর থেকে এক উচ্চ চিৎকার ওয়াটসনের কানে এল। সে চিৎকারে আনন্দ আর বিস্ময়ের মিশ্রণ। ভিতর থেকে ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে ডোলোরাস বলল, উনি বললেন ওঁদের সঙ্গে দেখা করবেন, ওঁদের কথা শুনবেন।

ওয়াটসন নিচে গিয়ে ফার্গুসন এবং হোম্‌সকে উপরে নিয়ে এলেন। ঘরে প্রবেশের পর ফার্গুসন দু-এক পা বেশি তার স্ত্রীর দিকে এগোলেন। এতক্ষণে তিনি বিছানায় একটু উঁচু হয়ে বসেছেন। ইঙ্গিতে বাধা দিলেন তিনি ওয়াটসনকে কাছে আসতে। একটা ইজিচেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন ফার্গুসন। মহিলাটিকে সম্মান জানিয়ে হোম্‌স্ বসলেন তাঁর পাশে। বিস্ময়ে ভরা বড় বড় চোখ মেলে তিনি হোমসের দিকে তাকালেন।

হোম্‌স্ বললেন, ডোলোরাসকে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারি—আচ্ছা, মিসেস ফার্গুসন, আপনি যদি চান তো না হয় ও থাকুক, আপত্তি করব না। মি. ফার্গুসন আমি খুবই ব্যস্ত। প্রচুর কাজ আমার হাতে। তা আমার এমন পদ্ধতিতে কাজ করতে হয়, যাতে কাজ সংক্ষেপে হয় এবং সরাসরি বিষয়বস্তুর ওপর নিবদ্ধ থাকে। যাই হোক এবার কাজের কথায় আসি। প্রথমেই একটা কথা বলে আপনার মন হালকা করে দিই—আপনার স্ত্রী অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত প্রেমময়ী এবং তার ওপর অত্যন্ত বেশি অন্যায় করা হয়েছে।

আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠলেন ফার্গুসন। বললেন এ কথা প্রমাণ করুন, মি. হোম্‌স্, চিরকালের মতো আমি আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।

হোম্‌স্ বললেন, প্রমাণ করছি, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে আর এক দিক দিয়ে গভীরভাবে আঘাত করা হবে।

মি. ফার্গুসন বললেন, তাতে কিছু যাবে আসবে না, যদি তাতে করে আপনি আমার স্ত্রীকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে পারেন। আর সমস্ত কিছুই তার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে জানবেন।

হোমস এবার বিশ্লেষণ শুরু করলেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে শিশুটির খাটের পাশ থেকে উঠে আসতে দেখেছিলেন, এবং তাঁর ঠোঁটে রক্ত লেগেছিল।

মি. ফার্গুসন বললেন, হ্যাঁ দেখেছিলাম।

কিন্তু এ কথা কি আপনার মনে হয়নি যে অন্য কোনো কারণেও কোনো ক্ষত থেকে রক্ত শুষে নওয়া হতে পারে? এমন এক রানী কি ইংল্যান্ডে ছিলেন না, যিনি এক ঘা থেকে বিষ শোষণ করে নিয়েছিলেন—হোম্‌স্ নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে চলছিলেন।

ফার্গুসন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন—বিষ! কী বলছেন মি. হোম্‌স্।

হোমস এবার পাইপে অগ্নি সংযোগ করে একটু থেমে বললেন, ধীরে মি. ফার্গুসন। ধীরে। সব বলছি। দেখবেন কেমন যেন সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। আপনার ঘরে যখন ছোট পাখি মারার ধনুকের পাশে ঐ খালি তূণটা আমার চোখে পড়ল বুঝলাম এ হলো ঠিক যে জিনিষটি আমি আন্দাজ করেছিলাম। ঐ একটা তীর "কুরারে"-তে (দক্ষিণ আমেরিকার গাছগাছড়া থেকে তৈরি একরমের বিষ) বা ওই ধরনের কোনো ভয়ঙ্কর বিষে ডুবিয়ে কোনো শিশুর শরীরে গেঁথে দিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত, যদি না বিষটা শুষে বার করে দেয়া হয়। আর কুকুরটা? এমন একটা বিষ ব্যবহার করার আগে কি আর প্রয়োগকর্তা পরীক্ষা করে দেখবে না যে বিষটার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে কি না! কুকুরটার অস্তিত্ব অবশ্য আমি আন্দাজ করতে পারি নি, কিন্তু এতে করে আমার ধারণার সমর্থন মেলে। এখন বুঝতে পারলেন? আপনার স্ত্রীই এমনি একটা ব্যাপার আন্দাজ করেছিলেন। তাই বিষপ্রয়োগ লক্ষ করে শুষে শিশুটির প্রাণ দুবার বাঁচিয়েছেন। অথচ তিনি এ ব্যাপারটা কিছুতেই আপনাকে জানাতে পারেন নি কারণ তিনি জানেন, বড় ছেলেটিকে আপনি আপনার প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন। কথাটা শুনলে আপনার বুক ফেটে চুরমার হয়ে যাবে।

মি. ফার্গুসন আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ জ্যাকি!

হোম্‌স্ বললেন—এইমাত্র আপনি যখন শিশুটিকে আদর করছিলেন, আমি লক্ষ করছিলাম তাকে, পেছনে খড়খড়ি দেওয়া জানলার কাচে তার পরিষ্কার ছায়া পড়েছিল। এমন ভয়ঙ্কর ঈর্ষা, এমন নিষ্ঠুর ঘৃণা, সে মুখে ফুটেছিল, মানুষের মুখে যা আমি খুব কমই দেখেছি।

ফার্গুসনের চোখে জল, দাঁতে ঠোঁট চেপে অস্ফুট স্বরে বললেন—আমার জ্যাকি!

হোমস এবার ভদ্রমহিলাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ঠিক বলেছি তো মাদাম?

মিসেস ফার্গুসন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন, বালিশে মুখ ঢেকে। তখন তিনি তাঁর স্বামীর দিকে তাকালেন। বললেন, একথা আমি কেমন করে তোমায় বলব বলো, আমি তো জানি কী সাংঘাতিক আঘাত তুমি পাবে? তার চেয়ে বরং অন্য কেউ এসে সেটা প্রকাশ করলেই ভালো। এই ভদ্রলোক বোধহয় ম্যাজিক জানেন। তাই তিনি যখন লিখে জানালেন, "সব জানেন"—খুশি হলাম আমি। ওঁদের আসতে বললাম।

হোম্‌স্ এবার ওয়াটসনকে বললেন—আমাদের কাজ শেষ, এবার চলো উঠে পড়ি।

## অথ-অধ্যাপক-রহস্য

১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শুরুর দিকের কথা। এক রবিবারের সন্ধ্যাবেলায় হোমসের কাছ থেকে খুব সংক্ষিপ্ত একটা চিরকুট পেলেন ড. ওয়াটসন। তাতে লেখা 'সুবিধা হলে এক্ষুনি চলে এসো, এবং সুবিধা না হলেও এসো।'

বেকার স্ট্রিটে যথাসময়ে এসে উপস্থিত হলেন ড. ওয়াটসন। হোমসকে দেখলেন, আরাম চেয়ারের ওপর হাঁটু ভেঙে গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছেন, মুখে পাইপ, ভ্রূকুটি কপালে। তাঁকে দেখেই ওয়াটসন বুঝলেন, তিনি কোনো রহস্যের ধাঁধায় কন্টকিত হয়ে আছেন। হাত নাড়িয়ে

তিনি ওয়াটসনকে পুরোনো চেয়ারটি দেখিয়ে দিলেন, এছাড়া আধঘন্টার মধ্যে মনেই হল না আর কেউ এসে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, আমার অন্য মানসিকতা ক্ষমা করো ওয়াটসন—গত চব্বিশ ঘন্টায় আমার কাছে কিছু কৌতূহলজনক ঘটনা পেশ করা হয়েছে, যা ক্রমেই মানব চরিত্র সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে তুলেছে। আমি সত্যিই ভাবছি গোয়েন্দাগিরির কাজে কুকুরের ভূমিকা নিয়ে এবার একটা নিবন্ধ লিখবো। মনে রেখো ওয়াটসন, একটা কুকুর তার পরিবারের চরিত্র প্রকাশ করে। আচ্ছা তোমার মনে পড়ে সেই 'কপার বিচেস' মামলা? যাতে তুমিও জড়িয়ে পড়েছিলে? সেখানে আমি একটি শিশুর চরিত্র বিশ্লেষণ করে তার বাবার অপরাধী চরিত্র খুঁজে বার করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ওয়াটসন বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালোই মনে আছে। হোম্‌স্ গম্ভীর স্বরে বললেন, তাই, আমি প্রথমে তোমাকে কুকুরের সম্পর্কে বললাম। আমি লক্ষ করেছি বিষণ্ন পরিবারে কখনোই একটি প্রফুল্ল কুকুর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেখবে, খিটখিটে লোকেদের কুকুরও খিটখিটে হয়, বিপদজনক লোকদের কুকুরও বিপদজনক। এবং এইভাবেই মানুষের চরিত্র তার কুকুরের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

ওয়াটসন মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বললেন—হোম্‌স্, ব্যাপারটা মধ্যে অনুমানটা একটু বেশিমাত্রায় হয়ে যাচ্ছে না কি?

হোমস আমার মন্তব্যে কান না দিয়ে, গম্ভীরস্বরে বললেন, আমি যা বললাম, তা বাস্তবে পরীক্ষা করার সুযোগ আছে, এই মুহূর্তে আমি যে মামলাটার তদন্ত করছি এতে। একটা জট পাকানো সুতোর গুলি হাতে এসেছে বুঝলে ওয়াটসন, এখন সুতোর আলগা মুখটার সন্ধান করছি। সুতোর একটা আলগা মুখ নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে এই প্রশ্নটার মধ্যে—"অধ্যাপক প্রেসবেরির কুকুর, রয়, তাকে কামড়াতে গেছিল কেন?"

ওয়াটসন হতাশ হয়ে চেয়ারে গা ডোবালেন। এ তুচ্ছ প্রশ্নের জন্যেই কি আমাকে কাজ থেকে ডেকে আনা হয়েছে? হোমস আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন।

হোমস বললেন, তোমাকে তো কতোবার বলেছি যে, জঘন্যতম ঘটনার সূত্রপাত তুচ্ছতম বিষয়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। তুমি কিছুতেই তা শিখতে চাও না। একটু থেমে বললেন, ব্যাপারটি কি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক নয়, একজন অত্যন্ত সজ্জন, বয়স্ক দার্শনিক—তুমি নিশ্চয় ক্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক প্রেসবেরির নাম শুনেছ—এইরকম একজন মানুষের কুকুর, যে কুকুরটি কিনা আবার তাঁর একান্ত অনুগত এবং একমাত্র বন্ধুও বলতে পারো, সেই কি না পরপর দু-বার অধ্যাপককে আক্রমণ করল! এর থেকে তুমি কী বুঝলে?

ওয়াটসন বললেন, কুকুরটি অসুস্থ।

হোমস বললেন,—হুঁ সেটি ভেবে দেখার মতো। কিন্তু সে অন্য কাউকে কামড়াতে যাচ্ছে না, এবং অন্য কোনো সময়েও সে অধ্যাপকের সঙ্গে খারাপ বা অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে না—শুধু দুটি বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া। রহস্য, ওয়াটসন, গভীর রহস্য! হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। হোম্‌স্ সচকিত হয়ে বললেন,—কিন্তু এই ঘন্টাধ্বনি যদি তরুণ মি. বেনেটের হয়ে থাকে তবে তিনি সময়ের কিছু আগেই এসে পড়েছেন দেখছি। ভেবেছিলাম উনি আসার আগেই তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলে নিতে পারবো।

সিঁড়িতে দ্রুত পদধ্বনি, দরোজায় তীব্র টোকা এবং মুহূর্ত পরেই ঘরে ঢুকলেন একজন নতুন মক্কেল। বেশ লম্বা, কান্তিমান এবং বছর তিরিশের একজন ভদ্রলোক, ধোপ দুরস্ত অভিজাত পোষাক পরনে, কিন্তু একজন আত্মসচেতন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে কোথায় যেন ছাত্র সুলভ এক সংকোচ তাঁর মধ্যে রয়ে গেছে। হোম্‌সের সঙ্গে করমর্দন করলেন উনি,

তারপর একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে ড. ওয়াটসনের দিকে তাকালেন।

হোম্‌স্ ওয়াটসনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি শুনে খুশি হবে ওয়াটসন, আমাদের এই ভদ্রলোক মি. ট্রেভর বেনেট মহান বিজ্ঞানীটির সহকারী। তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেন এবং অধ্যাপকের একমাত্র মেয়ে তাঁর বাকদত্তা। অতএব বুঝতেই পারছো, ইনি প্রফেসারের খুবই বিশ্বাসভাজন এবং অনুগামী হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। আর সেইজন্যেই কিছু রহস্যময় ঘটনা পরিষ্কার করার ব্যাপারে উনি আমাদের সাহায্য চান।

মি. বেনেট বললেন,—আমিও তাই মনে করি, মি. হোম্‌স্। এটি আমার কর্তব্য। ড. ওয়াটসন কী সমস্ত ঘটনা জানেন?

না বলার সময় পাই নি।

মি. বেনেট বললেন, তাহলে নতুন যে ঘটনা ঘটেছে সেটা বলার আগে আবার প্রথম থেকে একবার ঘটনাটা বলে নিই।

হোম্‌স্ তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমিই বলছি—আপনি শুধু দেখে নিন ঘটনাগুলো আমি পর পর অনুধাবন করতে পেরেছি কি না। শোনো, ওয়াটসন,—আমাদের অধ্যাপক প্রেসবেরির পরিচয় মহান। তিনি ইউরোপ মহাদেশে বিখ্যাত। সমস্ত জীবন উনি পড়াশুনো নিয়ে কাটিয়েছেন। কোনোরকম কেলেঙ্কারি কখনো ঘটেনি। উনি বিপত্নীক, এডিথ তাঁর একমাত্র কন্যা। শুনেছি অধ্যাপকটি অত্যন্ত মেধাবী, এবং দারুণ একরোখা। অন্তত গত কয়েক মাস আগে পর্যন্ত তাই বলা যেতে পারত। কিন্তু তারপরই তাঁর জীবনের ছন্দ ভেঙে যায়। তাঁর বয়স এখন একষট্টি, সম্প্রতি তিনি তাঁরই সহকর্মী তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার অধ্যাপক এলিস মরফির কন্যাকে বাগ্‌দান করেছেন। শুনেছি তাঁর এ প্রেমপর্ব নাকি একজন বয়স্ক মানুষের মতো শান্ত সংযত প্রণয় নয়, বরং তরুণের বলগাহীন উন্মত্ত প্রেম। অধ্যাপক কন্যা এলিস মরফি শরীর এবং মনের দিক থেকে একজন প্রকৃত অর্থে নারী। অতএব অধ্যাপকের এই উন্মত্ততাকে ক্ষমা করা যায়। কিন্তু অধ্যাপকের পরিবার কিছুতেই ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না।

মি. বেনেট বললেন—আমরা মনে করছি ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

মি. হোমস বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, শুধু বাড়াবাড়ি নয়, কিছুটা বন্যতা এবং অস্বাভাবিকও বটে। অধ্যাপক প্রেসবেরি ধনী এবং পাত্রীটির বাবার তরফ থেকেও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কন্যাটির মত একটু অন্যরকম। তাঁর আরো কয়েকটি পাণিপ্রার্থী জুটেছে। তাঁরা অধ্যাপকের মতো সর্বগুণসম্পন্ন না হোক, বয়সে তাঁরা সকলেই তরুণ। অধ্যাপকের পাগলামি সত্ত্বেও মেয়েটি তাঁকে পছন্দ করে। ঠিক এইকময় রহস্যের একটা কালো মেঘ হঠাৎ অধ্যাপকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ওপর নেমে এল। উনি এমন একটা কাজ করলেন, যা কোনোদিন করেন নি। তিনি বাড়িতে না বলে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হলেন। দিন পনেরো পর আবার ফিরলেন। শরীরে দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি। এমনিকে তিনি খুব খোলামেলা লোক, কিন্তু এবার তিনি কাউকে বললেন না, তিনি এই পনেরো দিন কোথায় এবং কিভাবে ছিলেন। মি. বেনেট, অধ্যাপকের প্রাক্তন ছাত্রের চিঠি থেকে তাঁর বাড়ির লোকেরা জেনেছিলেন, অধ্যাপককে প্রাগে দেখা গেছে। হোমস পাইপে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় গুছিয়ে বলতে শুরু করলেন—এবার তাহলে আসল ব্যাপারটায় আসছি। ...ঠিক এই ঘটনার পর থেকে অধ্যাপকের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। তাঁর মধ্যে কেমন চেপে যাওয়া এড়িয়ে চলার ভাবটা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠল। তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকদের মনে হতে লাগলো, অধ্যাপক যেন আর সেই আগের মানুষটি নেই, একটা ছায়া যেন অধ্যাপকের উন্নত চরিত্রের ওপর চেপে বসেছে। অবশ্য তাঁর পণ্ডিত্য নষ্ট হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মক্ষেত্রে, তাঁর ভাষণ আগের মতোই দীপ্ত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ হচ্ছিল। কিন্তু কোথায় যেন একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। অধ্যাপক কন্যা, সে তার বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে, বারবার চেষ্টা করছিল

বাবার সঙ্গে সেই পুরোনো সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে, বাবার এই নোতুন মুখোশটাকে সরিয়ে দিতে এবং আপনিও, মানে আমার ধারণা—নিশ্চয়ই সেই চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। মি. বেনেট এরপর কী ঘটেছে আপনি এবার নিজের মুখে বলুন।

মি. বেনেট এবার শুরু করলেন হোম্‌সের আদেশমতো—আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, আমার কাছে অধ্যাপকের কোনো গোপনীয়তা নেই। আমি তাঁর পুত্র কিংবা ছোট ভাই হলেও বোধহয় তাঁর এতোটা বিশ্বাস অর্জন করতে পারতাম না। তাঁর একান্ত সচিব হিসেবে তাঁর কাছে আসা সমস্ত কাগজপত্রই আমি দেখতাম এবং চিঠি খুলে পড়ে দেখে বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে রাখতাম। কিন্তু তাঁর ফিরে আসার অল্প কয়দিনের মধ্যেই সব বদলে গেল। তিনি বললেন, লন্ডন থেকে কয়েকটা বিশেষ চিঠি আসবে যেগুলির ডাকটিকিটের নিচ কাটা চিহ্ন দেয়া থাকবে—এই চিঠিগুলি যেন না খুলে সরাসরি তাঁর হাতে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য এই ধরনের স্ট্যাম্পের নিচে কাটা চিহ্ন যুক্ত চিঠি প্রায়ই আসতে লাগলো। আর আমিও সেগুলি অধ্যাপককে দিয়ে দিতাম। চিঠিগুলি লন্ডনের ই.সি. পোস্ট অফিসের ছাপ এবং ঠিকানা লেখার ধরণ দেখে মনে হয় কোনো অশিক্ষিত লোকের লেখা। অধ্যাপক ঐ চিঠিগুলির কোনো উত্তর দিয়ে থাকেন কিনা তা আমার জানা নেই। কেননা, আমার হাতে তিনি অমন কোনো চিঠি আজ পর্যন্ত দেন নি কিংবা আমাদের চিঠির বাক্সেও তেমন কোনো চিঠি উনি রাখেন নি, যে বাক্সে সাধারণত ডাকে দেবার চিঠিগুলি জমা রাখা হয়।

হোম্‌স্ মি. বেনেটকে মনে করিয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা, সেই বাক্সটি?

ওহোঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই বাক্সটি। বেনেট বললেন—উনি তাঁর ফেরার সময় সঙ্গে করে কাঠের একটা ছোট্ট বাক্স এনেছিলেন। বাক্সটি দেখলেই বোঝা যায় উনি ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন, কেননা, ঐরকম সুন্দর অলংকৃত বাক্স একমাত্র জার্মানিতেই তৈরি হয়। এটি উনি যন্ত্রপাতি রাখার দেরাজের ওপর রেখেছিলেন। একদিন একটি ল্যাবোরেটারির যন্ত্রের খোঁজ করতে গিয়ে আমি বাক্সটিতে হাত দিয়েছিলাম। উনি তাতে রেগে গিয়ে বিশ্রীভাবে আমায় গালাগালি করতে লাগলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই প্রথম এমন একটা ঘটনা ঘটল।

আমার মন কারাপ হয়ে গেল। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে বাক্সটিতে হাত দেবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনামাত্র। কিন্তু সেদিন সারা সন্ধে উনি এমন রেগে টং হয়ে রইলেন যে, আমি বুঝলাম, ওনার রাগ তখনও পড়েনি। এই বলে মি. বেনেট পকেট থেকে একটা ছোট্ট ডায়েরি বের করে বললেন, দিনটা হলো ২ জুলাই।

হোমস উত্তেজনায় টানটান হয়ে বললেন, আপনি একজন বুদ্ধিমান সাক্ষী। এই তারিখগুলি আমার দরকার হতে পারে।

মি. বেনেট আবার বলতে শুরু করলেন—আরো অনেক জিনিসের মতো এটিও আমি আমার এই মহান শিক্ষকটির কাছ থেকেই শিখেছিলাম। যেদিন থেকে আমি তাঁর ব্যবহার অস্বাভাবিকত্ব লক্ষ্য করছি তখনই আমার মনে হয়েছিল এই ঘটনাগুলি লিখে রাখা আমার কর্তব্য। তাই আমি এটা দেখে বলতে পারছি, সেইদিনই অর্থাৎ ২ জুলাই অধ্যাপকের কুকুর 'রয়' ওনাকে আক্রমণ করেছিল। উনি তখন পড়ার ঘর থেকে হলঘরে ফিরছিলেন এবং এরপর ঠিক একই ঘটনা ঘটল ১১ই জুলাই তারপর আবার দেখতে পাচ্ছি ২০ তারিখেও ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি হল। অতএব বাধ্য হয়ে আমাদের সকলের মন কাড়া কুকুরকে আস্তাবলে নির্বাসিত করতে হল।

হোম্‌স্ বললেন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ! অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ! উনি বিড়বিড় করলেন। এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণটা আমার কাছে নোতুন, মি. বেনেট। আমার মনে হয় পুরোনো ঘটনা এবার আমরা সব জেনে ফেলেছি তাই না? আপনি বলছিলেন নোতুন আবার কী ঘটেছে।

মি. বেনেটের সুন্দর মুখশ্রীতে হঠাৎ যেন মেঘ ঘনিয়ে এলো, ঘটনার স্মৃতি যেন তাঁর মুখে কালিমা লেপে দিল। যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি সেটি গত পরশু রাত্রে ঘটেছে। রুদ্ধ কণ্ঠে মি. বেনেট পুনরায় শুরু করলেন—সেদিন রাত দুটো নাগাদ আমি শুয়ে জেগে ছিলাম। হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে একটা অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি দরোজা খুলে বাইরে উঁকি দিলাম। এখানে একটু বলে নেওয়া ভালো এই যে, বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটা অধ্যাপকের শোবার ঘর।

তারিখটা?—হোমসের জিজ্ঞাসা।

মি. বেনেট বললেন, বললাম তো মশাই, ব্যাপারটা গত পরশু রাত্রের—অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বরের।

হোম্‌স্ ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, তারপর? বলে যান, বলে যান।

মি. বেনেট আবার গালটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করলেন—উনি বারান্দার শেষ মাথার ঘরটাতে শোন এবং সিঁড়িতে যেতে হলে আমার ঘরটা পেরিয়ে যেতে হয়। এটা সত্যিই এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা মি. হোমস। আমার ধারণা ছিল, আমার স্নায়ু খুবই শক্ত, কিন্তু সেদিন যা দেখলাম তাতে আমি শিউরে উঠলাম। বারান্দা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢাকা, শুধু মাঝামাঝি একটা খোলা জানলা থেকে আলোর একটা রেখা এসে পড়ছিল খানিকটা অংশে। আমি বুঝতে পারছিলাম কালো মতো কিছু একটা যেন বারান্দা ধরে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। তারপর হঠাৎ সেটি আলোর মধ্যে এসে পড়ায় আমি দেখলাম স্বয়ং উনি! উনি হামাগুড়ি দিচ্ছেন মি. হোম্‌স্, স্রেফ হামাগুড়ি! হাতে এবং হাঁটুতে নয়, হাতে এবং পায়ে ভর দিয়ে। এবং ওঁনার মাথা মাটিছোঁয়া দুটো হাতের মাঝখানে ঝুলছে। তবু মনে হলো, উনি যেন খুব স্বচ্ছন্দেই চলতে পারছেন। এই দৃশ্যের সামনাসামনি হয়ে আমি এতোই অসাড় হয়ে গেছিলাম যে উনি আমার দরোজার কাছে আসার পরই তবে আমি এগিয়ে ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম, আমি কিছু সাহায্য করতে পারি কি না। উনি অস্বাভাবিক উত্তর দিলেন। লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে অত্যন্ত কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন। আমি প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলাম। কিন্তু উনি ফিরলেন না। মনে হয় সকালের আগেই উনি আবার ঘরে ফিরে আসেন।

কি হে ওয়াটসন, তুমি কী বলবে শুনি? হোমসের কণ্ঠে অনুসন্ধিৎসা, মনে হচ্ছে, লাম্বাগো (এক ধরনের কোমরের বাত) এই রোগে খুব বেশি আক্রান্ত হলে মানুষ ঐভাবে হাঁটে আর তার মেজাজও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

ধন্য ওয়াটসন! তুমি সব সময় আমাদের কঠিন বাস্তবে এনে দাঁড় করিয়ে দাও। কিন্তু লাম্বাগো বলে মানতে পারছি না হে, উনি যে এক মুহূর্তেই আবার নিজের পায়ে খাড়া হয়ে গেছিলেন।

অধ্যাপকের স্বাস্থ্য কোনোদিনই খুব ভালো ছিল না, মি. বেনেট আবার শুরু করলেন—বরং আগের তুলনায় ইদানীং যেন বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এমন বিশ্রী ঘটনা ঘটছে মি. হোমস, এমন একটা লজ্জাকর ব্যাপার আমরা পুলিশেও যেতে পারছি না অথচ বুঝতে পারছি খুব একটা ভয়ঙ্কর কিছু এগিয়ে আসছে। এডিথ ও আমি দুজনেই একমত যে, আর আমাদের নির্বাক দর্শক হয়ে বসে থাকার সময় নেই।

হোম্‌স্ বললেন—হুঁ ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময় এবং কৌতূহলোদ্দীপক। তুমি কী বলো ওয়াটসন?

ওয়াটসন কিছু বলার আগেই দরজা খুলে জড়ের বেগে একজন তরুণী ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। তরুণীটি ঘরে ঢোকা মাত্র মি. বেনেট শঙ্কিত হয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর

নিজের হাত দুটি বাড়িয়ে তরুণীটির হাত ধরার জন্যে ছুটে গেলেন।

এডিথ তুমি! আর নোতুন কোনো বিপদ ঘটেনি তো? মি. হোমস, এই ভদ্রমহিলাটির কথা আপনাদের বলেছি, ইনিই আমার বাগ্‌দত্তা।

উজ্জ্বল, সুন্দরী এবং চেহারায় খাঁটি ইংরেজ মহিলাটি, মি. বেনেটের পাশে বসতে বসতে শার্লক হোম্‌সের দিকে চেয়ে হাসলেন এবং বললেন—মি. বেনেটকে হোটেলে না পেয়ে ভাবলাম এখানে নিশ্চয় পাব। ও আমাকে বলেছিল যে ও আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসবে। কিন্তু মি. হোম্‌স আপনি কি আমার হতভাগ্য বাবার জন্যে কিছুই করতে পারেন না?

হোমস বললেন, আশা তো করি, মিস প্রেসবেরি, কিন্তু সমস্ত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্ভবত আপনার যা বলার আছে তাতে হয়তো কোনো আলোর সন্ধান পেতে পারি।

গত রাতের ঘটনা বলতে চাই মি. হোম্‌স্‌। রাতে কুকুরের বীভৎস চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বেচারি 'রয়'! তাকে এখন আস্তাবলে চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। রাতে আমি দরোজা বন্ধ করে শুই। আমার ঘরটা তিনতলায়। জানলার খড়খড়িগুলি তোলা ছিল। বাইরে উজ্জ্বল চাঁদের আলো ছিল। জানলার উজ্জ্বল আলোর ওপর আমার চোখ আটকে ছিল, শুয়ে শুয়ে আমি কুকুরটার পাগলের মতো চিৎকার শুনছিলাম, এখন অবাক হয়ে দেখি বাবার মুখ জানলার ওপর আটকে আছে, উনি আমার দিকে চেয়ে আছেন, মি. হোমস ভয়ে এবং আতঙ্কে আমি প্রায় মৃতপ্রায় হয়েছিলাম। জানলাম কাচে মুখটা প্রায় সেঁটে ছিল এবং অন্য হাতে বাবা জানলাটা খোলার জন্যে আঁচড়াচ্ছিলেন। যদি সেই জানলাটা খুলে যেতো, আমার মনে হয় আমি পাগল হয়ে যেতাম। চোখের ভুল নয়, মি. হোম্‌স্‌ বোধ হয় আমি নিশ্চল, অসাড় আর বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর ওটা সরে গেল—কিন্তু আমার মধ্যে আর একটুও শক্তি অবশিষ্ট ছিল না যাতে করে উঠে গিয়ে দেখি তারপর কী হলো। মনে হয় যেন বরফের মধ্যে আমি শুয়েছিলাম, এবং সকাল হওয়া অবধি শুয়ে শুয়ে কেঁপেছি। সকালে প্রাতঃরাশের টেবিলে তাঁকে দেখলাম অত্যন্ত ছটফটে এবং রুক্ষ মেজাজের। গতকালের ঘটনার কথা উনি উল্লেখ করলেন না, আমিও তুললাম না। কিন্তু ওনার অনুমতি না নিয়েই শহরে চলে এলাম—আর এই আমাকে দেখছেন।

মিস্‌ প্রেসবেরির বর্ণনায় হোম্‌স্‌ দারুণ বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হল।

আপনি বললেন আপনার ঘরটি তিনতলায়। বাগানে কোনো লম্বা সিঁড়ি আছে কি?—হোমসের প্রশ্ন।

না মি. হোমস, আর সেটাই আশ্চর্য। জানলায় পৌঁছবার মতো কোনো সম্ভবপর উপায় নেই, অথচ উনি ঠিক জানলায় এলেন।

হোম্‌স্‌ চিন্তিতস্বরে বললেন, তারিখটা বললেন ৫ সেপ্টেম্বর। মামলাটা আরো জটিল হয়ে উঠল। একবার অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আপনাদের একটা কথাই আমাকে ভাবিয়ে ভাবিয়ে তুলেছে, যে উনি কিছু সময়ের জন্যে এমন হয়ে যান যে, তিনি কী করছেন তা নিজেই জানেন না। আমাকে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে।

কড়া নাড়তেই একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ দরোজা খুলে দাঁড়ালেন, বোঝা গেল তিনি তাঁর বাঁকানো চশমার ভিতর দিয়ে তাঁর ঝুড়ো ভ্রু-র আড়াল থেকে তীক্ষ্ণ চোখে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমাদের অধ্যাপকের পড়ার ঘরে এনে হাজির করা হলো। হোম্‌স্‌দের সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই রহস্যময় অধ্যাপক। প্রথম দর্শনে তাঁর চেহারায় কোনো রকম বৈকল্য আছে কিনা বোঝা যায় না। বরং দৃঢ় ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারায় এমন এক আভিজাত্য পাণ্ডিত্যের ছোঁয়া আছে যা একজন সফল অধ্যাপকের পক্ষে খুবই জরুরি। তাঁর বিশ্লেষণী চোখ জোড়ায় কুটিল ধূর্ত ছায়া এসে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে।

উনি হোমসদের কার্ডটিতে চোখ বুলিয়ে বললেন, জনাবদের বসতে আজ্ঞা হোক্। আপনাদের জন্যে কী করতে পারি বলুন?

হোম্‌স্ বিনীতভাবে হাসলেন, ঠিক এ প্রশ্নটাই তো আপনাকে করবো ভাবছিলাম স্যার!

আমাকে?

বোধহয় কোথাও একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। আমি একজন দ্বিতীয় লোকের মারফৎ খবর পেলাম, অধ্যাপক প্রেসবেরি আমাকে স্মরণ করেছেন।

ওঃ তাই নাকি! আমার মনে হল তাঁর ওই ধূর্ত চোখজোড়ায় মুহূর্তের জন্যে একটা হিংস্রতা ঝিলিক মেরে গেল! বটে, আপনারা খবর পেয়ে এসেছেন? তা, তার নামটা একটু বলুন?

ক্ষমা করবেন অধ্যাপক, ব্যাপারটা গোপনীয়। যদি ভুল সংবাদ পেয়ে এসে পড়ে থাকি, তবে কোনো ক্ষতি নেই, আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

না, কখনো নয়! আমি এ ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত জানতে চাই। আপনার কাছে সেই সংবাদদাতার কোনো চিঠি বা টেলিগ্রাম আছে কী, যার দ্বারা আপনি আপনার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন?

অধ্যাপক যখন শুনলেন, হোমসের কাছে ওর প্রমাণপত্র নেই তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক। উনি ঘরের অন্যপ্রান্তে হেঁটে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেন। ঘণ্টার উত্তরে লন্ডনের বন্ধুটি মি. বেনেট ঘরের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন।

ভিতরে এসো বেনেট। এই দুই ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে এসেছেন, এনাদের ধারণা এনাদের ডেকে আনা হয়েছে। তুমি তো আমার সমস্ত চিঠিপত্র দেখাশোনা করো। মি. হোমস নামে কোনো ভদ্রলোককে কি কোনো চিঠি দেয়া হয়েছে?

না স্যার। বেনেট জড়িত গলায় উত্তর করলেন। ব্যস মিটে গেল। অধ্যাপক ক্রুদ্ধভাবে হোম্‌সের দিকে চেয়ে বললেন—আপনাদের ভূমিকা কিন্তু আমার কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে।

উত্তরে হোম্‌স্, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, আমি আবার বলছি, ভুল ক্রমে এসে পড়ার জন্যে আমরা দুঃখিত।

এইসব শুকনো ভদ্রতা দেখাবেন না মি. হোম্‌স্! তাঁর চোখে মুখে অস্বাভাবিক ক্রোধ। উনি কথা বলতে বলতে আমাদের এবং দরোজার মাঝে এসে দাঁড়ালেন, তারপর ক্ষিপ্তভাবে হাত নেড়ে বললেন, এতো সহজে এখান থেকে নিষ্কৃতি পাবি ভেবেছিস্! উন্মত্ত ক্রোধে এবং উত্তেজনায় তাঁর মুখে রক্ত ফেটে পড়ছিল। মি. বেনেট ব্যাপারটা সামলে না নিলে আমার নিশ্চিত ধারণা ওখান থেকে বেরুতে হলে কিছুটা হাতাহাতি করে ফেলতে হতো।

হোম্‌স্‌রা চলে যেতে কিছুক্ষণ পরে মি. বেনেট ছুটতে ছুটতে পথের একটা বাঁকের আড়ালে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, আমি দুঃখিত, মি. হোম্‌স্। আমি ভাবলাম আমার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত।

মি. হোম্‌স্ হাসতে হাসতে বললেন—আরে মশাই, এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের পেশায় এরকম অভিজ্ঞতা হয়েই থাকে।

বেনেট অনুযোগের স্বরে বললেন—আমি প্রফেসারের এরকম ভয়ঙ্কর মেজাজ আর কখনো দেখিনি। উনি দিন দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছেন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ওঁনার কন্যা এবং আমি কেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। অথচ ওনার স্মৃতিশক্তি তো দেখলেন কেমন পরিষ্কার আছে এখনও।

হোম্‌স্ উত্তর করলেন, অত্যন্ত পরিষ্কার। ওখানেই আমার হিসাবের ভুল হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও প্রফেসারের স্মৃতিশক্তি অনেক, অনেক বেশি। যাওয়ার আগে হোম্‌স্‌রা শ্রীমতী প্রেসবেরির ঘরের জানলা বাড়ির পেছন থেকে দেখে নিলেন।

মন্তব্য করলেন, ওখানে ওঠা তো একরকম অসম্ভব। অবশ্য নিচের দিকে একটা লতানো গাছ আছে আর জলের পাইপ ধরে কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে ওভাবে ওঠা সম্ভব নয়।

মি. বেনেট আরও একটা সুখবর দিয়ে বললেন—মি. হোম্‌স্ লন্ডনের যে লোকটির কাছে উনি চিঠি লেখেন তার ঠিকানা জোগাড় করতে পেরেছি।

হোমস ঠিকানাটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা পকেটে রেখে দিলেন।

'ডোরাক'—নামটা অদ্ভুত! স্লাভদেশীয় মনে হয়। এই ঘটনার সঙ্গে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র আছে। আমরা ফিরছি—হোম্‌স্ বললেন। একটু ধৈর্য ধরুন মি. বেনেট। শীঘ্রই সুযোগ আসবে। যদি আমি ভুল না করে থাকি তবে আগামী মঙ্গলবারই সেই চরম দিন আসছে। আর, হ্যাঁ, শ্রীমতী প্রেসবেরী যেন বিপদ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত বাইরে থাকেন। ...আর, অধ্যাপককে তাঁর ইচ্ছেমতো চলতে দিন, বাধা দেবেন না। যতোক্ষণ ওনার মেজাজ ভালো আছে ততোক্ষণ সব দিক দিয়েই মঙ্গল।

ফেরবার পথে হোমস পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠালেন।

সন্ধ্যেবেলাতেই টেলিগ্রামের উত্তর পাওয়া গেল। হোম্‌স্ ওয়াটসনকে টেলিগ্রামটা পড়তে বললেন—

"কমার্শিয়াল রোডে গেছিলাম এবং ডোরাককে দেখলাম। অত্যন্ত ভদ্রলোক। বোহেমিয়ার লোক, বয়স্ক। একটি বড় জেনারেল স্টোর্সের মালিক।"—মার্সার

'মার্সারকে চেনো বোধ হয়'—ওয়াটসনকে হোম্‌স্ বললেন—আমার সাধারণ খোঁজখবরের কাজগুলি আমি ওকে দিয়েই করিয়ে নিই। আমাদের অধ্যাপকটি কাকে অতো গোপনে চিঠি দেন সেটি জানা দরকার ছিল। ভদ্রলোক সে-দেশীয় লোক। এবং অধ্যাপকের প্রাগ ভ্রমণের মধ্যে একটা যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

ওয়াটসন এবার ঘটনাগুলোর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—হোম্‌স্ শুরু করলেন—শোনো, আগে তারিখগুলো বিশ্লেষণ করা যাক্। মি. বেনেট-এর ডায়েরি থেকে দেখা যাচ্ছে ২ জুলাই প্রথম গণ্ডগোল দেখা যায়। এবং তারপর থেকে প্রতি নয়দিন বিরতির পর পর গণ্ডগোল হতে থাকে, শুধু আমার যতোদূর মনে পড়ছে একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। শেষ গণ্ডগোল উনি করেছেন এই শুক্রবারে অর্থাৎ ৩ সেপ্টেম্বর, সেটাও কিন্তু ঐ ন-দিন বিরতির নিয়ম মেনে ঘটেছে। কেন না এর আগের ঘটনা ঘটেছে ২৬ আগস্ট। ব্যাপারটা কখনোই কাকতলীয় হতে পারে না।

ওয়াটসনকে যুক্তিটা মেনে নিতেই হলো। হোম্‌স্ পুনরায় একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন—আপাতত ধরে নেওয়া যেতে পারে অধ্যাপক প্রতি নয়দিন অন্তর কোনো কড়া নেশার ওষুধ খেয়ে থাকেন। সেই ওষুধের বিষক্রিয়া সাময়িক হলেও অত্যন্ত তীব্র। অধ্যাপক এমনিতেই একটু খিটখিটে স্বভাবের, ওষুধের ক্রিয়ার সেই স্বভাব আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। উনি যখন প্রাগে গেছিলেন, সেখানেই এই নেশাটা করতে শেখেন। এবং বর্তমানে বোহেমিয়ার কোনো লোকের মাধ্যমে (সে নিশ্চয়ই লন্ডনে থাকে) ওষুধটা তিনি নিয়মিত পেয়ে আসছেন। এই সমস্তগুলিই একসূত্রে গাঁথা আছে, ওয়াটসন।

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু কুকুরের ব্যাপার, জানলায় মুখ আর বারান্দায় মানুষের হামাগুড়ি দেয়া?

হোম্‌স্ ওয়াটসনকে আশ্বস্ত করে বললেন—ধীরে বৎস ধীরে! দাঁড়াও, সব প্রশ্নের উত্তরই খুঁজে পাবে—মঙ্গলবারে।

সোমবার ওয়াটসন আর হোম্‌স্ ক্যামফোর্ডে অধ্যাপকের বাড়ির কিছুদূর চেকার্স হোটেলে এসে ওঠার পর সন্ধ্যাবেলা মি. বেনেটার মুখে শুনলেন, লন্ডনের ডাকে আজ আবার উনি একটা চিঠি এবং একটা ছোট্ট প্যাকেট পেয়েছেন, দুটির টিকিটের নিচেই কাটা চিহ্ন দেয়া।

ওয়াটসনের দিকে চেয়ে হোম্স্ গম্ভীর মুখে বললেন,—আমার এটাই সন্দেহের যথেষ্ট প্রমাণ বুঝতে পারলে?

মি. বেনেট-এর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—আজ রাতেই আমরা হয়তো কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারব। আমার বিশ্লেষণ যদি সত্য হয় তবে আজই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে অধ্যাপককে পর্যবেক্ষণে রাখা দরকার। তাই আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আজ জেগে থাকবেন এবং চারিদিকে নজর রাখবেন। আপনাদের ঘরের পাশ দিয়ে ওনার যাওয়ার সাড়া পেলেও বাধা দেবেন না, বরং অত্যন্ত সাবধানে তাঁকে অনুসরণ করবেন। আমি এবং ড. ওয়াটসন কাছাকাছিই থাকবো। ও হ্যাঁ, সেই ছোট্ট বাক্সটি যার কথা আপনি বলেছিলেন, তার চাবিটি কোথায়?

ওনার ঘড়ির চেনে—বেনেট বললে।

হোমস ঠোঁট কামড়ে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আমার ধারণা আমাদের বিশ্লেষণের কিছুটা অংশ ওই বাক্সে লুকোনো আছে। তালাটা ভাঙা খুব একটা কষ্টকর ব্যাপার হবে না মনে হয়। আর শোনো বাড়িতে আজ কোনো শক্ত সামর্থ লোক পাওয়া যাবে? আচ্ছা তোমাদের ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান ম্যাকফেল তো বেশ গাট্টা! শোনো, ওকে জানিয়ে রেখো। আজ আমাদের ওকে দরকার হতে পারে। আপাতত আমাদের আর কিছুই করার নেই।

শুভরাত্রি। আশা করছি সকালের আগেই আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

হোমস ঘরে যেতে যেতে নিজের মনে মনে বলতে লাগলেন, যদি আমার নয় দিনের অনুমান সত্যি হয়ে থাকে তবে আজই আমরা অধ্যাপককে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থায় পাব। হোম্স্ ওয়াটসনকে বললেন, ওনার 'প্রাগ' ভ্রমণের পর থেকে এই উপসর্গ, লন্ডনের এক বোহেমীয় দোকানদারের সঙ্গে ওনার গোপন চিঠিপত্র চালাচালি—খুব সম্ভব ব্যবসায়ীটি প্রাগের কোনো ব্যক্তির দালাল এবং উনি আজই ঐ ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে একটি প্যাকেট পেয়েছেন। সমস্ত ঘটনা কিন্তু একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। উনি কী চান এবং কেন চান সেটা যদিও আমরা এখনো জানি না কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ব্যাপারটার শুরু প্রাগ থেকে। উনি কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশ মেনে এটা করে চলেছেন এবং সেটাই এই ন-দিনের নিয়মটা রক্ষা করে যাচ্ছে। এটা একটা প্রাথমিক ব্যাপার যা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু ওনার লক্ষণগুলি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ওনার আঙুলের জোড় লক্ষ করেছো?

ওয়াটসন স্বীকার করলেন—করেন নি।

মোটা এবং শিং এর মতো এমন বেঁকানো যা আমার অভিজ্ঞতায় একেবারে নোতুন। হোম্স বললেন, সবসময় হাতের দিকে লক্ষ করবে, ওয়াটসন। তারপর কব্জি, প্যান্টের হাঁটু এবং জুতো। অত্যন্ত অদ্ভুত আঙুলের গাঁট—এই গাঁট দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় ক্রমবিকাশের সূত্র,—বলেই হোম্স্ চুপ্ করে গেলেন এবং হঠাৎ দু-হাত জড়ো করে কপালে আঘাত করলেন। ও. ওয়াটসন, ওয়াটসন, আমি কি বোকা! মনে হবে এটা অসম্ভব, তবু এটাকেই সত্যি হতে হবে। সমস্ত সূত্র এইদিকে নির্দেশ করছে। এই সূত্রের পরম্পর সম্পর্ক কী করে আমি এড়িয়ি গেলাম? ওই গাঁটগুলি—গাঁটগুলি আমি এড়িয়ে গেলাম কি করে? আর কুকুরটা? জানলার পাশের লতা গাছটা? আমি মাঝে মাঝে যেমন স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যাই, এই সময়েও নিশ্চয়ই তাই হয়েছিল। ওয়াটসন দেখো দেখো! ওই, ওই যে উনি! এবার আমরা নিজেরাই সব কিছু দেখতে পারবো।

হলঘরের দরোজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। ঘরের বাতির আলোয় আমরা দোরগোড়ায় অধ্যাপকের দীর্ঘ মূর্তি দেখতে পেলাম। পরনে ড্রেসিং গাউন। শেষবার তাঁকে যখন দেখেছিলাম সেইভাবেই তিনি কিছুটা সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন, দুপাশে হাত দুটো ঝুলছে। ...দরোজা পেরিয়ে অধ্যাপক এবার বাইরে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন

দেখা দিল। তিনি হাত দুটি মাটিতে রেখে হামাগুড়ি দেওয়ার অবস্থায় এলেন, তারপর চার হাতে পায়ে চলা শুরু করলেন। মাঝে মাঝে লাফাতে লাড়লেন। মনে হল অফুরন্ত শক্তি আর উৎসাহে তিনি টগবগ করছেন। ওইভাবেই তিনি বাড়ির সামনের মুখ ধরে চলতে লাগলেন, তারপর বাড়ির পাশের দিকে চলে গেলেন। উনি অদৃশ্য হয়ে যেতে হলঘর থেকে বেনেট বেরিয়ে এলেন এবং মৃদু সতর্ক পায়ে অধ্যাপককে অনুসরণ করলেন।

হোম্‌স্‌ ফিসফিস করে বলে উঠলেন এসো, ওয়াটসন, পা টিপে টিপে এসো। তারপর হোম্‌স্‌রা সকলে মিলে অত্যন্ত সতর্কভাবে ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে দিয়ে বাড়ির পাশের দিকে এগোতে থাকলো। চাঁদের আলোয় অধ্যাপককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। আইভ ছাওয়া বাড়ির দেওয়ালটির নীচে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন অধ্যাপক। হঠাৎ দেখা গেল অবিশ্বাস্য পটুতায় তিনি ওই আইভি বেয়ে দেওয়ালে উঠতে শুরু করলেন, হাত এবং পায়ের আশ্চর্য নৈপুণ্যে তিনি ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে দেওয়ালে বেয়ে চললেন। তাঁর ড্রেসিং গাউন দুদিকে ঝুলছে আর সেইজন্যে তাঁকে এক বিশাল বাদুড়ের মতো দেখাচ্ছে। চন্দ্রালোকিত দেওয়ালের এক বিশাল বর্গাকার অংম কালো করে তিনি ঝুলছিলেন, তারপর ক্লান্ত হয়ে পড়তেই, ডাল থেকে ঝুলে তিনি মাটিতে নেমে পড়লেন এবং আবার তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে এবার আস্তাবলের দিকে এগোতে লাগলেন। এবার কুকুরটি তার প্রভুকে দেখে প্রচণ্ডভাবে চিৎকার শুরু করল। রাগে আর হিংসায় অধীর হয়ে চেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। অধ্যাপক কুকুরটির ঠিক আওতার বাইরে উবুড় হয়ে বসে পড়ে তাকে যথেচ্ছভাবে উত্তেজিত করতে শুরু করলেন। রাস্তা থেকে কতকগুলি নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে কুকুরটার গায়ে ছুঁড়তে লাগলেন। একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে ওটাকে খোঁচাতে লাগলেন। কুকুরের ক্রুদ্ধ দংশনোদ্যত দাঁতের ইঞ্চি-খানেক দূরে তিনি তাঁর হাত নাচাতে লাগলেন। এবং সমস্তরকমভাবে ব্লাডহাউণ্ডটিকে এমন উত্তেজিত করতে শুরু করলেন যে কুকুরটির প্রায় পাগল হয়ে যাবার যোগাড়। একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ মাটিতে ব্যাঙের মতো বসে লাঠির খোঁচা মেরে মেরে একটা ব্লাডহাউণ্ডকে উত্তেজিত করে তুলেছে এবং শয়তানি এবং পরিকল্পিত নিষ্ঠুরতার আক্রমণে কুকুরটি তকন দাঁড়িয়ে উঠে থাবা বাড়িয়ে অধ্যাপকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। এবং হঠাৎ চকিতে অঘটন ঘটে গেল। চেন ছিঁড়েনি গলার কলার পিচলে খুলে গেল, কেননা ওই কলার আসলে আরো মোটা গলার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুরের জন্যে তৈরি। ফলে মুহূর্তের জন্যে মাটিতে চেনের আছড়ে পড়ার ধাতব শব্দ পেলাম, তারপরই কুকুর এবং মানুষের মাটিতে জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি, কুকুরের ক্রুদ্ধ উন্মত্ত গর্জন, আর অধ্যাপকের ভীত আর্ত, প্রাণপণ চিৎকার। উন্মত্ত পশুটা তাঁর ঠিক টুঁটিটাই দখল করেছিল, বাঁকানো দাঁতগুলি অত্যন্ত গভীর হয়ে ঢুকে পড়েছিল। হোমসরা ছুটে গিয়ে দুটোকে টেনে আলাদা করে দেওয়ার আগেই অধ্যাপক অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা আরও বিপদজনক হয়ে দাঁড়াত, কিন্তু বেনেটের উপস্থিতি এবং কণ্ঠস্বর পশুটাকে মুহূর্তে ঠাণ্ডা করে ফেলল। এই চিৎকার আর চেঁচামিচিতে কোচোয়ানটি নিদ্রাজড়িত চোখে হতবাক হয়ে আস্তাবলের দোতলায় তার ঘর থেকে নেবে এসে বলল—আমি একটুও অবাক হই নি, কারণ আমি ওনাকে আগেও এরকম করতে দেখেছি। আর আমি জানতাম কুকুরটা একদিন না একদিন ঠিক ওনাকে ধরবেই।

কুকুরটাকে পুনরায় চেন দিয়ে বাঁধা হল। সবাই মিলে অধ্যাপককে ধরাধরি করে তাঁর ঘরে নিয়ে আসা হলো। সেখানে তাঁর ক্ষত ধুয়ে মুছে ঔষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিলেন ড. ওয়াটসন। অবশ্য প্রতিটি ব্যাপারে বেনেট-এর হাত প্রসারিত ছিল। ধারালো দাঁতগুলি অত্যন্ত মারাত্মকভাবে ক্যারোটিভ ধমনীর কাছ দিয়ে চলে গেছে এবং খুব বেশিমাত্রায় রক্তপাত হচ্ছিল। আধঘণ্টার মধ্যে বিপদ কেটে গেল, একটা মরফিয়া ইনজেকশন দিয়ে ড. ওয়াটসন রোগীকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হোমস এবার গম্ভীর স্বরে বললেন, ঘড়ির চেন থেকে এবার চাবিটা বার করুন মি. বেনেট। ম্যাকফেলকে বলুন রোগীর কাছে থাকতে এবং যদি তেমন বোঝে তা যেন আমাদের খবর দেয়। এখন দেখা যাক অধ্যাপকের রহস্যময় বাক্সটির মধ্যে থেকে কী পাওয়া যায়?

বাক্সটি খোলা হলো। দেখা গেল—একটা খালি শিশি আর প্রায় পূর্ণ একটি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ আর কয়েকটি বিশ্রী হাতের লেখা চিঠি। প্রত্যেকটি চিঠির ডাকটিকিটের নিচে কাটা চিহ্ন দেয়া এবং প্রত্যকটিতে কমার্শিয়াল রোডের ডাকঘরের ছাপ এবং এ. ডোরাকের সই করা। এগুলির বেশীর ভাগই চালান, যাতে অধ্যাপককে জানানো হয়েছে নোতুন এক শিশি পাঠানো হলো আর পাওয়া গেল কিছু অর্থপ্রাপ্তির রশিদ। এছাড়া একটি খামও পাওয়া গেল, তার ওপর ঠিকানাটা মনে হলো কোনো শিক্ষিত লোকের লেখা, খামে অস্ট্রিয়ার ডাকটিকিট এবং প্রাগ ডাকঘরের ছাপ মারা। এই যে, আমাদের আসল বস্তুটি পেয়েছি। হোম্‌স্ খাম খুলে চিঠিটা বার করতে করতে পড়লেন—

জনাব,

আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, যদিও আপনার ক্ষেত্রে চিকিৎসা করানোর অনেক বিশেষ কারণ আছে তবুও আমি আপনাকে সতর্ক করছি, এই ওষুধের কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। খুব সম্ভব মানুষ্যজাতীয় বনমানুষের বীজ ওক্ষেত্রে ভালো ফল দেখাতে পারে। এখানে আমি মুখপোড়া লঙ্গুর ব্যবহার করেছি। কেননা এই জাতীয় প্রাণীটি পাওয়া গিয়েছিল। লঙ্গুরা অবশ্য হামাগুড়ি দেয় এবংয় গাছে চড়ে, আর বনমানুষ সোজা হয়ে দু-পায়ে হাঁটে, এছাড়া আর সব ব্যাপারে ওরা মানুষের কাছাকাছি। আমি প্রার্থনা করছি, সবরকমে চেষ্টা করবেন যাতে এই চিকিৎসার কথা যথাসময়ের আগেই না জানাজান হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে আমার আর একজন মক্কেল আছে এবং ডোরাক আমার দালাল, সে আপনাদের দুজনের সঙ্গেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে।

প্রতি সপ্তাহে ফলাফলের খবর পেলে বাধিত হব।

ইতি<br>
আশ্রব<br>
এইচ, লোয়েনস্টাইন

হোম্‌সের মুখ থেকে অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে গেল—লোয়েনস্টাইন! কতকগুলো খবরের কাগজের কাটিং-এর কথা ওয়াটসনের মনে পড়ে গেল। একজন অখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, যিনি এক অজানা উপায়ে পুনর্যৌবন এবং দীর্ঘায়ু লাভের এক সালসা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলেন।

হোম্‌স্ বললেন—লোয়েনস্টাইন প্রাগের লোক—লোয়েনস্টাইনের শক্তিদায়িনী অদ্ভুত ওষুধ, কিন্তু ওষুধের নির্মাণ প্রণালী প্রকাশ করতে অসম্মত হওয়ায় সরকার থেকে তার ওই ওষুধ বাজারে বিক্রি করা নিষেধ হয়।

মি. বেনেট তাক থেকে প্রাণীবিদ্যার একটি পরিচয় পুস্তক পেড়ে আনলেন। 'লঙ্গুর' তিনি বই খুলে পড়া শুরু করলেন। বিরাট চেহারার মুখপোড়া বানর, হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে পাওয়া যায়। গাছে চড়া বানর শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশীরকম মানুষের মতো এবং সবচয়ে বড় আকৃতির। আরো অনেক বিশদ তথ্য দেওয়া আছে। ধন্যবাদ মি. হোম্‌স্। সমস্ত রহস্য মূলসহ আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসছে।

হোম্‌স্ বললেন—প্রকৃত মূল রহস্য হলো, অসময়ে প্রেম পর্বের মধ্যে অধ্যাপক ভেবেছিলেন আবার একবার যুবক হতে পারলে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হতে পারে।

ওয়াটসন বললেন, কুকুরটি অধ্যাপককে তার প্রিয় প্রভুকে কামড়াল কেন?

হোম্‌স্ বললেন—'রয়'—অধ্যাপককে নয়, একটি বাঁদরকেই আক্রমণ করেছিল মাত্র। এবার ওঠো, ভোরের দিকে একটা ট্রেন আছে, চা-টা খেয়ে ঐ ট্রেনেই ফিরে যাওয়া যাবে।

## তিন গ্যারিডেব রহস্য

বেশ কয়েকটি দিন হাতে কাজ না থাকায় মি. হোম্‌স্‌ শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সেদিন সকালবেলা তিনি একটা লম্বা কাগজ হাতে, ধূসর গম্ভীর চোখে কৌতুকের ঝিলিক তুলে ওয়াটসনকে বললেন, বন্ধু হে, কিছু টাকা রোজগারের একটা সুযোগ এসেছে। 'গ্যারিডেব' বলে কোনো নাম শুনেছো কখনো?

ওয়াটসন স্বীকার করলেন—কই না তো, শুনিনিতো। হোম্‌স্‌ বললেন, এবার আমাদের গ্যারিডেবের সন্ধান করতে হবে। আর শোনো ওয়াটসন, লোকটি এক্ষুনি এখানে আসবে, আমি জেরা করব, আর তুমি তকনই ঘটনাটা শুনে নিও। আপাতত আমাদের যা দরকার তা হলো ঐ নামটা।

ওয়াটসনের পাশেই টেবিলের ওপর টেলিফোন ডাইরেক্টরি ছিল। সেটা তুলে নিয়ে কোনোরকম আশা না করেই ওয়াটসন খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে অমন একটা নাম সত্যিই ওখানে আছে। বিজয়সূচক ভঙ্গিতে ওয়াটসন চিৎকার করে উঠে হোম্‌স্‌কে বললেন, এই তো, পেয়েছি! এই তো এখানে! ডাইরেক্টরি বইটা ওয়াটসনের হাত থেকে হোম্‌স্‌ নিয়ে পড়তে লাগলেন—গ্যারিডেব এন্‌-১৩৬ লিটল রাইডার স্ট্রিট, ডব্লিউ, তারপর মন্তব্য করলেন, তোমায় হতাশ করছি বলে দুঃখিত ওয়াটসন। কারণ এ হলো সেই লোকটিই, চিঠিটার ওপরে এই ঠিকানাটাই রয়েছে। ঐ নামের আর একজন লোক দরকার।

এমন সময় মিসেস হাডসন ট্রেতে করে একটা কার্ড নিয়ে এলো। ওয়াটসন কার্ডটা তুলে নিয়ে তাকালেন সেটার দিকে—আরে এই তো, আর একটা! বিস্ময়ের সঙ্গে ওয়াটসন বলে উঠলেন—এ নামটা আলাদা, জন গ্যারিডেব, ব্যারিস্টার, মুরভিল, ক্যান্‌সাস, যুক্তরাষ্ট্র।

হোম্‌স্‌ কাগজটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। উঁহু, এটা ছাড়াও আরও একটা গ্যারিডেব তোমায় খুঁজে বার করতে হবে। কারণ এ ভদ্রলোকও ইতিপূর্বেই এই মামলার সঙ্গে জড়িত। তবে, আজই সকালে যে ইনি দেখা করবেন এ আমি আশা করিনি। যাই হোক একে চাপ দিয়ে এর পেট থেকে কিছু কথা বার করতে হবে।

ঠিক পরের মুহূর্তেই ঘরে প্রবেশ করলেন ব্যারিস্টার মি. জন গ্যারিডেব। লোকটা ছোটোখাটো, বলিষ্ঠ গড়নের, মুখটি গোলগাল, তাজা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। আমেরিকার ব্যাবসায়ীরা যেমনটি হয়ে থাকে আর কি! প্রথম দর্শনে হৃষ্টপুষ্ট মানুষটিকে খানিকটা ছেলেমানুষ বলে মনে হয়। মুখে মৃদু হাসি লেগেই আছে। কথায় মার্কিন টান, চোখ দুটিও আকর্ষণজনক।

একে একে হোম্‌স্‌ এবং ওয়াটসনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—মি. হোমস? হ্যাঁ হ্যাঁ, কাগজের ছবির সঙ্গে দিব্যি মিল পাওয়া যাচ্ছে। মি. নাথান গ্যারিডেবের কাছ থেকে তো একটা চিঠি পেয়েছেন তাই না?

হোম্‌স্‌ পাইপটা নামিয়ে বললেন—বসুন বসুন। অনেক ব্যাপারে আলোচনা করার আছে, আপনার সঙ্গে। তারপর টেবিলে রাখা সামনের কাগজগুলো তুলে নিয়ে বললেন, এই দলিলে যে মি. জন গ্যারিডেবের উল্লেক আছে আপনিই নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তি! কিন্তু আপনি তো বেশ কিছুদিন ধরে এই লণ্ডনেই আছেন।

একথা কেন বলছেন হোমস? তাঁর স্বচ্ছ দুচোখে যেন হঠাৎ সন্দেহ আর আতঙ্ক দেখা দিল।

হোমস শান্তস্বরে বললেন, আপনার পোষাক সমস্তই ইংল্যান্ডের। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে ভদ্রলোক বললেন—আপনার কৌশলের কথা আমি পড়েছি, কিন্তু আমি নিজেই যে বলির পাঁঠা হবো এটা ভাবিনি। কিন্তু কী থেকে বুঝলেন মি. হোম্‌স্‌?

হোমস মুচকি হেসে বললেন, আপনার কোটের কাঁধটা আপনার বুটের ডগা দেখে কি আর এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু থাকতে পারে?

তাই তো—মি. জন গ্যারিডেব বললেন—আমায় দেখে যে এতোটা ইংরেজ-ইংরেজ মনে হয় এ আমি জানতাম না। মানে কাজের খাতিরে আমায় ক'দিন আগেই এখানে আসতে হয়েছে আর কি। যাই হোক, আপনি খুবই ব্যস্ত মানুষ এবং আমার পোষাক নিয়ে আলোচনার জন্যেও আমি আসিনি। আপনার ঐ দলিলের কথা এবার বলুন শুনি।

ধৈর্য ধরুন মি. গ্যারিডের ধৈর্য ধরুন। ক্রমশ সব প্রকাশ পাবে। তারপর একটু থেমে বললেন, আচ্ছা, মি. নাথান, গ্যারিডেব আপনার সঙ্গে এলেন না কেন?

আচ্ছা, আপনাকে কেন তিনি এর মধ্যে টেনে আনলেন বলুন তো? হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ কী? দুই ভদ্রলোকের মধ্যে ব্যবসায়িক কথাবার্তা হচ্ছে, তার মধ্যে কি একজনের কোনো গোয়েন্দাকে টেনে আনার কোনো মানে হয়? আজ সকালে দেখা করতে তিনি আমাকে এই বোকামির কথাটা বললেন, যে জন্যে আমার এখানে আসা। কিন্তু সে যাই হোক আমার কিন্তু ভারি খরাপ লাগছে।

এর মধ্যে তো আপনার প্রতি কোনো বিরুদ্ধ ব্যাপার কিছু নেই মি. গ্যারিডেব। তিনি একটু উৎসাহের বশে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কারণ তিনি জানেন, খবর সংগ্রহের ব্যাপারে আমার একটু নাম-টাম বাজারে আছে।

ভদ্রলোকের মুখে যে ক্রোধের চিহ্ন দেখা দিয়েছিল একটু একটু করে তা মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, অবশ্য তাহলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম দাঁড়াচ্ছে। তাই আজ সকালবেলা যখন তাঁর কাছে শুনলাম, আপনার ঠিকানা নিয়ে সোজা চলে এলাম এখানে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে পুলিশ নাক গলায় না আমি চাই না, তবে আপনি যদি শুধু আমাদের প্রয়োজন মতো লোকটিকে খুঁজে দিয়েই ক্ষান্ত হন তাহলে আর ক্ষতি কী।

হোম্‌স্ বললেন,—যাই হোক, আপনি যখন এসেই গেছেন, তখন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলুন দেখি। এই আমার বন্ধু ড. ওয়াটসন, এ মামলার খুঁটিনাটি কিছু জানেন না, তাই পরিষ্কার করে ব্যাপারটা বলুন—যাতে উনিও বুঝতে পারেন।

মি. গ্যারিডেব যেমনভাবে ওয়াটসনের দিকে তাকালেন তাকে মোটেই বন্ধুসুলভ বলা চলে না। বললেন—ওঁর জানা কি একান্তই দরকার?

হোম্‌স্ বললেন—নিশ্চয়ই, কারণ আমরা যে একসঙ্গেই কাজ করি।

মি. গ্যারিডেব এবার সহজভাবে বলতে শুরু করলেন,—না, না গোপনতার কোনো কারণ নেই। ক্যানসাসে যিনিই গেছেন, সে-ইই অ্যালেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন গ্যারিডেবকে জানে। প্রথমে জমি জমার কারবার করে বেশ টাকা করেন, তারপর শিকাগোয় গমের ব্যবসা। জমি কিনতে কিনতে তার এতো জমি হয়েছিল যে তার সব জমি মিলিয়ে একটা জেলা হবে। আর সেই জমি থেকে নানাভাবে তাঁর প্রচুর আয় হতো। কোনো আত্মীয় স্বজন তাঁর ছিল না, অন্তত: ছিল বলে আমি জানি না। তবে, তাঁর অদ্ভুত নামটার ব্যাপারে তাঁর কিছু গর্ব ছিল এবং সেই ব্যাপারেই আমি তাঁর সংস্পর্শে আছি। তখন আমি টোপেকায় ওকালতি করছি, একটু থেমে নিয়ে পুনরায় গ্যারিডেব বলে চললেন—এমন সময় একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে দেখা করেন আমার সঙ্গে। তিনি ছাড়াও যে গ্যারিডেব আছে, এ খবর পেয়ে তিনি আহ্লাদে আটখানা। বললেন, আরও একটি গ্যারিডেবের খোঁজে আমি কাজকর্ম ছেড়ে পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে পারবো না। কিন্তু তিনি বললেন, 'ওসব শুনবো না, যা বলছি তাই করতে হবে, আমার মতলব সফল হলে টাকা পয়সা সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা থাকবে না।' ভেবেছিলাম বুঝি ঠাট্টা করছেন, কিন্তু পরেই বুঝেছিলাম, কথাগুলোর মধ্যেই প্রচুর সত্য নিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, এই কথাবার্তার এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। একটা উইল রেখে যান তিনি। এমন অদ্ভুত উইল ক্যানসাস আর কেউ কখনো দেখে নি। উইলে তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি ভাগ করেন তিন ভাগে, যার এক ভাগ তিনি আমাকে দেন এই শর্তে যে আমাকে আরো দুজন গ্যারিডেবকে খুঁজে

বার করতে হবে। প্রত্যেকের ভাগে পড়বে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার করে। কিন্তু আরও দু-জন গ্যারিডেবকে না পেলে কিছুই হবে না। টাকার অঙ্কটা এতোই বেশী যে আমি আইন ব্যবসা ছেড়ে গ্যারিডেবের সন্ধান পেলাম না। অবশেষে লন্ডন টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পেয়েও গেলাম একটা নাম। দুদিন আগে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। বুঝিয়ে বললাম সব কিছু। কিন্তু আমার মতো তিনিও একা মানুষ, কেবল কজন আত্মীয়া তাঁর আছে। কিন্তু এ সম্পত্তি কোনো স্ত্রীলোককে বর্তাবে না, কারণ উইলে আছে, তিনিজন প্রাপ্তবয়স্ক বা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হওয়া চাই। যদি আপনি একজন গ্যারিডেবের সন্ধান দিতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে তাহলে আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব।

হঠাৎ হোম্‌স্ হাসতে হাসতে ওয়াটসনকে বললেন, শুনলে তো ওয়াটসন? তোমাকে আগেই বলেছিলাম না—ব্যাপারটা খানিকটা খামখেয়ালি! ভদ্রলোককে বললেন, তা আমার তো মনে হয় আপনার কাজ হবে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া।

মি. গ্যারিডেব বললেন,—তা আমি করেছি মি. হোম্‌স্, কিন্তু কোনো উত্তরই পাইনি!

তাহলেই তো মুস্কিল। তা, মামলাটা যে অদ্ভুত তাতে আর সন্দেহ কী, হোম্‌স্ বললেন—আচ্ছা, মি. গ্যারিডেব অবসর সময়ে আপনার মামলাটা নিয়ে চিন্তা করবোখন। আপনি এখন আসুন।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে হোম্‌স্ ওয়াটসনকে বললেন—ভাবছি ভদ্রলোক কী কারণে বক্‌বক্ করে এতোগুলো মিথ্যে কথা বলে গেলেন।

কথাটা সরাসরি জিজ্ঞেস করতে গিয়ে চেপে গেলাম। ও মনে করুক আমায় বোকা বানিয়েছে! লোকটার কনুইয়ের কাছটায় জখম চিহ্ন আর প্যান্টের হাঁটুর যা অবস্থা তাতে মনে হয় অন্তত বছর খানেক ব্যবহার করেছে একবারও ধোয়নি। অথচ ওর কাগজপত্রে আর কথায় ও বলতে চায় ও মার্কিনি, সম্প্রতি লণ্ডনে এসেছে। ও কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—কিন্তু এমন কোনো বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় নি জানোই তো, ওসব বিজ্ঞাপন কখনও আমার দৃষ্টি এড়ায় না। সবটাই ডাহা মিথ্যা। মনে হয় লোকটা মার্কিনী। বেশ কয়েকবছর লণ্ডনে থাকার ফলে মুখের ভাব মোলায়েম হয়ে এসেছে। কী চায় ও, এই গ্যারিডেব খোঁজার মিথ্যা কথার আড়ালে কোন্ উদ্দেশ্য সে সাধন করতে চায়? লোকটা শয়তান একথা ধরে নিয়ে এগোতে হবে সাবধানে। দেখতে হবে অপর গ্যারিডেবটিও ভণ্ড কি না?

দেখ তো একটা ফোন করে তাকে—ওয়াটসন।

ফোন করতে একটা সরু, কাঁপা গলার আওয়াজ ওয়াটসনের কানে এলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি নাথান গ্যারিডেব। মি. হোম্‌স্ আছেন কি? তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

ফোনটা নিলেন হোম্‌স্। ফোনের কথা ওয়াটসনও শুনতে পাচ্ছিলেন।

অ্যা-হ্যাঁ, এসেছিলেন। আপনি তো তাঁকে চেনেন না, তাই না?

হ্যাঁ, কতোদিন?...মাত্র দু'দিন। তা তো বটেই, অত্যন্ত লোভনীয়। সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে থাকবেন কি? ও ভদ্রলোক হয়তো তখন থাকবেন না...বেশ যাচ্ছি তাহলে। এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

ড. ওয়াটসনও সঙ্গে যাবেন।...আপনার চিঠি থেকে জানলাম আপনি বিশেষ একটা বাড়ির বাইরে বেরোন না। ছ'টা নাগাদ যাচ্ছি। মার্কিনি উকিলটিকে একথা জানাবার দরকার নেই... আচ্ছা, হ্যাঁ? বেশ, ছাড়ছি তাহলে।

বসন্তের এক মনোরম সন্ধ্যায় হাজির হলেন হোম্‌স্, ড. ওয়াটসনকে সঙ্গে নিয়ে। ভদ্রলোক নিজেই দরোজা খুলে দিলেন, ভিতরে ঢুকে হোম্‌স্‌রা বসবার পর বললেন, পরিচারিকাটি

চারটের সময় চলে গেছে। ভদ্রলোক অত্যন্ত দীর্ঘকায়, তাঁর শরীরের গঠনে শৈথিল্য। তাঁর পিঠটা গোল, শুক্‌নো, মাথায় টাক, বয়স ষাটের কাছাকাছি। মুখটা কুৎসিত, বড় বড় গোঁফ, চশমা আর ছাগল দাড়ির মতো দাড়ি দেখে আর যেভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকেন তা লক্ষ করে মনে হয় তাঁর মধ্যে কৌতূহল আছে। সব মিলিয়ে, যাই হোক, তাঁকে বিনয়ী বলেই মনে হয়, তবে একটু অদ্ভুত বলেও মনে হয় বটে। ঘরটিও ঘরের মালিকটির মতোই অদ্ভুত–একটা ছোটখাটো যাদুঘর বলে মনে হতে পারে। বেশ লম্বা চওড়া, চারদিকের আসবাবপত্র আর তাক ভূতাত্ত্বিক আর শারীর বিদ্যার নমুনায় ঠাসা। তাকে মৌমাছি আর পোকামাকড় রাখা। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল, প্রচুর আবর্জনা তার ওপর জড়ো করা। আর সেখানে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের লম্বা তামার নলটা দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোকের বহুমুখী রুচির তারিফ করলেন মনে মনে হোম্‌স্‌। কোথাও প্রাচীন মুদ্রার সংগ্রহ, কোথাও পুরাতন প্রস্তর যুগের পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র। মাঝখানের টেবিলের পেছনে একটা বাক্সে শিলীভূত হাড়ের রাশি। ওপরে একটা সিমেন্টের তৈরী তাকে মাথার খুলির সারি। কোনোটির নিচে লেখা 'নীন্ডারথল', কোনোটার 'হাইডেলবার্গ' বা 'ক্রো ম্যাগনন'। বোঝা গেল ভদ্রলোক অনেক কিছুতেই উৎসাহী। হোম্‌সদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি একটি শ্যাময় চামড়া হাতে করে, যা দিয়ে একটা মুদ্রা পালিশ করছিলেন। মুদ্রাটা তুলে ধরে বললেন, সিরাকিউস যখন উন্নতির শিখরে তখনকার এটা। শেষের দিকে অধঃপতন হয় তাদের। আরো সব জিনিস দেখাতে লাগলেন।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে হোমস চারদিকে তাকাতে তাকাতে বললেন, আপনি কি একেবারেই বাড়ি থেকে বেরোন না?

ভদ্রলোক বললেন—মাঝে মাঝে যাই সোথবি ক্রিষ্টির ওখানে। তাছাড়া আমি পারতপক্ষে ঘর থেকে বেরোই না। বিশেষ শক্ত সমর্থ আমি নই, আর আমার গবেষণায় আমি সব সময়ই ডুবে রয়েছি। তাই আপনি বুঝবেন মি. হোম্‌স্‌, কী সাংঘাতিক একটা আঘাত—সুসংবাদ হলেও আঘাত তো বটে—পেলাম যখন এই মহাসৌভাগ্যের খবর এলো। গ্যারিডেব নামের আর একজন লোক হলেই হলো, এবং পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। আমার এক ভাই ছিল, কিন্তু সে মারা গেছে, এবং স্ত্রীলোক হলে চলবে না। তাহলেও সারা পৃথিবী খুঁজলে কি আর একজন গ্যারিডেবের সন্ধান পাওয়া যাবে না? আপনি অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপারের ফয়সালা করেন বলেই আপনার সাহায্য নিচ্ছি। অবশ্য মার্কিন ভদ্রলোকটিও ঠিকই বলেছেন, তার আগে তাঁর সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল, কিন্তু তাহলেও আমি যা করেছি ভালোর জন্যেই করেছি।

হোম্‌স্‌ বললেন, নিশ্চয়ই, খুব ভালো করেছেন। কিন্তু আমেরিকায় কোনো সম্পত্তির জন্যে কি আপনি খুব লালায়িত?

আজ্ঞে না,—একটুও না। এখানকার এইসব ছেড়ে আমি কোনোমতেই কোথাও যেতে চাই না। তবে, কী জানেন, যখনই আমরা ঐ সম্পত্তির অধিকারী হবো ওই ভদ্রলোক আমার অংশটা কিনে নেবেন। সম্পত্তিটা নাকি পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের। আমার এ সংগ্রহে স্থান পাওয়ার মতো প্রায় বারোটার মতো জিনিস বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ মাত্র কয়েকশো পাউন্ডের অভাবে আমি ওগুলো কিনতে পারছি না। তাই ভেবে দেখুন পঞ্চাশ লক্ষ ডলার পেলে আমি কতো কী করতে পারি। আমার সংগ্রহের মধ্যে জাতীয় সংগ্রহশালার উপাদান আছে, এ যুগের হান্স স্লোন বলে আমার তখন নামডাক হবে। বড় বড় চশমার অন্তরালে তাঁর দু-চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বোঝা গেল নিশ্চয়ই তিনি আর একজন গ্যারিডেবকে খুঁজে বার করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

হোমস বললেন, আমি এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে—আপনার কোনো কাজে আমি বাধা দেবো না। মক্কেলদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলাই আমার অভ্যাস। আপনার বিবৃতি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং মার্কিন ভদ্রলোকটির বিবৃতিতে যা কিছু ফাঁক ছিল তাও ভরে

গেল। তাই বিশেষ প্রশ্ন আপনাকে কিছু করার নেই। আচ্ছা, এ সপ্তাহের আগে তো আপনি ওই ভদ্রলোককে চিনতেন না, তাই না?

হ্যাঁ গত মঙ্গলবারেই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হোম্‌স্ বললেন, তাঁর সঙ্গে যে আমার কথা হয়েছে একথা তিনি আপনাকে বলেছেন? ভদ্রলোক বললেন,—হ্যাঁ, আপনার ওখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসেন তিনি। খুব রেগে গেছেন ভদ্রলোক। বোধ হয় আঁতে ঘা লেগেছে।

হোম্‌স্ বললেন, এই যে আমরা টেলিফোন করে এলাম, সকথা কি উনি জানেন?

ভদ্রলোক সংক্ষেপে বললেন—হ্যাঁ!

চিন্তায় ডুবে রইলেন কিছুক্ষণ হোম্‌স্, তারপর হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, কোনো বিশেষ দামি জিনিস কি আপনার কাছে আছে?

না, আমি বড়লোক নই। তবে আমার সংগ্রহে অনেক ভালো জিনিস আছে—তবে সেগুলো খুব মূল্যবান নয়।

হোম্‌স্ বললেন চুরি ডাকাতির ভয় নেই আপনার?

না—একেবারেই না—ভদ্রলোক বললেন।

কতোদিন হলো আপনি এখানে আছেন? হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন।

প্রায় পাঁচ বৎসর—ভদ্রলোকের ছোট্ট উত্তর।

এমন সময় হোম্‌সের জেরার মাঝখানে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই মি. নাথান গ্যারিডেব দরোজা খুলতেই মি. জন গ্যারিডেব অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলেন। একটা কাগজ হাতে দুলিয়ে চেঁচিয়ে বললেন—এই তো, ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম যে তাড়াতাড়ি গেলে আপনার দেখা পাব। অভিনন্দন জানাই মি. নাথান গ্যারিডেব, ধনী আপনি! কাজ সুসম্পন্ন হলো, সব ঠিক আছে। আর মি. হোম্‌স্ আপনাকে শুধু এইটুকুই বলদে পারি যে, আপনাকে শুধু শুধুই কষ্ট দেওয়া হলো, এ জন্যে দুঃখিত।

কাগজটা তিনি মক্কেল ভদ্রলোককে দিলেন। সেখানকার লাল কালিতে দাগ দেওয়া একটা বিজ্ঞাপনের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন অবাক বিস্ময়ে।

তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে হোম্‌স্ আর আমি উঁকি মেরে তাকালাম। বিজ্ঞাপনটা এইরকম .

হাওয়ার্ড গ্যারিডেব

চাষের যন্ত্রপাথি প্রস্তুতকারক

লাঙ্গল, ড্রিল, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদির প্রস্তুতকারক

মূল্য নিরূপক

লিখুন—গ্রাসভেনর বিল্ডিংস, অ্যাস্টন

ওঃ অপূর্ব, অপূর্ব! হাঁপাতে হাঁপাতে গৃহকর্তা বলে উঠলেন এই তো তিনজন পূর্ণ হলো।

মার্কিনী ভদ্রলোক মি. জন গ্যারিডেব বললেন, বার্মিংহামে খোঁজ করছিলাম। আমার ওখানকার দালালটিই এই স্থানীয় পত্রিকা থেকে এটা পাঠায় আমাকে। এক্ষুনি গিয়ে সব ব্যবস্থা করতে হবে। দালালকে লিখেছি আপনি কাল বিকেল চারটের সময় তার অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন।

আমি? সেকি তা কি করে সম্ভব?

নিশ্চয়ই! আপনি কী বলেন মি. হোম্‌স্? সেইটাই ভালো হবে, তাই না? আপনি হচ্ছেন বিট্রেনের লোক, আপনার প্রতিপত্তি আছে, আপনার কথা তিনি অতি অবশ্যই মানবেন। আপনি হয়তো চাইবেন আমিও আপনার সঙ্গে যাই, এবং আমারও সেই ইচ্ছে, কোনো অসুবিধা হলে সাহায্য করতে পারতাম, কিন্তু কাল আমার অনেক কাজ, একেবারেই সময় পাবো না।

মি. নাথান গ্যারিডেব বললেন, ক'বছর হলো আমি অতো দূরে কোথাও যাইনি।

জন গ্যারিডেব বলল—ও কিছু না মি. গ্যারিডেব, কিছু না। কীভাবে যাবেন জেনে এসেছি। বারোটায় বেরোলে দুটোর একটু পরেই পৌঁছে যাবেন এবং সেই রাতেই ফিরে আসতে পারবেন। আপনার কাজ হবে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা, আর তিনিই যে সেই ব্যক্তি এই মর্মে শপথ-পত্রে সই করিয়ে নেয়া। তারপর একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, ভেবে দেখুন তো কোন্ মধ্য আমেরিকা থেকে আমি এসেছি, আর আপনি এই ব্যাপারের জন্যে মাত্র একশো মাইল পথ যেতে পারছেন না?

হোম্‌স্ বললেন—ঠিকই তো। আমার তো মনে হয় ইনি কিছু অন্যায় বলছেন না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অশান্তভাবে নাথান গ্যারিডেব বললেন—তা, নিতান্তই যদি চান তো যেতেই হবে। আপনাকে বিমুখ করা আমার পক্ষে কঠিন, প্রচুর আশার আলো আপনি আমার জীবনে এনেছেন।

হোম্‌স্ বললেন, তাহলে সেই কথাই রইলো। আশা করি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমায় খবর দেবেন।

আচ্ছা, বলে মার্কিনী ভদ্রলোক একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে মি. নাথান গ্যারিডেবকে বললেন, এবার আমায় যেতে হচ্ছে। কাল এসে আপনাকে বার্মিংহামের গাড়িতে তুলে দেবো, কেমন। আমার পথে যাবেন নাকি মি. হোম্‌স্? যখন শুনলেন না—তখন ভদ্রলোক ঝটপট বললেন, চলি তাহলে, বিদায়।

ওয়াটসন লক্ষ্য করলেন, মার্কিনী ভদ্রলোক চলে যাবার পর হোম্‌সের মুখে যে মেঘ জমছিল তা কেটে গেছে। হোম্‌স বললেন—আপনার সংগ্রহটা একটু দেখতে চাই, মি. গ্যারিডেব। আমার যা জীবিকা তাতে যে কোনো বিষয় সম্বন্ধেই কিছু খবর কানে আসে, এবং আপনার ঘরটা তো তার ভাণ্ডারই বলা চলে।

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলেন মি. নাথান গ্যারিডেব, বললেন আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই চিরদিন শুনে এসেছি, মি. হোম্‌স্, আপনার যদি সময় থাকে তো আসুন না, ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখবেন।

দুঃখের বিষয় সময় সত্যিই নেই মি. গ্যারিডেব, হোম্‌স্ বললেন—তবে নমুনাগুলো এতোই সুন্দরভাবে সাজানো আর লেবেল লাগানো যে, আপনার আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। কাল যদি দেখতে আসতে পারি তো নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?

একটুও না। আপনাকে স্বাগত জানাই সব সময়। অবশ্য বাড়িটা বন্ধ থাকবে, তবে মিসেস সণ্ডাস বেলা চারটে পর্যন্ত নীচের ঘরে থাকবে, আপনাকে চাবি খুলে দেবে।

হোম্‌স্ বললেন কাল বিকেল বেলায় আমার বিশেষ কাজ নেই। মিসেস সণ্ডাসকে যদি একটু বলে রাখেন ভালো হয়। আচ্ছা—কার মারফৎ আপনি এই বাড়ি ভাড়া নেন?

হাসতে হাসতে হোম্‌স্ বললেন, মানে আমিও একজন খানিকটা আপনার মতো কিনা—তাই পুরোনো বাড়ির ব্যাপারে কিছুটা কৌতূহল আমার থাকাই স্বাভাবিক! এটা কী রানী অ্যান-এর না জর্জিয়ান?

ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত উত্তর—জর্জিয়ান, নিঃসন্দেহে।

হোম্‌স্ বললেন—তা ঠিকই। তবে আরো একটু পুরোনোই মনে করা উচিত ছিল। যাই হোক এতো সহজেই যাচাই করা যেতে পারে। আচ্ছা, বিদায় গ্যারিডেব। আশা করি আপনার এই বার্মিংহাম সফর সাফল্যমণ্ডিত হবে।

বাড়ির দালানের ঠিকানা কাছেই। "হলওয়ে অ্যাণ্ড স্টীল"—বন্ধ দেখে হোম্‌স্‌রা বেকার স্ট্রীটে ফিরে এলেন।

ডিনারের পর হোম্‌স্ বললেন, আমাদের মামলা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে—ওয়াটসনকে ইঙ্গিত করে বললেন, নিশ্চয় তুমি মনে মনে এর সমাধানটা আন্দাজ করতে পেরেছো?

ওয়াটসন সহজভাবে উত্তর দিলেন, না—আমি এ মামলার ল্যাজামুড়ো কিছুই বুঝতে পারিনি।

হোম্‌স্ সকৌতুকে বললেন—কেন? মুড়োটা তো দিব্যি পরিষ্কার আর ল্যাজাটা তো কালই দেখা যাবে। আচ্ছা বিজ্ঞাপনটার ব্যাপারে কিছু অদ্ভুত লক্ষ্য করেছো? ওয়াটসন বললেন লাঙল কথাটা ভুল বানানে লেখা হয়েছে।

হোম্‌স্ সোল্লাসে বললেন, বাঃ লক্ষ্য করেছো তাহলে। দিব্যি উন্নতি হচ্ছে তোমার। হ্যাঁ, বানানটা ইংরাজি মতে ভুল সন্দেহ নেই। কিন্তু আমেরিকান মতে ভুল নয়। ছাপাখানা যেমনটি বানান পেয়েছে, হুবহু তাই ছেপে দিয়েছে। এইরকম আরও আছে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটা পুরোদস্তুর মার্কিনী, অথচ কোনো ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর দেওয়া বলেই চালানো হচ্ছে। এ থেকে কী বুঝতে হবে?

ওয়াটসন বললেন, সম্ভবত মার্কিনী ওই ভদ্রলোক মি. জন গ্যারিডেব নিজেই ওটি ছাপিয়েছেন। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তা আন্দাজ করতে পারছি না।

হোম্‌স্ বললেন, এই শিলীভূত মানুষটিকে মানে মি. নাথান গ্যারিডেবকে বার্মিংহামে পাঠানোর জন্যে যে তিনি খুব ব্যস্ত এটা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। ওঁকে বলে দিতে পারতাম যে বৃথাই উনি এই সফর করছেন, কিন্তু ভেবে দেখলাম তাঁকে যেতে দিয়ে মার্কিনী ভদ্রলোকের অনুকূলে নিয়ে যাওয়াই ভালো। ওয়াটসন... আগামী কালই... আচ্ছা, আগামীকালের কথা আগামীকালই হবে।

সকালবেলা উঠে হোম্‌স্ বেরিয়ে পড়েছিলেন। লাঞ্চের সময় যখন ফিরলেন, ওয়াটসন দেখলেন তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে। মুখ খুললেন হোম্‌স্। বললেন, জানো, ওয়াটসন যতোটা ভেবেছিলাম ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। তোমাকে বলাটা জরুরি! জেনে রাখ সামনে আমাদের সমূহ বিপদ, খুব সাবধান।

ওয়াটসন বললেন—কিন্তু, এই তো প্রথম নয় হোম্‌স্, আগেও আমরা একত্রে বিপদের মুখোমুখি হয়েছি। এবারের বিপদটা ঠিক কী ধরনের?

এ একটা খুব শক্ত মামলা—হোম্‌স্ বললেন। ব্যারিস্টার মি. জন গ্যারিডেবকে আমি সনাক্ত করেছি—স্বয়ং "কিলার" ইভান্স সে, প্রচুর বদনাম আর কুকর্মের জন্যে বিখ্যাত। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গেছিলাম বন্ধু লেসট্রেডের সঙ্গে দেখা করতে। ওদের মধ্যে কল্পনা প্রয়োগের অভাব যতোই থাকুক, পরিপাটি, সুশৃঙ্খল খবর পরিবেশনের ব্যাপারে পৃথিবীতে জুড়ি নেই ওদের। আমার মনে হয়েছিল মার্কিনী ভদ্রলোক জন গ্যারিডেবের সন্ধান ওখানে মিলবেই। শয়তানদের ফোটো গ্যালারি দেকতে দেখতে চোখ পড়ল ওর ফুলো ফুলো গাল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠা। জেমস্ ওয়াল্টার, ওরফে মোরক্রফট্, ওরফে কিলার ইভান্স—এই কথাগুলো ছবিটার নিচে লেখা। তারপর পকেট থেকে একটা খাম বার করে বললেন, তার সম্বন্ধে কিছু খচর লিখে এনেছি। বয়স চুয়াল্লিশ, শিকাগোর বাসিন্দা, যুক্তরাষ্ট্রে তিন ব্যক্তিকে গুলি করেছে। সংশোধনের জন্যে তার বিশেষ কয়েদের ব্যবস্থা হয়েছিল, রাজনৈতিক প্রভাবে সে মুক্তি পায়। ১৮৯৩ সালে লন্ডনে আসে। ১৮৯৫-এর জানুয়ারিতে ওয়াটার্লু রোডের এক নৈশ ক্লাবে তাস খেলা সময় এক ব্যক্তিকে গুলি করে। লোকটি মারা যায়। কিন্তু হয় যে সে-জালিয়াত রোজার প্রেসকট হিসেবে। কিলার ইভান্স ছাড়া পায় ১৯০১ খ্রি.। সেই থেকে পুলিশের নজরে আছে। কিন্তু যতোদূর জানা গেছে এতোদিন সৎভাবেই জীবন যাপন করে এসেছে। অতি সাঙ্ঘাতিক মানুষ, সর্বদাই মারণযন্ত্র নিয়ে ফেরে এবং তা ব্যবহার করতেও ইতস্তত করে না। এ হেন ব্যক্তিটি হলো, আমাদের পাখি,—দিব্যি খেলুড়ে পাখি, নিশ্চয়ই স্বীকার করবে তুমি।

ওয়াটসন বললেন, ওর উদ্দেশ্যটা কী?

হোম্‌স্ সহজভাবে বললেন, সেটাও আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে আসছে। দেখা করেছিলাম বাড়ির দালালদের সঙ্গে। শুনলাম মক্কেলটি পাঁচ বছর হলো সেখানে ভাড়াটিয়া হিসেবে বাস করছেন এবং তার আগে বাড়িটা বছরখানেক খালি পড়ে ছিল। তার আগে থাকতেন এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাঁর নাম ওয়ালড্রন। তাঁর চেহারা ওদের অফিসের অনেকেরই মনে আছে। হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। তারপরে আর তার সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়নি। ভদ্রলোক লম্বা, দাড়িওয়ালা, আর বেশ কালো। আর প্রেসকট লোকটি যাকে কিলার ইভান্স খুন করেছে, সেও লম্বা, দাড়িওয়ালা আর বেশ কালো। অতএব কাজের সুবিধার জন্যে আমরা ধরে নিতে পারি যে মার্কিনী অপরাধী প্রেসকট ছিল সেই ঘরটাতেই, আমাদের নিরীহ বন্ধুটি যে ঘরটাকে তাঁর যাদুঘরে পরিণত করেছেন। সুতরাং বুঝতেই পারছ যে শেষপর্যন্ত একটা কার্যকারণ গোছের সম্পর্ক তৈরি করা গেল।

ওয়াটসন বললেন, কিন্তু পরবর্তী সূত্র সব কোথায়?

হোম্‌স্ ড্রয়ার থেকে একটা রিভালভার বার করে ওয়াটসনের হাতে দিয়ে বললেন, আমাদের তৈরী থাকতে হবে। মি. জন গ্যারিডেব যদি তার পুরোনো অপকীর্তির পরিচয় দিয়ে তার নাম সার্থক করার চেষ্টা করে তো তার জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে বৈকি। ঘণ্টাখানেক সময় দিচ্ছি, একটু ঝিমিয়ে নাও ওয়াটসন, তখন রাইডার স্ট্রীট্ অভিযানে বেরোবার সময় হবে।

মি. নাথান গ্যারিডেবের অদ্ভুত বাড়িতে হোম্‌স্‌রা যখন পৌঁছুলেন, মিসেস সণ্ডার্স তখন চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। কোনোরকম দ্বিধা না করে হোম্‌সদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল। হোম্‌স্ কথা দিয়েছিলেন সণ্ডার্সকে যে, যাবার আগে নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে সব ঠিকঠাক আছে। কিছুক্ষণ পরেই বাইরের দরোজাটা বন্ধ হল, জানলা দিয়ে তার মাথার টুপিটা হোম্‌সদের চোখে পড়ল। বোঝা গেল তারা ছাড়া এ বাড়ির নীচের তলায় আর কোনো লোক নেই। হোম্‌স্ তাড়াতাড়ি ঘরগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। এক অন্ধকার কোণে একটা তাক, দেয়াল থেকে খানিকটা তফাতে। শেষ পর্যন্ত হোমসরা সেটার পেছনে গুঁড়ি মেরে রইলেন। হোম্‌স্ তাঁর মতলবটা জানালেন। বললেন, ভদ্রলোকটিকে এওখান থেকে ও সরাতে চাইছে, এটা দিব্যি পরিষ্কার। অথচ ভদ্রলোক কিছুতেই বেরোবে না। তাই সেই উদ্দেশ্যে তার এই মতলব, এই গ্যারিডেবের ব্যাপারটা উদ্ভাবনার কারণ, এ ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে একটা শয়তানি মতলব খেলা করছে ওয়াটসন, যদিও ভদ্রলোকটির এই অদ্ভুত নামটা এক আশাতীত সুযোগড় ওর সামনে এনে দিয়েছে। অনেক বুদ্ধি খরচ করে ও মতলবটা ফেঁদেছে।

কিন্তু উদ্দেশ্যটি কী ওর—ওয়াটসন জিজ্ঞাসা করলেন। সেইটাই এখন আমাদের জানতে হবে। তবে, যতদূর বুঝেছি তার সঙ্গে আমাদের মক্কেল মি. নাথান গ্যারিডেবের কোনোরকম সম্বন্ধ নেই। সম্বন্ধ আছে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যাকে ও হত্যা করেছে। হয়তো সে ওর অপরাধ জগতের কোনো সহকর্মী ছিল। অপরাধমূলক কোনো গুপ্ত রহস্য আছে এই ঘরটায় বলে আমার ধারণা। প্রথমটায় ভেবেছিলাম হয়তো এমন কিছু ওখানে ঐ ভদ্রলোকের অজ্ঞাতসারে আছে যা কোনো বড়দরের অপরাধীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কুখ্যাত রোজার প্রেসকট এখানে ছিল—এই খবরটা পাওয়ার পর মনে হচ্ছে কারণটা আরও গভীর। এখন কেবল ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করা কখন সময় আসবে।

সময়টা খুব তাড়াতাড়িই এসে গেল। বাইরের দরজার খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দে হোম্‌সরা ছায়ার মধ্যে আরও ঘন হয়ে গেল। তারপর একটা চাবি ঘোরাবার ধাতব শব্দ, এবং পরমুহূর্তেই মার্কিন ভদ্রলোকটি ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলো। তারপর ওভারকোট খুলে চটপট এগিয়ে গেল ঘরের মাঝখানে রাখা সেই টেবিলটার দিকে। যেভাবে গেল তাতে বুঝতে অসুবিধা হলো না কী

করতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে তার মনে একটুও অনিশ্চয়তা নেই। টেবিলটা সরিয়ে দিল একপাশে। নিচে যে চৌকো কার্পেটটা ছিল সেটা জোরে টেনে তুলে সবটাই পাকিয়ে রেখে দিল। তারপর ভিতরের পকেট থেকে সিঁদকাঠি বার করে হাঁটু গেড়ে বসে যাওয়ার শব্দ কানে এল, আর তারপরেই মেঝের তক্তায় একটা চৌকো তারপরে হঠাৎ যেন কোন্‌দিকে চলে গেল।

ওয়াটসনের কব্জি ছুঁয়ে হোম্‌স্ সংকেত দিলেন। চোরের মতো নি:শব্দে দুজনে খোলা গুপ্ত গহ্বর-এর দিকে পা টিপে টিপে এগোতে লাগল। সাবধানে গেলেও পুরোনো শানের মেঝেয় হয়তো শব্দ হয়ে থাকবে, কারণ হঠাৎ মার্কিন ভদ্রলোক কিলার ইভান্স, মাথাটা উঁচু করে চারিদিকে তাকাতে লাগলো। হোম্‌স্‌দের দেখে ফেলল। পরাজয়ের আর ক্রোধের ভাব তার মুখে ফুটে উঠল। এবং সেই মুখের ভাব ক্রমে কোমল হতে হতে শেষ পর্যন্ত পরিণত হলো সলজ্জ হাসিতে যখন সে দেখল দুটো রিভলভার তার মাথা লক্ষ করে উদ্ধত।

ঠেলেঠুলে ওপরে উঠে ঠাণ্ডা গলায় সে বলল—দলে একটু ভারি দেখছি মি. হোম্‌স্। প্রথম থেকেই আমার মতলবটা ধরে ফেলেছেন, তাহলে? খেলাচ্ছিলেন তাহলে এতোক্ষণ! আত্মসমর্পণ করছি, হেরে গেছি আপনার কাছে—এই বলেই সে পলকের মধ্যে একটা রিভলবার বার করে দুটো গুলি ছুঁড়ে দিল। ওয়াটসনের পা ঘেঁসে একটা গুলি বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হোম্‌স্ পিস্তল দিয়ে ইভান্সের মাথায় আঘাত করলেন। ইভান্স লুটিয়ে পড়লো। তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছিলো আর হোম্‌স্ তার সারা শরীরে খুঁজে রিভলভার ছুরি, আর অন্যান্য অস্ত্র গুলো বার করে নিলেন সেই অবসরে। তারপর দু-হাতে ধরে ওয়াটসনকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, বিশেষ লাগে নি তো ওয়াটসন—বলো, বলো লাগে নি।

ও কিছু নয় হোম্‌স্, একটু ছড়ে গেছে মাত্র—ওয়াটসন বললেন। তারপর হতবুদ্ধি কয়েদিটির দিকে হোম্‌স্ পাথর-কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন,—ওয়াটসনকে খুন করে আপনি এ ঘর থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতেন না জেনে রাখবেন। বলুন, শুনি, কী আপনার বলার আছে।

কিছুই বলবার ছিল না তার। তেমনি পড়ে থেকে সে ভ্রূকুটি করতে লাগল। হোম্‌সের হাতে ভর করে ওয়াটসন উঠে গুপ্ত দরোজাটা সরে যেতে যে ছোটো গহ্বরটা দেখা দিল, তাকালেন সেটার দিকে। যে বাতিটা ইভান্স ভিতরে নিয়ে গেছিল তখনও জ্বলছে সেটা। মরচে পড়া কি একটা যন্ত্রের ওপর আমাদের চোখ পড়ল। কাগজের রিলের পর রীল। কিছু বোতল, আর একটা ছোট টেবিলের ওপরে রাখা প্রচুর ছোট ছোট বান্ডিল।

হোম্‌স্ বললেন, এ একটা ছাপাখানা, জাল নোট ছাপার সরঞ্জাম এ সব।

ইভান্স বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, উঠে টলতে টলতে একটু এগিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ে সে বললো, ওর মতো জালিয়াত আর কখনো লণ্ডনে দেখা যায়নি। প্রেসকটের প্রেস হলো ওটা, আর টেবিলের ওপরের ওই বান্ডিল, ওগুলো হচ্ছে প্রেসকটের দু-হাজার নোটের, এক একটা প্রায় একশো পাউন্ডের। কেউ জাল বলে ধরতে পারবে না। আচ্ছা নিন দেখি, বলুন আপনাদের কী দাবি মিটিয়ে ফেলা যাক।

হেসে উঠলেন হোম্‌স্। বললেন, ওসব আমরা করি না মি. ইভান্স। আপনার রক্ষা নেই। আপনিই তো এই প্রেসকটকে গুলি করেছিলেন, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আর সে জন্যে আমায় পাঁচ বছর জেল হয়েছিল—কিলার ইভান্স বলতে লাগলো—অথচ ঠিক সেই কাজের জন্যেই আমায় এতো বড়ো একটা মেডেল দেওয়া উচিত ছিল। ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের নোট থেকে প্রেসকটের নোটকে আলাদা করে চিনতে পারা অসম্ভব। তাই যদি তাকে না সরিয়ে ফেলতাম তাহলে আজ তার নোটে সারা লন্ডন ধরে যেত। আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানে না কোথায় সে এই নোট ছাপত। তাই, আমি যে, এখানে আসবার চেষ্টা করবো, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? এবং যখন দেখলাম, এই

আধপাগলা পোকা শিকারি অদ্ভুত নামের লোকটা ঠিক ওটারই ওপর বসে রয়েছে আর কিছুতেই ওখান থেকে নড়বার নাম করছে না, তখন যদি ওকে সরাবার চেষ্টা করে থাকি তাহলে কি খুব আশ্চর্য হবার কিছু আছে? হয়তো ওকে খতম করে ফেললেই বুদ্ধিমানের কাজ হতো এবং কাজটাও মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু আমার মনটা এমন নরম যে, নিরস্ত্রকে গুলি করতে হাত ওঠে না। কিন্তু বলুন মি. হোম্‌স্ কী অপরাধ আমি করেছি? না নোট ছেপেছি, না এই লোকটাকে মেরেছি। কী অপরাধে আমায় ধরতে পারেন আপনি?

হোম্‌স্ বললেন, এই আমার বন্ধুটিকে হত্যার চেষ্টা করেছেন, এই একটা অপরাধ তো দেখতে পাচ্ছি। যাই হোক সেটা আমাদের কাজ নয়, সেটা পুলিশ বুঝবে। আপাতত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে একটা খবর দাও তো ওয়াটসন খবরটা পেলে ওরা খুশি হবে।

## রহস্যভরা থর ব্রিজ

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠিটা হোম্‌স্ ওয়াটসনের হাতে দিয়ে। বললেন, পড়ো তো শুনি—

ওয়াটসন পড়তে লাগলেন।

প্রিয় মি. শার্লক হোম্‌স্,

ঈশ্বরের গড়া সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর মৃত্যু হল অথচ আমি তাকে বাঁচানোর জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করতে পারলাম না। এ আমি সহ্য করতে পারছি না একেবারে। বোঝাতে পারছি না তার মৃত্যু কীভাবে হলো। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে জানি যে মিস্ ডানবার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঘটনাটা আপনি জানেন। কে আর না জানে—সারা দেশের মানুষের গুজবের বিষয়বস্তু এটা। অথচ কেউই তার স্বপক্ষে একটা কথাও বললো না। এই অবিচারটাই আমাকে পাগল করে তুলেছে। ওর যা মন তাতে একটা মাছি পর্যন্ত মারা ওর পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক্ কাল বেলা এগারোটায় আমি আপনার কাছে যাচ্ছি। যদি এই অন্ধকারের মধ্যে আলোর কোনো রেখা আপনি দেখাতে পারেন। এমন হতেই পারে যে, কোনো সূত্র আমি নিজের অজান্তে পেয়ে গেছি। আমার যা কিছু আছে বা আমার দ্বারা যা কিছু সম্ভব সব কিছু আমি আপনার ব্যবহারের জন্যে দিচ্ছি, শুধুমাত্র যদি আপনি তাকে রক্ষা করতে পারেন। জীবনে যদি কখনোও আপনার ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ এসে থাকে তো জানবেন তা এই ক্ষেত্রে।

ইতি

আপনার বিশ্বস্ত নীল গিবসন

এই হলো ব্যাপারটা। বুঝলে ওয়াটসন। প্রাতরাশ সেরে যে পাইপটা ধরিয়েছিলেন তার ছাই ঝেড়ে ফেলে আর ধীরে ধীরে তাতে মশলা ভরতে ভরতে হোমস বললেন, সেই ভদ্রলোকের জন্যে অপেক্ষা করছি। মনে রেখো, আর্থিক ক্ষমতায় এ ব্যক্তি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং যতোদূর জানি, তিনি অত্যন্ত রুক্ষ ও দৃঢ় চরিত্রের লোক। যে মহিলাটিকে তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁরই মৃত্যু নিয়ে এই মামলা! তাঁর সম্পর্কে শুধুমাত্র এইটুকুই জানি, তিনি যে যৌবনের উদ্দামতা অতিক্রম করেছেন, তা অত্যন্ত দুঃখের, কারণ এক অপূর্ব মহিলা তাঁর বাড়িতে দুই ছেলেমেয়ের ভার নিয়ে গভর্নেসের কাজ করতেন। এই তিন ব্যক্তিকে নিয়েই মামলা।

এবার দুর্ঘটনার বিবরণ শোনো। স্ত্রীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, বাড়ি থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে, অনেক রাতে। তাঁর পরনে তখন ডিনারের পোষাক ছিল। কাঁধে একটা শালও ছিল। একটা রিভলভারের গুলি তাঁর মাথার ঘিলু ভেদ করে চলে যায়। কোনো অস্ত্রই মৃতদেহের চারপাশে পাওয়া যায়নি। হত্যাকারী কোনো রকম সূত্র রেখে যায় নি। অপরাধটা সংঘটিত হয়

বোধ হয় রাতের দিকে। মৃতদেহ আবিষ্কার করে এক রক্ষী, রাত এগারোটা নাগাদ। পুলিশ আর এক ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে, তারপর সেটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। বুঝতে পারছ ওয়াটসন? নাকি আরও সবিস্তারে বলব।

ওয়াটসন বললেন, হ্যাঁ, পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কিন্তু গভর্নেসকে সন্দেহ করা হচ্ছে কেন?

হোমস বললেন, কতোকগুলি সোজাসুজি সাক্ষীকে কেন্দ্র করেই এই সন্দেহ। একটা রিভলভার গভর্নেসের পোষাকের আলমারির নিচের তাকে জামা কাপড়ের নিচে পাওয়া যায় যায় থেকে একটা মাত্র গুলি ছোঁড়া হয়েছে। এবং যেটার সঙ্গে গুলিটা অবিকল এক মাপের। দুই, মামলার জুরিরাই একই মত প্রকাশ করেছেন। তারপর মৃত স্ত্রীলোকটির হাতে একটা চিঠির টুকরো ছিল গভর্নেসের হাতে লেখা, তাতে ঠিক ওই জায়গাতেই দেখা করার কথা ছিল। এর তুমি কী বলবে? আর শেষ পর্যন্ত দেখো উদ্দেশ্যটা। অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মানুষ সেনেটর গিবসন। স্ত্রী মারা গেলে কে তখন তাঁর স্থান নেবেন? এই তরুণীই নিশ্চয়, কারণ ইতিমধ্যেই তিনি তার মনিবের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। প্রেম, বৈভব, ক্ষমতা—সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে এক মধ্য বয়সীর জীবনের ওপরে। নোংরা ব্যাপার, ভারি নোংরা ব্যাপার, ওয়াটসন।

সত্যিই তাই হোম্‌স্—ওয়াটসন বললেন।

থর ব্রিজ হচ্ছে একটা খুব বড় পাথরের, তার ধারে ধারে কাজ করা গম্বুজ, সেখানে দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে জল যেখানে সবচেয়ে সরু সেই জায়গাটার ওপর দিয়ে। এটি লম্বা, গভীর, আগাছা-ছাওয়া, এর নাম থর মেয়ার। পোলটার মুখে পড়েছিলেন মৃত স্ত্রীলোকটি। এইগুলোই হলো এ মামলার প্রধান ঘটনাবলি। ওই বুঝি আমাদের মক্কেল এলেন, যদি আমার ভুল না হয়।

বিলি দরজা খুলে দিতেই যে ব্যক্তি প্রবেশ করল সে আকাঙ্ক্ষিত গিবসন নয়। সে নিজেই নিজের পরিচয় দিল—গিবসনের ব্যবসার ম্যানেজার, নাম মি. মার্লো বেটস্। বেশ নার্ভাস মানুষটিকে দেখে হোম্‌স্ বললেন, আপনি উত্তেজিত, মি. বেটস্। আসুন আসুন, বসুন। কিন্তু বিশেষ সময় আমি আপনাকে দিতে পারবো না, কারণ এগারোটার সময়ে আমার কাছে একজনের আসার কথা আছে।

সে আমি জানি। খাবি খেতে খেতে আগন্তুক বলে উঠলেন। ছোট ছোট কথায় দম হারানো মানুষের মতো তিনি বলে উঠলেন। আসছেন মি. গিবসন, আমার মনিব। শয়তান মি. হোমস—নরকের শয়তান তিনি।

ওয়াটসন বললেন,—অত্যন্ত কড়া ভাষায় কথা বলছেন, মি. বেটস্!

বেটস বলল—বক্তব্যটা জোরের সঙ্গেই আমায় বলতে হবে মি. হোমস। কারণ সময় অত্যন্ত অল্প এবং আমি চাই না যে কোনোমতেই ছিলাম যে এর থেকে আগে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। মাত্র আজ সকালে তাঁর সেক্রেটারির কাছে শুনলাম তিনি আপনার কাছে আসছেন। ওঁকে নোটিশ দিয়েছি আমি, আর মাত্র দুই সপ্তাহ, তারপরেই এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব। অত্যন্ত রুক্ষ লোক তিনি। সকলের প্রতি ব্যবহারেই তাই, মি. হোম্‌স্। ওঁর দান-ধ্যানের কথা যা শুনেছেন এ সবই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্যায় আচরণ আড়ালে রাখার জন্যে জানবেন। তাঁর হাতে সবচেয়ে বেশি লাঞ্ছনা পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী। স্ত্রীর সঙ্গে মি. গিবসনের ব্যবহার ছিল পাশবিক, অত্যন্ত পাশবিক মি. হোমস। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হলো আমি জানি না, তবে এটুকু জানি যে, মি. গিবসন তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। জানেন নিশ্চয়, ভদ্রমহিলা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ, ব্রেজিলে তাঁর জন্ম। সূর্যের অফুরন্ত আলোর প্রাচুর্যের মধ্যে প্রচুর আবেগ নিয়ে তিনি লালিত। যেবাবে তিনি ভালোবাসতেন, একমাত্র তাঁর পক্ষেই তেমন ভালোবাসা সম্ভব। একসময় তিনি দৈহিক আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন—মি. গিবসনকে লুব্ধ করার মতো কিছুই তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। গিবসন লোকটি মুখমিষ্টি, অত্যন্ত চতুর মি. হোম্‌স্। ব্যাস্, এইটুকুই আমার আপাকে বলবার ছিল। ওঁর কথা সব বিশ্বাস করবেন না, অনেক কিছুই

তিনি গোপন রাখবেন আপনার কাছে। এবার আমি যাই।

মি. বেটস্ চলে যেতেই, কিছুক্ষণ চুপ্ করে থাকবার পর হোম্স্ বলে উঠলেন—ভদ্রলোকের এই সতর্ক বাণী কাজে লাগবে মনে হচ্ছে। এখন আমরা শুধু মি. গিবসনের জন্যে অপেক্ষা করবো।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় সিঁড়িতে ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই বিখ্যাত স্বর্ণব্যবসায়ী ক্রোড়পতিটিকে হোমসদের ঘরে নিয়ে এল বিলি। তাঁর মুখ যেন গ্র্যানিটি পাথরে কোঁদা—কঠিন, রুক্ষ, নির্মম! গভীর বলিরেখা সে মুখে। খোঁচা খোঁচা ভ্রুর নীচে ঠাণ্ডা ধূসর চোখের কুটিল দৃষ্টি দিয়ে তিনি একে একে আমাদের দিকে দায়সারা গোছের অভিবাদন জানালেন।

হোম্স্ তার সঙ্গে ওয়াটসনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মি. গিবসন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হোম্সের কাছে বসলেন, এবং শুরু করলেন তাঁর কথা—প্রথমেই বলি মি. হোম্স্, এ মামলায় টাকাটা কোনো ব্যাপারই নয়। যদি টাকা খরচ করলে সত্যের ওপর আলোকপাত হয় তো তাতেই আমি রাজী। এই স্ত্রীলোকটি নির্দোষ, একে মুক্ত করতেই হবে আপনাকে। বলুন কতো চান আপনি?

হোমস ঠাণ্ডা গলায় বললেন—আমার 'ফি'-র একটা নির্দিষ্ট হিসাব আছে। তাতে কোনো কম বা বেশি হয় না। আপনি ঘটনাটা বলুন।

মি. গিবসন বলতে শুরু করলেন—প্রধান ঘটনাগুলি আপনি খবরের কাগজ মারফত পেয়ে থাকবেন—মনে হয় না, তার ওপর নোতুন কিছু যোগ করতে পারব। তবে, যদি বিশেষ কোনো ব্যাপারের ওপর আপনি আলোকপাত চান তো বলুন, আপনাকে জানাচ্ছি।

হোম্স্ বললেন, একটি কথাই আমার সর্বাগ্রে জানতে ইচ্ছে করছে গভর্নেস—মিস ডানবারের সঙ্গে আপনার সঠিক সম্পর্কটা কী?

ভয়ঙ্করভাবে চম্‌কে উঠলেন গিবসন, প্রায় উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। তারপর অদ্ভুতভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—এ কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার হয়তো আপনার আছে এবং শুধুমাত্র কর্তব্যের খাতিরেই আপনি এ প্রশ্ন করছেন। তাই বলছি, আমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা হলো মনিব আর তার অধীন এমন এক তরুণীর, যাকে সে ছেলেমেয়েদের সান্নিধ্য ছাড়া কখনো দেখে নি পর্যন্ত।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন হোম্স্। বললেন, আমি কাজের লোক মি. গিবসন। বাজে কথায় সময় নষ্ট করা আমার পোষাবে না। আপনি আসতে পারেন।

গিবসনও উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিরাট শরীর, রোমশ ভ্রূর নিচে দুচোখে ক্রোধের দীপ্তি, বসে যাওয়া গালেও রক্তের আভাস দেখা গেল। বলে উঠলন, গোল্লায় যান আপনি। কী বলতে চান মশাই? আমার মামলা নেবেন না?

হোমস শান্তস্বরে বলেন—আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি মি. গিবসন। কেন, আমার তো ধারণা, আমি বেশ পরিষ্কার ভাষাতেই তা বলেছি।

গিবসন বললেন—হ্যাঁ, পরিষ্কার বটে, কিন্তু আসল কথাটা কী? দাম বাড়াতে চান, না, মামলাটা নিতে ভয় পাচ্ছেন, না কী? সরাসরি বললে ভালো হয়।

গম্ভীর স্বরে হোম্স্ বললেন—আপনার মামলাটা জটিল সন্দেহ নেই, আর মিথ্যে খবর দিয়ে আর তার জটিলতা বাড়াবার কোনো মানে হয় না।

তার মানে আপনি বলতে চান আমি মিথ্যা বলছি—গিবসন জিজ্ঞাসা করলেন। ক্রোড়পতির মুখ চোখ শয়তানের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।

আলতোভাবে হেসে উঠলেন হোম্স্। পাইপটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালেন। বললেন, হৈ চৈ করবার চেষ্টা করবেন না মি. গিবসন। লক্ষ করেছি, প্রাতরাশের পর খুব সামান্য বিতর্কও অনেক সময়ে মানসিক ভারসম্যা নষ্ট করে ফেলে।

চেষ্টা করে সোনার ব্যবসায়ীকে ক্রোধ সংবরণ করতে হলো। প্রচণ্ড চেষ্টায় আত্মসংবরণ করে যেভাবে তিনি ক্রোধের দীপ্তানল থেকে শীতল নির্লিপ্ত অবস্থায় পৌঁছে গেলেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। বললেন, অবশ্য আপনি যা বলবেন। এ আপনার ব্যাপার, করবেন কি, করবেন না আপনিই বুঝবেন, ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো আপনাকে মামলাটা নিতে বলতে পারি না। তবে আজ সকালের এই ব্যাপারে আপনার কিছুই উপকার হলো না মি. হোম্‌স। আপনার থেকে অনেক শক্ত মানুষ আমার সামনে ভেঙে পড়েছে। যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদের কারুরই আখেরে ভালো হয় নি জানবেন।

হোম্‌স্ হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, অমন কথা অনেকের মুখেই শুনেছি, তবু দেখুন দিব্যি এখনো বহাল তবিয়তে আছি। বিদায় মি. গিবসন। এখনও আপনার অনেক কিছু শেখার আছে জানবেন।

প্রচুর আওয়াজ করে গিবসন বেরিয়ে গেলেন। হোম্‌স্ কিন্তু নির্বিকার চিত্তে পাইপ টেনে চলেছেন ছাদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

কিছু মন্তব্য করবে ওয়াটসন? অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখো হোমস স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, এ হলো এমনই এক ব্যক্তি যে, পথের যে কোনো বাধা অবলীলাক্রমে দলে মাড়িয়ে এগিয়ে যাবে। তাই যখন ভাবি যে হয়তো তাঁর স্ত্রী তাঁর পথের বাধা হয়েছিলেন ও তাঁর বিতৃষ্ণার উদ্রেক করেছিলেন, ওই বেটস লোকটা স্পষ্টই যা বলে গেলেন, তখন মনে হয়—

ঠিক বলেছ, আমারও তাই মনে হয়—হোমস বললেন।

ওয়াটসন বললেন, হয়তো আবার তাকে আসতে হবে। হোমস বললেন,—আলবাত আসতে হবে তাকে। এরকম অবস্থায় ফেলে রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না। ওই তো, ঐ ঘণ্টা বাজল, না? হ্যাঁ, ওই তো তার পায়ের শব্দ। এই যে মি. গিবসন, এইমাত্র আমি আমার ডাক্তার বন্ধুটিকে বলছিলাম যে আপনার ফিরে আসার সময় পেরিয়ে যেতে চলেছে।

যে রকম মেজাজ নিয়ে সোনার রাজামশাই গটমট করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তার থেকে অনেক বেশি সংযত হয়ে ফিরেছেন। চোখের দৃষ্টিতে ক্ষোভের পরিচয় অবশ্য এখনও আছে, যা থেকে বোঝা গেল তাঁর অহং-এ আঘাত লেগেছে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝেছেন, যে কাজ আদায় করতে হলে তাকে হোম্‌সের কথায় রাজী হতেই হবে। বললেন, ভেবে দেখলাম, মি. হোম্‌স্ তাড়াহুড়োয় আমি আপনাকে ভুল বুঝেছি। সমস্ত ঘটনা শোনার অধিকার নিশ্চয়ই আপনার আছে এবং এ জন্যে আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা আরও ভালো হলো। তবে নিশ্চিত জানবেন, মিস ডানবারের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তার সঙ্গে এ মামলার কোনো সম্বন্ধ নেই।

তবে ডাক্তারের কাছে যেমন সবটা খুলে বলতে হয় সেরকম সমস্যা সমাধানের জন্যে আপনাকে সবটা খুলে বলা দরকার। তবে আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন মি. হোমস কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা অমন সরাসরি জিজ্ঞাসা করলে অধিকাংশ মানুষই ঘাবড়ে যাবে, সত্যিই যদি তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব কিছু থেকে থাকে। প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে কিছু ব্যক্তিগত গোপনীয়তা থাকে যেখানে তারা বাইরের লোকের নাক গলানো পছন্দ করে না। এবং ঠিক সেই ব্যাপারটাই আপনি করেছেন। তবে, উদ্দেশ্যের প্রয়োজনেই আপনার প্রশ্নের বৈধতা এবং সে উদ্দেশ্য তাকে রক্ষা করা। যাই হোক বাধা সরে গেছে, ইচ্ছামতো এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। বলুন, কী জানতে চান?

হোম্‌স্ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রসারণ করে বললেন, সত্যি যা ঘটেছে, গোপন না করে সবটা খুলে বলুন।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মি. গিবসন গম্ভীর হয়ে বলতে শুরু করলেন—আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ হয় ব্রাজিলে যখন সোনার সন্ধানে গেছিলাম। মানাওস-এর এক সরকারি চাকুরের কন্যা মারিয়া পিন্টো ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। আমি তখন তরুণ, ভাবাবেগে পূর্ণ। কিন্তু

আজও আমি নিরাসক্তভাবে এবং সমালোচনার দৃষ্টিতেও বলতে পারি, অত্যন্ত দুর্লভ ছিল তাঁর রূপ। তাঁর স্বভাবে ছিল গভীরতা, ছিল ভাবাবেগ ও আন্তরিকতার পরিচয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের যা বৈশিষ্ট্য—ছিল সমতার অভাব। যেসব আমেরিকান নারীদের আমি জানতাম তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন তিনি। যাই হোক সংক্ষেপে বলছি। ভালোবাসলাম তাঁকে, নিববাহ করলাম। রোমান্সের প্রথম পর্ব একটি বছর কেটে গেল। আমি যখন প্রথম জানতে পারলাম যে আমাদের মধ্যে কোনো বিষয়েই কোনোরকম মিল নেই। আর তখন থেকেই আমার ভালোবাসায় ভাঁটা পড়তে লাগল। এবং সেই সঙ্গে যদি তাঁরও ভালোবাসায় ভাঁটা পড়ত তাহলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মন কেমন আশ্চর্য হয় তা তো জানেন। আমি যাইই করি না কেন, কিছুতেই তিনি আমাকে ছাড়বেন না। তার সঙ্গে হয়তো রুক্ষ ব্যবহার করেছি এবং অনেকের মতে তা পাশবিক, এই আশায় যে, তার ফলে যদি তার ভালোবাসা চলে গিয়ে ঘৃণার উদ্রেক হয়—দুজনেরই ভালো হবে তাতে। কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁর মধ্যে কোনোরকম পরিবতৃন এলো না। আগে অ্যামাজন নদীর তীরে যেমন, এই বিশ বছর পরে ইংল্যাণ্ডের এই বনাঞ্চলেও তেমনি, তিনি যেন পূজোই করতেন আমাকে।

যেমন ব্যবহারই করি না কেন, কোনো পরিবর্তন তার মধ্যে দেখা যেত না। এমন সময় এল মিস্ গ্রেস ডানবার বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে, আমাদের দুই সন্তানের গভর্নেস হয়ে। অপূর্ব সুন্দরী সে। এহন নারীর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করেও এবং সদাবর্সদা তার সংস্পর্শে এসেও তার প্রতি কোনোরকম আকর্ষণ অনুভব না করাটা পুরুষত্বহীনতার লক্ষণ। আপনি কি বলছেন এতে আমি কোনো অন্যায় করেছি? তারপর একটু আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বললেন—সারা জীবন ধরে আমি যখনই যেদিকে হাত বাড়িয়েছি তাই পেয়েছি, এবং এই স্ত্রীলোকটিকে পেতে, তার ভালোবাসা লাভ করতে আমি যতোটা চেয়েছি আর কোনোকিছুই আমি অতোটা প্রবলভাবে চাই নি। এবং একথা আমি তাকে বলেওছি। বলেছিলাম, সম্ভব হলে, আমি তোমায় বিবাহ করতাম, কিন্তু তার আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বলেছিলাম, টাকাটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়, এবং তাকে খুশি করবার জন্যে যা কিছু করার সব করতাম।

হোম্‌স্ বললেন, বাঃ বাঃ, অত্যন্ত উদার, সন্দেহ কী। হোম্‌স্-এর গলায় শ্লেষ।

গিবসন মনে মনে একটু রেগে গেলেও মুখে প্রকাশ করলেন না। মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, দেখুন মিঃ হোম্‌স্, আমার বক্তব্য আপনাকে শোনাবার জন্যে আমি এসেছি, নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করতে নয়, আপনার সমালোচনা শুনতে আমি এখানে আসি নি।

কড়া গলায় হোম্‌স্ বললেন, আপনার মামলা আমি নিচ্ছিলাম নিছক মেয়েটার কথা ভেবে। আপনি স্বীকার করছেন, যে আশ্রয় নিয়েছিল আপনার বাড়িতে। যে অপরাধে সে অভিযুক্ত হয়েছে তা আপনার এই অপরাধের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিনা জানি না আমি। আপনাদের মতো কিছু ধনী ব্যক্তিকে শিখতে হবে যে, সমস্ত পৃথিবীকে ঘুষ দিয়ে অন্যায় কাজ করে পার পাওয়া যায় না।

ধমকটা আশ্চর্যজনক ভাবে হজম করে মি. গিবসন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আমার মতলব মতো যে সমস্ত কিছু ঘটেনি সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমার প্রস্তাবে সে কিছুতেই রাজি নয়, বললো তক্ষুনি চাকরি ছেড়ে চলে যাবে। যখন বললাম, আর কখনও তার ওপর অত্যাচার করব না তখন সে থাকতে রাজি হল। কিন্তু এছাড়া আরো একটা কারণ ছিল। সে জানত আমার ওপর তার কতোটা প্রভাব পড়েছে। এবং জানত পৃথিবীর অন্যান্য যে-কোনো লোকের প্রভাবের থেকেও তা বেশি, তাই সে তখন তা কাজে লাগাবে ঠিক করল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে?

গিবসন আবার বলতে শুরু করলেন, মানে আমার ব্যাপারে সব কিছু জানা ছিল মি. হোম্‌স্। তার ধারণা হয়েছিল, বিপুল সম্পত্তির ওপরেও এমন কিছু আছে যার স্থায়িত্ব আরও

বেশি। মনে করতো আমি ওর কথা শুনছি এবং এও মনে করত যে আমার কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে সে পৃথিবীর মানুষের উপকার করতে চলেছে। তাই রয়ে গেল সে। তারপর এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

হোম্‌স্ উত্তেজনায় টান টান হয়ে বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কিছু আলোকপাত করুন।

স্বর্ণরাজ দুমিনিট মাথা দুহাতে রেখে চিন্তায় ডুবে গেলেন। তারপরে বললেন, ব্যাপারটা তার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বর হয়ে উঠেছে, এ আমি অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু নারীর মনের মধ্যে যে এক গোপন জীবন থাকে যা পুরুষের বুদ্ধির বাইরে। প্রথমটায় আমি একটু হকচকিয়ে গেলেও, পরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে বুঝতে পারলাম—আমার স্ত্রীর মধ্যে ঈর্ষা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। এক ধরনের আত্মিক ঈর্ষা আছে যা দৈহিক ঈর্ষার মতোই প্রবল। আমার স্ত্রীর দৈহিক ঈর্ষার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু তিনি এও জানতেন যে এই মেয়েটি আমার মনে আমার কাজে-কর্মে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করছে যা তিনি পারেন নি। এবং যদিও এই প্রভাব ভালোর জন্যেই, তবুও তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। ঘৃণায় তিনি কাগজের মতো হয়ে উঠেছিলেন—আমাজন অঞ্চলের উত্তাপ ছিল তাঁর রক্তে। হয়তো তিনি ওকে হত্যা করবেন ঠিক করেছিলেন, কিংবা ধরুন রিভালভার দেখিয়ে চলে যেতে বাধ্য করবেন ভেবেছিলেন। হয়তো তখন একটা ধস্তাধস্তি হয়েছিল এবং রিভলভারটা হঠাৎ ছুটে গিয়ে যার হাতে ছিল তাকেই হত্যা করে।

হোম্‌স্ বললেন, এ সম্ভাবনাটা আমার মনে এসেছিল। বলতে কি, নিছক হত্যাকাণ্ড যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই এটিরই সম্ভাবনা বেশি।

হোমস হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, তরুণীটির সঙ্গে আমার একবার কথা বলা দরকার। আর তার সঙ্গে কথা বলার পরই বলব আমি আপনার সাহায্যে আসতে পারব কি পারব না। অবশ্য সিদ্ধান্ত যদি আপনার মনোমত না হয় তাহলেও মেনে নিতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় হোম্‌স্‌রা হ্যাম্পশায়ার গেলেন। উইঞ্চেস্টারে মিস ডানবারের ওখানে পরে যাবেন ঠিক করলেন। হ্যাম্পশায়ারে মি. নীল গিবসনের সম্পত্তি থর প্লেস-এ। মি. গিবসন হোম্‌স্‌দের সঙ্গে গেলেন না, তবে স্থানীয় পুলিশের সার্জেন্ট কভেন্ট্রির ঠিকানা দিলেন এবং বললেন এই সার্জেন্ট সর্বপ্রথম তদন্ত করেছিল। লোকটি লম্বা এবং চাপা স্বভাবের। দেখলেই মনে হয় যেন যা বলছে তার থেকে অনেক বেশি জানে। কিন্তু বলতে কিছুতেই সাহসে কুলোচ্ছে না।

তবে ভদ্রলোককে সৎ ও ভদ্র বলে মনে হয়।

হঠাৎ ফিসফিস করে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কভেন্ট্রি হোম্‌স্‌কে বললো, কথাটা আমি কাউকেই বলিনি, মানে, আপনার কি মনে হয় না মামলাটা মিঃ নীল গিবসনের বিরুদ্ধে যেতে পারে?

হোম্‌স্ বললেন, সেটা আমি ভেবে দেখছি।

পুলিশ সার্জেন্ট বলল—মিস্ ডানবারকে আপনি দেখেননি, অতি চমৎকার মহিলা তিনি। ওঁর স্ত্রী পথ থেকে সরে যাবেন, এমন ইচ্ছা তো মি. গিবসনের হতেই পারে। আর এই আমেরিকানরা যে পিস্তলের ব্যবহার আমাদের থেকে বেশি তৎপর এতে নিঃসন্দেহ। জানেন, পিস্তলটা তাঁরই।

হোমস বললেন, সেটা কি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ তাঁরই একজোড়া পিস্তলের একটা হলো এটা।

কী বললেন, একজোড়ার একটা? অন্যটা তাহলে কোথায়? হোম্‌সের প্রশ্ন।

সবগুলোই রাখা আছে, ইচ্ছে করলে দেখতে পারেন।

হয়তো দেখব পরে একসময়ে। আগে গিয়ে ঘটনাস্থলটা দেখে আসতে চাই।

যথাসময়ে ওঁরা একটি জলাশয়ের পাশে থর প্লেসের ব্রিজের কাছে পৌঁছলেন।

পুলিশ সার্জেন্ট একটি জায়গায় এসে থামল। তারপর বলল, এই জায়গাটায় মিসেস গিবসনের মৃতদেহ পড়ে ছিল। একটা পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছি।

হোম্‌স্ বললেন—আপনি তো মৃতদেহটা নিয়ে যাওয়ার আগেই ওখানে গিয়েছিলেন—তাই তো?

হ্যাঁ, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা আমাকে খবর দিয়ে আনেন।

হোম্‌সের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন—কারা?

কভেন্ট্রি উত্তর দিল—মি. গিবসন নিজেই। যখনই খবরটার প্রচার হয় সঙ্গেসঙ্গে তিনি সবেগে বেরিয়ে আসেন সকলের সঙ্গে। তিনি বলেছিলেন কোনো কিছুই যেন সরানো না হয় পুলিশ আসবার আগে।

হোম্‌স্ বললেন, ঠিকই বলেছিলেন, কাগজে পড়লাম যে গুলিটা খুব কাছ থেকে ডান কপালে করা হয়েছিল। ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন ছিল না। কোনো অস্ত্রের দাগও ছিল না। বাঁহাতে চেপে ধরা ছিল মিস্ ডানবারের লেখা চিরকুটটা।

পুলিশ সার্জেন্ট অবাক হয়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ, মুঠোটা খোলাই কঠিন হয়ে পড়েছিল।

হোমস মন্তব্য করলেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, পুলিশকে বা তদন্তকে ভুল পথে চালাবার উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুর পরে ওটার হাতে গুঁজে দেয়া হয়নি। লেখাটা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—"নটার সময় থর ব্রিজের কাছে থাকবো—জি. ডানবার।" তাই না? আচ্ছা, মিস্ ডানবার কী চিঠিটা লিখেছেন বলে স্বীকার করেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ—পুলিশ সার্জেন্ট বলল।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—এর কী সবাবদিহি তিনি করেছেন?

কভেন্ট্রি বলল—তাঁর বক্তব্য তিনি রেখে দিয়েছেন অ্যাসাইজেসের জন্যে। এখন কিছুই বলতে চান না। হোমস মন্তব্য করলেন—বড়ই আকর্ষণীয় এই মামলা। চিঠির ব্যাপারটা একটু দুর্বোধ্য, তাই না?

কভেন্ট্রি বলল, স্যার, আমার মনে হয়, যদি কিছু মনে না করেন, সমস্ত মামলাটায় ঐ চিঠিটাই বরং একমাত্র জিনিস যা পরিষ্কার।

হোম্‌স্ একটু মুচকি হাসলেন। তারপর হঠাৎ তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দেখা গেল তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তিনি দৌড়ে চলে গেলেন পোলটার অপর পারে। তারপর তাড়াতাড়ি পকেট থেকে আতস কাঁচটা বার করে পরীক্ষা করতে লাগলেন পাথরটা। অস্ফুট স্বরে বললেন, আরে, এ তো অদ্ভুত! পাথরটা ধূসর রঙের কিন্তু এই ছোট্ট জায়গাটায় সেটা সাদা একটা পয়সার আকৃতির। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেল চাকলা উঠে গেছে, কোনো ভারী বস্তুর ঘা খেয়েই হয়তো। হোম্‌স্ লাঠি দিয়ে অনেক বার সেই জায়গাটায় আঘাত করলেন, কিন্তু কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। মন্তব্য করলেন, হুঁ, খুব জোরেই আঘাতটা করা হয়েছিল, আর জায়গাটাও অদ্ভুত। আঘাতটা করা হয়েছিল নিচে থেকে, কিছুতেই ওপরা থেকে নয়, কারণ, লক্ষ করুন আঘাতটা লেগেছে নিচের দিকটায়।

পুলিশ সার্জেন্ট বলল,—কিন্তু দেহটা যেখানে ছিল তা থেকে এটা তো অন্তত পনেরো ফুট তফাতে।

হ্যাঁ, পনেরো ফুট। হয়তো এর সঙ্গে মামলাটার কোনো সম্বন্ধ নেই কিন্তু তাহলেও এটা উল্লেখযোগ্য তো বটেই, হোম্‌স্ বললেন—এখানে আর কিছু দেখবার নেই, আচ্ছা, কোনো পায়ের ছাপ পেয়েছেন কি?

কভেন্ট্রি বলল,—এখানের মাটি লোহার মতো শক্ত তাই কোনো ছাপই পড়ে নি।

হোম্‌স্ বললেন,—এবার বাড়ির ভেতরে চলুন। যে অস্ত্রগুলোর কথা বলছিলেন সেগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এখানের কাজ সেরে তারপর ইউঞ্চেস্টারে মিস ডানিবারের সঙ্গে দেখা করব।

বাড়িতে, নাভার্স মি. বেটস্, খানিকটা বিকৃত তৃপ্তির সঙ্গে, বিভিন্ন আকৃতির অনেকগুলো মারণাস্ত্র হোমসদের দেখালেন। মি. নীল গিবসন বাড়িতে ছিলেন না। তাই খোলাখুলি অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—কখনও কি আপনি মহিলাটির ওপর দৈহিক অত্যাচার লক্ষ্য করেছেন?

পুলিশ সার্জেন্ট বলল—না, মানে সেরকম কিছু নয়। তবে, এমন কথা তাঁকে বলতে শুনেছি যা তেমনই ভয়ঙ্কর সব কথা, ঘৃণার কথা চাকর-বাকরদের সামনে প্রায়ই তিনি বলতেন।

হোম্‌স্ কোনো মন্তব্য না করে, শুধু বললেন—হুঁ! তারপর বললেন চলুন এবার উইঞ্চেস্টারে যাওয়া যাক।

রাতটা হোম্‌স্‌রা বাধ্য হলেন উইঞ্চেস্টারে কাটাতে। কারণ আইনগত ব্যাপারগুলো তকনও পরিষ্কার করা হয়নি। পরদিন সকালে গেলেন মিস ডানবারের ভারপ্রাপ্ত উদীয়মান ব্যারিস্টার মি. জয়েস কামিংস-এর সঙ্গে দেখা করতে। অপূর্ব সুন্দর, দীর্ঘাকৃতি ও তাঁর কালো চোখে অনুনয় ও অসহায়তার অভিব্যক্তি—চারদিকে দিয়ে যেন তাকে ঘেরা হয়েছে—মুক্তির কোনো উপায় নেই। কিন্তু হোম্‌সের সাহায্য পাবে জেনে তাঁর বিবর্ণ কপোলে রক্তের আভাস ফুটেছে, চোখে আশার আলো ফুটে উঠেছে।

নীচুস্বরে তিনি বললেন, মি. নীল গিবসনের কাছে হয়তো ব্যাপারটা কিছু শুনেছেন?

হোম্‌স্ বললেন, হ্যাঁ, কাহিনীর সে অংশটা বলতে বলে আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি মিঃ গিবসনের কথা মানতে রাজি, মানতে রাজি আপনার প্রভাব কতোটা তাঁর ওপর পড়েছিল, এবং তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু কেন তাহলে সমস্ত ঘটনা আদালতে বলা হয় নি?

মিস ডানবার বললেন, এমন একটা অভিযোগ যে টিকতে পারে এ আমার প্রথমটায় বিশ্বাসই হয়নি। মনে হয়েছিল, একটু সময় দিলেই ব্যাপারটা আপনা-আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু এখন যা বুঝছি,

পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দূরে থাক, বরং ব্যাপারটা আরও গুরুতর হয়ে ঘাড়ে চেপে বসেছে।

আন্তরিকতার সঙ্গে হোমস বললেন, দেখুন, এ বিষয়ে কোনোরকম চিন্তা মনে পুষে রাখবেন না। মি. কামিংস-এর কাছে শুনেছে যে, যা কিছু তথ্যপ্রমাণ সবই আপাতত আমাদের বিপক্ষে এবং এই জটিল পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে যথাসম্ভব চেষ্টাটা করে যেতে হবে। কাজেই, যথাসাধ্য সাহায্য আমাকে করুন যাতে সঠিক ঘটনাটা জানতে পারি।

মিস ডানবার বললেন, বেশ আমি কিছুই গোপন করব না আপনার কাছে। সব ঘটনা ঠিক যেমন, তেমনভাবেই আমি বলছি। মিস ডানবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে শুরু করলেন—মিসেস গিবসন আমাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর স্বামীর আর আমার মধ্যে সম্পর্ক, হয়তো তিনি সেটা ভুল বুঝতেন। তাঁর প্রতি পক্ষপাত না করেই বলছি, দৈহিক দিক দিয়ে এতোই তিনি ভালোবাসতেন যে, তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার যে আঙ্গিক বা মানসিক সম্পর্ক—তা বুঝতেই পারতেন না, ভাবতেই পারতেন না যে আমার একমাত্র চেষ্টা ছিল তাঁর ক্ষমতাকে কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করা এবং একমাত্র সেই কারণেই আমি এখনও তাঁর কাছে রয়ে গেছি। এখন দেখছি ভুল করেছি। যেখানে আমারই জন্যে অশান্তি সেখানে কোনো যুক্তিতেই আমার থেকে যাওয়া উচিত হয়নি। যদিও অবশ্য একথাও ঠিক যে আমি চলে গেলেও অশান্তি থেকে যেত।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বলুন তো, সেদিন ঠিক কি ঘটেছিল থর ব্রিজে?

মিস্ ডানবার বললেন,—যেটুকু আমি জানি সেইটুকুই বলতে পারি মি. হোম্‌স্। কিন্তু প্রমাণ আমি কিছুই করতে পারবো না। ...সকালে আমি মিসেস গিবসনের কাছ থেকে একটা চিঠি পাই। স্কুলঘরের টেবিলের ওপরে ছিল সেটা, হয়তো তিনি নিজেই এসে রেখে গিয়েছিলেন। তাতে অনুরোধ ছিল যেন আমি ডিনারের পরে সেখানে গিয়ে দেখা করি তাঁর সঙ্গে, একটা জরুরি কথা আছে, এবং আমি যেন আমার উত্তরটা লিখে বাগানের সূর্যঘড়ির ওপরে রেখে আসি—এর কারণ, তিনি চান না এই গোপন ব্যাপারের কথা আর কেউ জানতে পারে। এরকম গোপনতার কারণ কি, আমি খুঁজে পেলাম না। কিন্তু আমি রাজি হলাম। মিসেস গিবসন লিখেছিলেন চিঠিটা নষ্ট করে ফেলতে, তাই সেটা আমি স্কুল ঘরের অগ্নিস্থানে পুড়িয়ে ফেলি। স্বামীকে তিনি খুবই ভয় করতেন, রুক্ষভাবে স্বামী, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন, সেজন্যে আমি নিজে অনেকবার মিঃ নীল গিবসনকে ভর্ৎসনা করেছি। আমার মনে হলো, এই গোপনতার কারণ, মিসেস গিবসন চাইতেন না যে স্বামী এই ব্যাপারটা জানতে পারেন।

হোম্‌স্ উত্তেজনায় টান টান হয়ে বললেন—অথচ তবুও আপনার উত্তরটা তিনি খুব যত্ন করে রেখেছিলেন, তাই না? আর সেই চিঠিটাই তো মৃত মিসেস গিবসনের হাতের মুঠোয় ধরা ছিল? হোম্‌স্ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে অবশেষে মন্তব্য করলেন, হুঁ! তারপর বললেন, আচ্ছা, তারপর কী হলো বলুন?

মিস ডানবার আবার বলতে শুরু করলেন একটু দম নিয়ে—কথামতো গেলাম আমি। যখন পৌঁছোলাম, আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। তখনও পর্যন্ত আমি বুঝতে পারি নি, আমার প্রতি কী তীব্র ঘৃণা বেচারার ছিল। একেবারে পাগলের মতো ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। পাগল-মানুষের মধ্যে যে সব লক্ষণ দেখা যায় তা তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। কী তিনি আমাকে বললেন, তা আমি বলব না, শুধু বলব, তাঁর সমস্ত আক্রোশ, সমস্ত বন্যক্রোধ, জ্বলন্ত, ভয়ঙ্কর ভাষায় প্রকাশ করলেন তিনি। কিন্তু একটা উত্তর পর্যন্ত আমি করলাম না, করা সম্ভব ও ছিল না। অত্যন্ত ভীষণ চেহারা তখন তাঁর। দু-হাতে কান চেপে আমি দৌড়ে পালিয়ে এলাম। তখন তিনি তেমনি দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে গালাগালি করে চলেছেন, পোলটার মুখে দাঁড়িয়ে।

হোমস জিজ্ঞাসা করলেন—এরপরে কোথায় পাওয়া যায় তাঁকে? আর যদি ধরে নেয়া যায় যে এই ঘটনার একটু পরেই তাঁর মৃত্যু হয়, কোনো গুলির আওয়াজ আপনি পান নি?

মিস ডানবার বলল,—না পাইনি। মি. হোম্‌স্, আমি এতোই ভয় পেয়ে গেছিলাম যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে চলে এসেছিলাম, অন্য কোনো দিকে আমার তখন মন ছিল না।

হোমস প্রশ্ন করলেন—আপনি বলছেন, আপনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। পরদিন সকালের আগে কি আপনি ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, বেরিয়েছিলাম। যখন খবর পাই যে বেচারার মৃত্যু হয়েছে, আর সকলের সঙ্গে আমিও দৌড়ে গিয়েছিলাম সেখানে।

হোম্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন—মি. গিবসনকে দেখেছিলেন কি?

মিস্ ডানবার বলল—হ্যাঁ, তাঁকে যখন দেখি সবে তখন তিনি ব্রিজটা থেকে ফিরে আসছেন। ডাক্তারকে আর পুলিশকে খবর দিয়েছিলেন তিনি।

হোম্‌স জানতে চাইলেন—তাঁকে দেখে কি তখন বিশেষ বিচলিত বলে মনে হয়েছিল?

মিস্ ডানবার বলল—মি. হোম্‌স্, আমার মনে হয়েছে, মি. নীল গিবসন চাপা স্বভাবের, অত্যন্ত বলিষ্ঠ মানুষ—ভাবাবেগ প্রকাশ করার লোক তিনি নন। কিন্তু আমি তো ভালো করেই জানি, বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

আচ্ছা, এবার আসছি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টায়, যে পিস্তলটা আপনার ঘরে পাওয়া গিয়েছিল—হোম্‌স্ দৃঢ়স্বরে বললেন—আগে সে পিস্তলটা কখনও দেখেছিলেন?

মিস্ ডানবার-এর সংক্ষিপ্ত উত্তর—ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—না, কোনো দিন ঐ পিস্তলটা দেখিনি। আগের দিন আমি আলমীর পরিষ্কার করেছি তখন ওটা ওখানে ছিল না।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—হুঁ! তাহলে...

এবার হোম্‌স্ একটু দুলকি চালে মিস্ ডানবারকে বললেন, ব্রিজটার পাথরের ওপর আঘাতের চিহ্ন আছে—ঠিক যেখানে মৃতদেহটা পড়েছিল, তার বিপরীত দিকে পাথরের খানিকটা চাকলা ওঠা, একেবারে টাট্‌কা। এর কোনো কারণ আপনার মনে হয় কী?

মিস্ ডানবার বললো—এটা নিশ্চয়ই নিতান্ত কাকতলীয় ব্যাপার।

হোম্‌স্ মন্তব্য করলেন—আশ্চর্য মিস্ ডানবার, অত্যন্ত আশ্চর্য! কেন সেটা ঠিক দুর্ঘটনার সময়েই এবং ঠিক সেই জায়গাটাতেই হবে?

হোম্‌সের মুখে আলো আঁধারের খেলা চলতে লাগলো। মহা আলোড়ন চলছিল তার মনে। কিছুক্ষণ এভাবে কাটবার পর হঠাৎ তিনি লাফিয়ে উঠে পাশে বসে থাকা ড. ওয়াটসনকে টানতে টানতে থর ব্রিজের কাছে নিয়ে এলেন। কানে কানে বললেন এখন একটাই মাত্র পরীক্ষা আমার সামনে। যদি সফল হই তাহলে আর কোনো বাধাই থাকবে না। এবং সে পরীক্ষা নির্ভর করবে এই একটা ছোটো অস্ত্রের ওপর। রিভলভার থেকে একটা গুলি বার করে নেওয়া হলো, এবার বাকি পাঁচটা গুলি ভরে নিয়ে সেফটি ক্যাচটা লাগিয়ে দেবো। এই ব্যস। এবার ওজনটা বাড়ল, আরও কাজের হল এটা।

ওয়াটসন বললেন, ব্যাপারটা কী? আমি তো কিছুই হদিস পাচ্ছি না।

মিঃ হোম্‌স্ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে পুলিশ সার্জেন্টের বাড়ির দিকে চললেন ওয়াটসনকে নিয়ে।

মিঃ কভেন্ট্রি জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো সূত্র পেয়েছেন কী মি. হোম্‌স্? কী সে সূত্র?

হোম্‌স্ বললেন, সেটা নির্ভর করছে বন্ধু ওয়াটসনের রিভলভারের ব্যবহারের ওপর। এই যে, এইটা। আচ্ছা, দশ গজ মতো সুতো দিতে পারেন?

গ্রামের দোকান থেকে টোয়াইন সুতোর একটা গুলি পাওয়া গেল। হোম্‌স্ বললেন, ব্যস্ আর কিছুর দরকার নেই। এবার, আমরা যে কাজে যাচ্ছি, এই মামলায় আমাদের শেষ কাজ এটা। চলতে চলতে হোমস সুতোটার একটা দিক রিভলভারের হাতলে বাঁধলেন। ঠিক যেখানে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে বেশ বড়সড় একটা পাথর তাঁর চোখে পড়ল। তারপর সুতোটার অন্যপ্রান্তটা বাঁধলেন সেই পাথরের সঙ্গে, তারপর সেটা নিয়ে গিয়ে পোলের ওপর এমনভাবে ঝুঁকিয়ে দিলেন যাতে জল না ছোঁয়। তারপর ব্রিজ থেকে খানিকটা তফাতে ঠিক সেই জায়গাটার ওপর গেলেন, রিভালভারটা হাতে করে—রিভলভারটার সুতো ওদিকে পাথরটার সঙ্গে বাঁধা। তারপর বলে উঠলেন, আচ্ছা, এইবার! এইবার হচ্ছে আসল কাজ।

এই বলে তিনি রিভলভারটা মাথার ওপর তুললেন, তারপর ছেড়ে দিলেন হাতটা। সঙ্গে সঙ্গে রিভালভারটা ছিট্‌কে গেল পাথরটার ভারে, তারপর খুব জোরে পাথরটার ওপর ধাক্কা খেয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়। তখনও ছিটকে গিয়েছে কি যায় নি, সঙ্গে সঙ্গে হোম্‌স্ হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন পাথরটার সামনে, আর এমন একটা খুশির চিৎকার করে উঠলেন, বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তাঁর ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বলে উঠলেন—কোনো পরীক্ষার ফল বোধ হয় আর ককনও এমন নির্ভুল হয় নি। দেখলে ওয়াটসন, রিভালভারটা কেমন সমস্যার সমাধান করে দিল! বলতে বলতে তিনি ঠিক আগেরটার মতোই একটা পাথরের চলটা দেখালেন।

হোমস সার্জেন্টকে বললেন, এবার একটা আঁকশির সাহায্যে নিশ্চয়ই আপনি আমার রিভালভারটা উদ্ধার করতে পারবেন আর দেখবেন, ঠিক আরও একটা রিভালভার তার পাশেই রয়েছে। যে রিভালভারটা দিয়ে মিসেস গিবসন আত্মহত্যা করেছেন। আর পূর্ব পরিকল্পনা মতো এমন ভাবে আত্মহত্যা করেছেন যে—প্রতিহিংসাপরায়ণা নারী নিজের অপরাধ ঢেকে তাঁর মনগড়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন।

এবার হোম্‌স্ সকলের সামনে—ঘটনাগুলি পর পর বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। খুব চালাকি করে মিসেস গিবসন মিস ডানবারকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। যা থেকে মনে হতে পারে মিস্ ডানবারই ষড়যন্ত্র করে মিসেস গিবসনকে থর ব্রিজে নিয়ে এসেছিলেন। আর পাছে চিঠিটা চোখ এড়িয়ে যায় তাই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন, শেষপর্যন্ত সেটা নিজের হাতে আঁকড়ে রেখে। শুধু এই ব্যাপারটাই অনেক আগে আমার সন্দেহের উদ্রেক করতে পারত।

তারপর তিনি তাঁর স্বামীর একটা রিভলভার তুলে নিয়েছিলেন। আর ঠিক সেইরকম আর একটা রিভলভার তিনি তার আগে লুকিয়ে রেখেছিলেন মিস্ ডানবার-এর ঘরে আলমারির তাকে জামাকাপড়ের নিচে। সেই রিভলভারটার থেকে একটা গুলি বার করে রেখেছিলেন তিনি আগে থেকে। তারপর ব্রিজের কাছে গেলেন—রিভালভারটা উধাও করার এই চমৎকার পরিকল্পনাটা মাথায় নিয়ে। তারপর মিস্ ডানবার এলে তিনি তার প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করে চললেন যতোক্ষণ পর্যন্ত না মিস্ ডানবার গালাগালি সহ্য করতে না পেরে ছুটে পালায়। তারপর যখন মিস ডানবার অনেক দূরে চলে গেলেন—মানে এতোটা দূরে গেছেন যেখানে থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যাবে না, তখনই তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর মতলবটা কাজে পরিণত করলেন।

পুলিশ সার্জেন্ট বিস্ময়ের সঙ্গে হোম্‌সের কথাগুলো হাঁ করে গিলেছিলেন।